সূচিশিল্প।

Coronation Edition

বাঙ্গালাদেশের বালিকাবিদ্যালয় সমূহের

অধ্যক্ষিতা ইনস্পেক্ট্রেস

শ্রীমতী মেরি, এ, সি, মুরাট্ প্রণীত।

Diplomee in Needlework,

LONDON.

Organiser of the first Needlework
Exhibition in India.

কলিকাতা।
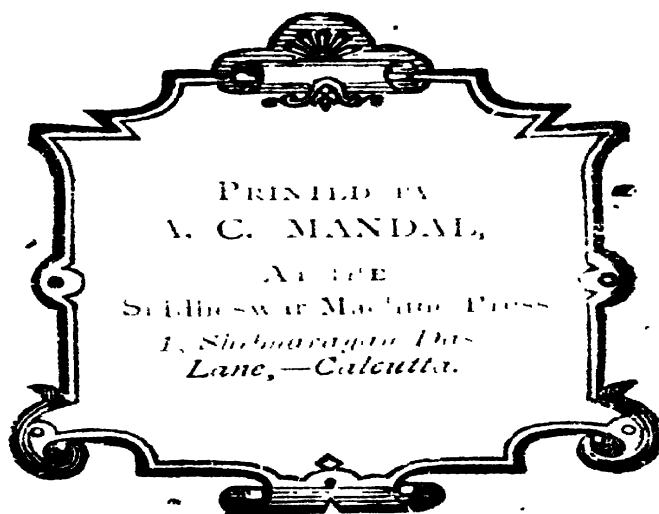
PRINTED BY
A. C. MANDAL,
AT THE
Siddheswar Machine Press
1, Shibnarayan Das
Lane,—Calcutta.

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছে। এই অবসরে, আমি সূচিশিল্পের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

যৎকালে সূচিশিল্প প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, সূচি-কার্য্যের পক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেই আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অধিকাংশ বঙ্গীয় মহোদয়গণের অন্তঃপুরে সূচিশিল্প প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। গ্রাহকগণের এইরূপ আগ্রহদর্শনে, অধিকন্তু, পূর্ব্ব-বঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের উৎসাহপ্রদানে সূচিশিল্প তৃতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

এই সংস্করণে কোনও কোনও বিষয়ের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়াছি, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পুস্তকখানি সরল ও সুখপাঠ্য করিবার জন্য, যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছি। এক্ষণে, সূচিশিল্প পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

কলিকাতা,
১লা মে, ১৯১১।

শ্রীমতী মেরি, এ, সি, মুরাট্

সূচীপত্র।

বিষয়।

পৃষ্ঠা :

মুখবন্ধ।

সূচিকার্য্য এবং গৃহকর্ম্ম এই দুইটীই স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়; যে সকল স্ত্রীলোক এই দুই বিষয়েই অনভিজ্ঞা, তাহাদের অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। মনুষ্যের সুখ দুঃখ, সাংসারিক সুশৃঙ্খলার উপর অনেকটা নির্ভর করে। যে সংসারের গৃহিণী সংসারের শৃঙ্খলা স্থাপনে যত্নশীলা নহেন, তাঁহার সংসারে নানাবিধ অসুবিধা ও ক্লেশ উপস্থিত হয়।

বাঙ্গলা ভাষায় সূচিশিল্প সম্বন্ধে ইহাই প্রথম পুস্তক। যে সকল বালিকাবিদ্যালয়ে এই শিল্পবিদ্যা-শিক্ষা ইচ্ছাধীন ছিল, এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, সে সকল বিদ্যালয়ে সূচিকার্য্য শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে; এবং বহুল ভদ্রপরিবারের মধ্যেও সূচিকর্ম্মের চর্চ্চার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে।

সূচিকার্য্য জীবিকা-নির্ব্বাহের একটী সহজ ও সদুপায়। কি ধনবানের অন্তঃপুরবাসিনী কি দরিদ্রগৃহিণী সকলেই সমভাবে এ বিদ্যার উপকারিতা পাইতে পারেন। পুরুষের যেমন কলম, স্ত্রীলোকের সেইরূপ সূচি। ফলতঃ, স্ত্রীলোক যতই বিদুষী হউন, যদি তিনি রন্ধন-কার্য্যে, সূচিকর্ম্মে, রোগ-পরিচর্য্যায় এবং গৃহিণীপণায় সুশিক্ষিতা না হন, তবে তাঁহার সকল শিক্ষাই বিফল হয়। মিতব্যয়িতাও সংসার সুখময় করিবার একটা প্রধান উপায়। পিরাণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণ

কাপড়ের প্রয়োজন, গৃহিণী যদি তাহা অবগত না থাকেন, তবে, দরজী প্রয়োজনাধিক কাপড় ও উচিতাধিক বেতনও লইতে পারে। হিন্দুবালিকারা এণ্ট্রান্স, এফ্ এ অথবা উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ কি উপকার পাইতে পারেন? অন্তঃপুরের বাহিরে গিয়া তাঁহারা চাকরী করিতে পারেন না। ঐ সঙ্গে সূচিকর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিলে গৃহে বসিয়া ধন উপার্জ্জন করিবারও পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে।

সূচিকর্ম্ম মনোরম এবং প্রয়োজনীয় কার্য্য। সূচিকর্ম্ম না জানিলে, একটা বালিসের ওয়াড় বা একখানা রুমালের মুড়ি সেলাই, অথবা একটা বোতাম আঁটিবার জন্যও দরজীর আবশ্যক হয়, ইহা কি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় নহে। এদেশের অধিকাংশ কোচ্‌মান, সহিস্, বেহারা এবং দ্বারবান্ প্রভৃতি, নিজেদের কাপড় নিজেরাই সেলাই করিয়া লয়। বঙ্গ-বালিকারা কি তাহাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ? কখনই নয়। ইংলণ্ডের ধনবান্-গৃহিণীরাও যত্নপূর্ব্বক সূচিকার্য্য শিক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব স্ব হস্তে সুন্দর পোষাক প্রস্তুত করিয়া পতি, পুত্র প্রভৃতিকে উপহার দিয়া, অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। বঙ্গললনাগণ কি তাঁহাদের এইরূপ প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, খ্যাতিলাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন না।

সূচিশিক্ষা।

সেলাইএর জন্য কি কি আবশ্যক।

(Requisites for Sewing).

একটা হাত বাক্‌স (work box), থলি অথবা চুব্‌ড়ি (Work basket) ভিতরে কয়েকটি খোপ থাকিবে। তাহাতে সূচ, সূতা, বোতাম, ফিতা, পিন্‌, হুক্‌, আই (Eye), কাঁচি, মাপিবার ফিতা, অঙ্গুলিত্রাণ বা অঙ্গুস্তানা, উল্‌ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষের বিদ্যালয় সমূহে কণর‍্যাড্‌ সেলায়ের (Conrad Seylers) সূচই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ৭, ৮, এবং ৯ নম্বর সূচই সেলাইএর উপযোগী। এবেল মোরেল (Abel Morral) এবং হেন্‌রী মিলওয়ার্ডের (Henry Milward's) সূচের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। প্রতি প্যাকেটের দাম প্রায় চারি পয়সা।

নিপুণ সূতা-প্রস্তুত-কারকের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, বলা প্রায় অসম্ভব। সম্ভবতঃ, সার্‌ জেমস্‌ কোট্‌স্‌ই (Sir James Coats) জগদ্বিখ্যাত। বর্ত্তমান বাজার দর প্রতি রিলে ছয় পয়সা। কাজ অভ্যাস করিবার জন্য প্রত্যেক শিক্ষা-নবিশের থলিতে রঙ্গিন সূতা রাখিতে হইবে। কাল, লাল,

নীল, পাটল, সবুজ প্রভৃতি বর্ণের ফোঁড়গুলি সুন্দর দেখায়। ৫০ নম্বর সূতা, ব্যবহারের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৪০ নম্বর এবং ৫০ নম্বর সাদা সূতা সাধারণ সেলাই-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের জন্য দেশীয় গুলিসূতা অত্যন্ত সুবিধা-জনক। প্রত্যেক গুলি এক পয়সা করিয়া বিক্রয় হয়, এবং উহাতে ১৬০ গজ সূতা থাকে। এই সূতা সাধারণ কাজের বিশেষ উপযোগী।

আলেক্জাণ্ডারের গ্লাস্গো (Alexander's Glasgow) গুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সূতা সিঙ্গারের (Singers) সেলাই-কলেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মোজা রিপু করিবার জন্য সাধারণতঃ মিহিবুটি তোলার উপযোগী চিকন সূতার আবশ্যক ; কিন্তু কাপড়ের ছেঁড়া স্থান রিপু করিতে ছেঁড়া কাপড়ের সূতা বাহির করিবে এবং ঐ সূতা দিয়া রিপু করিবে। গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে, কাপড় বুনাইবার জন্য যে সূতার ফেটী ব্যবহৃত হয়, পোষাক রিপু করার পক্ষে তাহা উপযোগী এবং সস্তা। রিপু এবং কারপেটের কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সূচ আছে। সূচের ছিদ্র বা চোক (eye) খুব বড় এবং তজ্জন্য সহজে সূতা পরান যাইতে পারে। প্রত্যেক প্যাকেটের দাম চারি পয়সা।

বোতাম—ছিদ্র-হীন লিনেন (Linen) এর বোতাম সস্তা এবং বহুদিন স্থায়ী। হাড়ের বোতাম সাধারণতঃ সেমিজ, পায়জামা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় এবং ঝিনুকের বোতাম জ্যাকেট্ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন পরিসরবিশিষ্ট ফিতা—কাপড়ের প্রস্তুত বিলাতী ফিতা, সকল রকম ভাল কাজেই ব্যবহার করা উচিত। গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের জন্য সস্তা দেশী ফিতা পাওয়া যাইতে পারে। ফিতা ভিতরে দিবার জন্য প্রত্যেক থলিতে একটী বড়্‌কিন্‌ (Bodkin) থাকা উচিত।

পিন্‌—ভিন্ন ভিন্ন আকারের এক বাক্‌স পিন্‌ রাখিতে হইবে। এক প্যাকেট্‌ সাধারণতঃ তিন পয়সায় বিক্রয় হয়।

বড় হুক্‌ এবং আইস্‌ (Hooks and eyes)—জ্যাকেটের জন্য আবশ্যক হয়। ভিন্ন ভিন্ন আকারের হুক ও আইস্‌, বাক্সে ও কাগজে মুড়িয়া বিক্রয় হয়। সকলের চেয়ে "কনডরই" (The Condor) উৎকৃষ্ট। উহা রৌপ্যমণ্ডিত পিত্তলের বাক্সে ৫০ জোড়া থাকে। প্রতি বাক্‌সের দাম তিন আনা হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আকারের ০০, তারপর ০, ১, ২ এবং এইরূপ আরও আছে। কালহুক্‌ এবং আইস্‌, রঙ্গিন অথবা গরম কাপড়ে ব্যবহৃত হয়।

কাঁচি অনেক রকমের আছে। কাপড় কাটিবার জন্য কাঁচি, এম্‌ব্রয়ডারি (Embroidery) জন্য ধারাল অগ্রভাগবিশিষ্ট কাঁচি, বোতামের ঘর কাটিবার জন্য কাঁচি এবং সকল কাজে ব্যবহারের জন্য সরুপাতার (Blade) একজোড়া কাঁচি। ফিতা মাপিবার ইঞ্চ সহিত গজ একটী।

অঙ্গুস্তানা—এটী যেমন অঙ্গুলিতে ঠিক বসে। দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্বের জন্য ডোরকাস্‌ (The Dorcas) অঙ্গুস্তানা

সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ইহার তিন অংশ আছে। ভিতর এবং বাহিরের অংশ রৌপ্যনির্ম্মিত এবং মধ্য-অংশ ইস্পাত নির্ম্মিত। গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের জন্য সস্তা পিত্তলের অঙ্গুস্তানা পাওয়া যায়।

উল্—সচরাচর ব্যবহারের উপযোগী অনেক রকমের উল্ আছে। তন্মধ্যে বার্লিন (Berlin) স্কুইরল্ (The Squirrel) জাতীয় উলই সাধারণতঃ শিশুদের মোজার জন্য ব্যবহৃত হয়। এলোয়া ইয়ার্ণ (Alloa yarn) মোজা ও গেঞ্জির পক্ষে সাধারণতঃ বেশ উপযোগী।

ক্যান্‌বিস্ (Canvas)—সাধারণ সূচিকর্ম্মে ফোঁড়গুলি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য, নরম এবং মোটা জাভার (Java) ক্যানবিস্‌ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। একসূতার অথবা সাধারণ শক্ত ক্যানবিস্ বিদ্যালয়ের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৪০ নম্বর হইতে ১২০ নম্বর পর্য্যন্ত মার্কিং (Marking) সূতা, ফেটী অথবা রিল সহ ক্রয় করা যায়; নীল এবং টারকি লাল রং (Blue and Turkey red) খুব প্রচলিত। পাড়াগাঁয়ের বিদ্যালয়ে বুনানের জন্য তৈয়ারী দেশী রঙ্গিন সূতা হইলেই বেশ কাজ চলিবে এবং মার্কা কাজ শিক্ষা করিবার জন্য ক্যামবিসের পরিবর্ত্তে গ্রাম্য জোলার তৈয়ারী ঝাড়ন্ কাপড়ই সুন্দর হইবে। ডুমা (Duma) কাপড় প্রতিখণ্ড দুই আনায় বিক্রয় হয়।

সেলাইএর জন্য সূচ বা পিন (Knitting needles or pins)—এগুলি হাড় বা কাষ্ঠে তৈয়ারী, এবং মোটা অথবা ভাল মন্দ ঠিক করিবার জন্য নম্বর দিয়া বিক্রয় হয়। এইগুলি

সস্তা এবং স্থায়ী। ইস্পাতের সূচ বা পিন্ মিহি সূতার কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু এদেশে অতি সত্বর মরিচা ধরে বলিয়া, আমি উহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই না। গ্রামে ব্যবহারের জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত পিনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সহরে বা গ্রামে ভাল মিস্ত্রীকে নমুনা দেখাইলে সে ডজনে ডজনে এইগুলি তৈয়ার করিতে পারে।

উপাদান (Materials)—মল্‌মল্, নয়নসুক, দেশী ছিট্ এবং মারকিন কাপড়ই খুব সস্তা।

অভ্যাস করিবার জন্য প্রথম দুইটাতেই কাজ চলিবে, জ্যাকেট ফ্রক অথবা কোটের জন্য ছিট, বালিসের ওয়াড়, সেমিজ, সার্ট প্রভৃতির জন্য মার্কিন এবং রুমাল, ব্লাউস্ (Blouse) এবং পিরাণের জন্য ভাল মল্‌মল্ অথবা নয়নসুক ব্যবহৃত হয়।

কাপড় বাছিবার এবং কাটিবার নিয়ম।

(Directions for Selecting and Cutting Materials).

কাপড় কিনিবার সময় ভাল করিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। দেখিতে হইবে, যে কাপড়ের সূতাগুলি আগাগোড়া সমান হয় এবং কোন রকম গাঁইট বা গ্রন্থি ও দাগ না থাকে এবং পাড় বা কিনারা শক্ত হয়। কোন কোন কাপড় ধুইলে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কাজেই ধোপাবাড়ী হইতে ধৌত হইয়া আসিলে ঠিক লাগে না। এই রকমের কাপড়, কাটিবার পূর্ব্বে ধৌত ও শুষ্ক

করিয়া টানিয়া সরল করিতে হইবে এবং শেষে ইস্ত্রীদ্বারা চাপিয়া সমান করিতে হইবে। এইরূপে নরম ও চোস্ত করিলে পুরু কাপড় কাটিবার এবং সেলাই করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

এইরূপে কাপড় টানিয়া সরল করিতে হইবে,—কোণা-কোণিভাবে কাপড় ধরিবে অর্থাৎ কাপড়কে একটী সমচতুষ্কোণ করিয়া এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত তেরচা ভাবে (weft way) টানিবে, তারপর লম্বাভাবে (selvedge way) টানিয়া সোজা করিবে এবং ভাঁজ করিয়া ইস্ত্রী করিবে। অনেক গ্রাম্য বালিকাই জোলাদের কাপড় বুনা দেখিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে জোলারা খুব লম্বা শক্ত সূতা মাকুতে দিয়া আগে পাছে অথবা আড়াআড়িভাবে সূতা না ছিঁড়িয়া বুনিয়া যায়। এই রকমে পাড় প্রস্তুত হয়। লম্বা দিকের সূতাকে টানা বলে; যে সূতা দিয়া আড়াআড়িভাবে বুনে, তাহাকে পোড়েন বলে। পাড় টানিলে সঙ্কুচিত হয় না বা খিচে যায় না, কিন্তু আড়ে বা পোড়েন দিকে টানিলে খিচে যায়। তোমাদের সাড়ার কিনারা লম্বা দিকে বুনা হয়। ছিটের কাপড়ে, ফুলগুলি উপরে রাখিয়া কাটিবে। এই কাপড়ের সদর ও মফঃস্বল আছে। বিপরীত বা মফঃস্বল দিকে নমুনা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট দেখায়। অন্যান্য কাপড়ের মসৃণ অংশই সোজা বা সদরদিক। ছিটের কাপড় বুনটের সূতাসোজা কাটিতে হইবে, ছিঁড়িবে না; ছিঁড়িলে নক্‌সা এবং ফুল খারাপ দেখাইবে এবং

পরিচ্ছদও বক্র দেখাইবে। মস্‌লিন (Muslin) এবং ফ্লানেলও কাটিতে হইবে। একসঙ্গে অনেক ভাঁজ কাপড় কাটিলে ছাঁট্ সমান হয়। এক একটী করিয়া কাটিলে ছোট বড় হইবার সম্ভাবনা ; এবং একসঙ্গে কাটিলে অনেক কাপড়ও থাকিয়া যায়।

সূচে সূতা পরাইবার নিয়ম।

(Needle Threading).

(১) ডাইন হাতের তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে সূতা ধরিবে, এবং একটু সূতা বাহির করিয়া রাখিবে।

(২) বাম হাতের তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ঘষিয়া সূতার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিবে। পরে বাম হস্তে সূচ ধরিয়া ঐ সূতার অগ্রভাগ সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করাইবে। বাম হাত দিয়া ঐ অগ্রভাগ ধরিয়া টানিয়া সূতার এক প্রান্তভাগ বড় এবং অপর প্রান্তভাগ ছোট রাখিবে।

অঙ্গুলিত্রাণ শিক্ষা।

(Thimble Drill).

(১) ডাইন হাতের মধ্যমাঙ্গুলিতে অঙ্গুস্তানা পরিয়া উহার অগ্রভাগ দ্বারা সূচের গোড়া ঠেলিয়া দিবে।

সেলাই ধরা।

(Work Placing).

(১) ডাইন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তর্জ্জনী দ্বারা কাপড়ের ডাইন দিকের কোণের অগ্রভাগ ধরিবে।

(২) বাম হস্ত বক্ষঃস্থলের দিকে রাখিয়া, তর্জ্জনীর উপর কাপড় রাখিতে হইবে।

(৩) বাম হাতের তর্জ্জনীর নখের উপর সেলাইএর মুড়ির দক্ষিণপ্রান্ত স্থাপন করিয়া, সম্মুখের দিক বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ দ্বারা চাপিয়া রাখ, এবং মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া পশ্চাৎদিক চাপিয়া রাখিবে।

(৪) সোজা হইয়া বসিবে এবং উরুর উপর কনুই রাখিবে না।

নানারকম বন্ধন।

(Fastenings).

ফাস্‌নিং সাধারণতঃ এই কয়প্রকার যথা ঃ—

(১) বোতাম এবং বোতামের ঘর।

(২) হুক্ (Hooks) এবং হুকের চোক্ (Eyes).

(৩) হুক্ (Hooks) এবং আইলেট্ হোল্ (Eyelet-holes) সূত্রনির্ম্মিত হুকের ঘর।

(৪) বোতাম এবং (Buttons and loops) সূত্রনির্ম্মিত বোতামের ঘর।

সচরাচর বোতাম এবং বোতামের ঘর দ্বারাই বন্ধন (Fastening) কার্য্য চলিয়া থাকে। কারণ, এই প্রণালীর বন্ধনগুলিই দৃঢ় এবং প্রণালীশুদ্ধ। স্ত্রীলোকের পোষাক ডাইনদিক হইতে বামদিকের উপর দিয়া, এবং পুরুষের পোষাক বাম দিক হইতে ডাইন দিকের উপর দিয়া আটকাইতে হয়।

সাধারণতঃ বোতামের ঘরের এক দিক গোল এবং এক দিক বাঁধা (Barred) থাকে। বোতাম অনায়াসে ঘুরিতে পারিবে বলিয়া বোতামের ঘর গোল করা হয়।

স্ত্রীলোকের সেমিজ, বেনিয়ান ইত্যাদি ভিতরের কাপড়ে বোতামের ঘর সম্পূর্ণ গোল হয়। পুরুষদিগের সার্ট ও পিরাণের কলারে, (গলাপটী) ষ্টড্ (Stud) সহজে পরাইবার জন্য ঘর গোল করিতে হইবে।

মোটা কাপড়ে অথবা যে সব কাপড় হইতে সূতা সহজে বাহির হইতে পারে, তাহাতে বোতামের ঘরগুলি কাটিয়া কাঁচা সেলাই দ্বারা আট্‌কাইয়া পাকা সেলাই করিবে। মোটা কাপড়ে বোতামের ঘর সেলাইএর সময়, ঘর অপেক্ষা বেশী অংশে সূচ চালাইয়া সেলাই করিলে সূতা বাহির হইবে না। বোতামের ঘর মজবুৎ করিবার জন্য মোটা সূতা ব্যবহার করিবে। মিহি কাপড়ে কাজ করিবার সময় তিন চারি খেয়া সূতা সূচের উপর উঠাইয়া সেলাই করিবে। (বোতামের ঘর পরিচ্ছেদ দেখ)
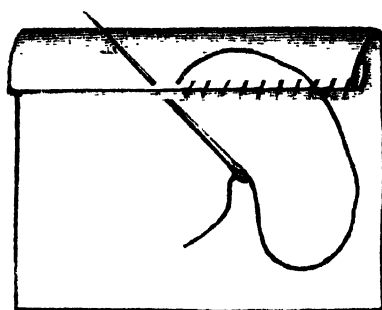
মুড়িসেলাই।

(Hemming)

মুড়ি সেলাইএর যে প্রণালী, সকলপ্রকার প্রচলিত সূচি কর্ম্মে, ঐ প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। মুড়ি সেলাই ব্যতীত কোন পোষাকই সম্পূর্ণ হয় না। রুমাল ঝাড়ন, গায়ের বা বিছানার চাদর এবং সচরাচর ব্যবহার্য্য প্রায় সকল রকমের বস্ত্রেই মুড়ি সেলাই করিতে হয়।

এই মুড়ি সেলাই দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ, বস্ত্রের প্রান্তভাগ মজবুৎ হয়, দ্বিতীয়তঃ দেখিতে সুন্দর হয়। ইদানীং যন্ত্রের দ্বারাই অধিক পরিমাণে মুড়ি সেলাই হইয়া থাকে। যন্ত্রের দ্বারা কিরূপে মুড়ি সেলাই করিতে হয়, এখানে বলিবার আবশ্যক নাই। যাঁহাদের যন্ত্র আছে, তাঁহারা উপায় বুঝিয়া লইতে পারিবেন। হাতের সেলাই সর্ব্বদাই অধিক

আদৃত হয়, এবং ইহার জন্য বেশী মূল্য পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত শক্তও হয়।

মুড়ি কত চৌড়া হইবে তাহার নিয়ম নাই। পছন্দ করিয়া ঠিক করিবে। মসলিন ফ্রিল বা মলমল চুনটের প্রান্তভাগে অতিশয় সরু মুড়ি হইতে পেটীকোট বা সেমিজের প্রান্তে ৩ কিম্বা ৪ ইঞ্চ পর্য্যন্ত চৌড়া মুড়ি হইতে পারে। মুড়ি সেলাই প্রথম কাজ হইলেও ঠিকভাবে এই সেলাই বড়ই কঠিন।

মুড়ি সেলাই কি।—বস্ত্রের প্রান্তভাগের সূতা খসিয়া না যায় এবং কিনারা শক্ত ও পরিষ্কৃত করিবার জন্য প্রান্তভাগটী মুড়িয়া সেলাই করাকে মুড়ি সেলাই বলে।

মুড়ি সেলাই।—পোষাকের যে অংশে মুড়ি সেলাই আবশ্যক হইবে, সেখানে লম্বা ও আড়াআড়িভাবে মুড়ি সেলাই করা হয়।

সরু মুড়ি সেলাই করিতে ফ্রিলের প্রান্তভাগের ন্যায় প্রথম ভাঁজ খুব সরু করিবে। বিশেষতঃ পাতলা কাপড়ে প্রথম ভাঁজ যত চওড়া হইবে উপরের ভাঁজও তত চওড়া হইবে। যে সব কাপড় অত্যন্ত মোটা এবং যাহার প্রান্ত হইতে সূতা বাহির হইতে পারে, তাহাতে $\frac{1}{6}$ কিম্বা $\frac{1}{8}$ ইঞ্চ হইলেই প্রথম ভাঁজের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। চওড়া ভাঁজে মুড়ি শক্ত হয় না। কেবল মোটা এবং অপরিষ্কার দেখায়। মুড়ি বরাবর একরকম চওড়া হইবে। মুড়ি বসাইবার জন্য এক টুক্‌রা কাগজ অথবা একখণ্ড বাখারি আবশ্যকমত চওড়া করিয়া কাটিয়া লইলে মুড়ি ঠিক রাখিবার

পক্ষে সাহায্য করিবে। কাপড় মোটা হইলে প্রথম ও উপরের ভাঁজ টাকিয়া লওয়াই ভাল এবং ভাঁজের অগ্রভাগও টাকিয়া লওয়া ভাল। পোষাকের নিম্নের চারিদিকের এবং সার্টের নিম্ন-ভাগের মুড়ি সেলাই করিতে খুব ভাল অভ্যাসের আবশ্যক। যদি মুড়ি চৌরস না হইয়া বাঁকা হয়, তবে কাপড়ের উপরের ভাঁজ এরূপ ভাবে টানিয়া বাড়াইয়া দিতে হইবে, যাহাতে মুড়ি বেশ সমানভাবে বসান যাইতে পারে। যদি ভিতরের ভাঁজে কাপড় বেশী থাকে, তবে ভাজ আল্‌গা করিয়া প্রান্তভাগে কাঁচির দ্বারা স্থানে স্থানে এক একটু কাটিয়া ভাঁজ করিবে।

মুড়ি ঠিক করিবার নিয়ম।—মুড়ির ধার সমান কাটিতে হইবে। একটা ফোঁড় আধ ইঞ্চ লম্বা এবং একটা ছোট, পর্য্যায়-ক্রমে দিয়া কাঁচা সেলাই করিয়া আটকাইয়া লইবে।

মুড়ি যতই চওড়া হউক না কেন, উহার কিনারা বাম হাতের তর্জ্জনীর নখের উপরে স্থাপন করিবে এবং মুড়ির কিনারায় বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যভাগ রাখিয়া ঠিক স্থানমত ধরিয়া রাখিবে।

সূচের অগ্রভাগ বামদিকে রাখিবে। সূচটা মুড়িতে ফুঁড়িয়া ভাঁজের ঠিক উপরিভাগে তুলিবে এবং গোড়ায় আধ ইঞ্চ আন্দাজ সূতা রাখিয়া বাকী সূতা টানিয়া লইবে। ঐ আধ ইঞ্চ সূতা সূচের আগা দিয়া সঞ্জাব বা মুড়ির নীচে ঢাকিয়া দিবে।

মুড়ির উপরে বৃদ্ধাঙ্গুলি শক্ত করিয়া ধরিয়া এইরূপে ফোঁড় দিতে থাকিবে।

ফোঁড়ের গঠন।—মুড়ি সেলাই মোটামুটি ত্রিভুজের

(Triangle) আকৃতি হয়। উহার এক ধার কাপড়ের সোজা বা সদর দিকে দেখা যায়, এবং অপর ধার, বিপরীত বা মফঃস্বল দিকে দেখা যায়। ত্রিভুজের (ত্রিকোণের) তলভাগ এক ফোঁড়ের নিম্নদেশ হইতে আর এক ফোঁড়ের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। মুড়ি সেলাই করিতে যে ছিদ্র দিয়া সূচ টানিয়া লওয়া যায়, তাহা তলভাগের মাঝামাঝি থাকিবে। ফোঁড় দিবার সময়, সূচের মুখ বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের মাঝামাঝি থাকিবে। ইহাতে তেরচা ফোঁড় হইবে। মুড়ির ফোঁড়গুলি সম্মুখদিকে বরাবর এরূপ স্পষ্টরূপে দিবে, যেন ইচ্ছানুসারে উহা গণিতে পারা যায়। সূচ, কাপড়ের এপার ওপার ফুঁড়িয়া উঠাইবে, এবং উহার উপরে হাত ঠিক করিয়া ধরিবে। মুড়ির সেলাই আরম্ভ করিবার সময় যেন, হাতের অঙ্গুলির উপরিভাগের অধিকাংশ অংশ সম্মুখদিকে দেখা যায়, তাহা হইলে, সূচ দ্বারা কাপড় ফুঁড়িয়া তুলিতে সুবিধা হয়। প্রকৃতপক্ষে সূচের অগ্রভাগ প্রায় লম্বাভাবে স্থাপন করিতে হইবে এবং ফোঁড় তুলিবার সময় অঙ্গুলির উপরিভাগ সম্মুখদিক হইতে কিঞ্চিৎ ফিরাইয়া লইতে হইবে।
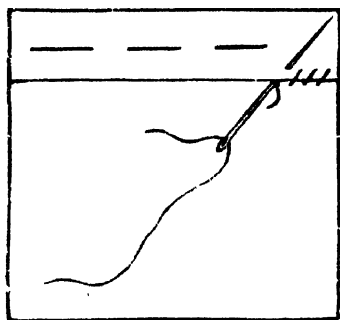
সূতা যোড়ান।—আধ ইঞ্চি পরিমাণ রাখিয়া সূতা কাটিয়া ফেলিবে, মুড়ি কিছু উঠাইয়া ধরিবে, ভাঁজের মধ্যে সূচ প্রবেশ করাইয়া দিবে, অর্দ্ধেক ফোঁড় খুলিয়া দিবে এবং প্রান্তভাগ আধ ইঞ্চি পরিমাণ মুড়ির কিনারায় রাখিবে। যে ছিদ্র হইতে সূচ খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, সেই ছিদ্রে পুনরায় নূতন সূতা সহ সূচ প্রবেশ করাইয়া দিবে। মুড়িতে সূতা ছিঁড়িয়া গেলে, উপযুক্ত লম্বা সূতা না পাওয়া পর্য্যন্ত, ২।৩ টা ফোঁড় খুলিতে থাকিবে। সূতা ছিঁড়িয়া যাওয়াতে কাপড় কিছু কুঁচ্‌কাইয়া যায়। কিন্তু ফোঁড় খুলিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তর্জ্জনী দ্বারা কাপড় সোজা করিয়া লইবে। কেবল উপরের ভাঁজ ধরিয়া নূতন সূতা লইয়া সেলাই আরম্ভ করিবে। অপর প্রান্তের ন্যায় সমান লম্বা না হওয়া পর্য্যন্ত সূতা টানিয়া লইবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তর্জ্জনী দ্বারা দুই প্রান্তভাগ একটু পাক দিবে, তাহার পর পাক দেওয়া অংশ ঘষিয়া মুড়ির নীচে দিবে। ইহাতে সংযোগস্থান বেশ দৃঢ় হইবে। (উপরের ছবি দেখ।)

মুড়ি শেষ করা।—শেষ ফোঁড়ের উপর আর একটী ফোঁড় দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। তাহার পর সূতা কাটিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে, ভাঁজের ভিতরে সূচ গলাইয়া সোজা টানিয়া লইবে।

কয়েকটী প্রয়োজনীয় মন্তব্য।—(১) ভারতবর্ষীয় দরজীগণ পায়ের অগ্রভাগে সেলাই ধরিয়া বাম দিক হইতে ডাইন দিকে সেলাই করে, অর্থাৎ তাহাদের বিপরীত দিকে সূচের মুখ ধরিয়া রাখে। এরূপ করা অন্যায়; ইহাতে সেলাই অপরিষ্কার হয়। কোনও বিদ্যালয়-পরিদর্শন-কারিণীই এরূপ কাজ অনুমোদন করিবেন না।

(২) রুমালের কিনারার ন্যায় চারিকোণা বস্ত্রের মুড়ি সেলাই করিতে হইলে, প্রথমতঃ দুই বিপরীত দিকের মুড়ি বসাইয়া সেলাই করিবে। তৎপরে, অন্য দুই দিকের মুড়ি ভাঁজিয়া সেলাই করিবে, তাহা হইলে কোণগুলি সমান হইবে এবং মিলিয়া যাইবে।

(৩) শিক্ষার্থিগণ সাদা কাপড়ে রঙ্গিন সূতা দিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। তাহাতে প্রত্যেক ফোঁড়ের পরিমাণ বুঝা যাইবে।

(৪) কাপড় যেন ঠিক সোজা কাটা হয়। যদি সুবিধা বুঝ, তবে ভাঁজিয়া না কাটিয়া ঐ কাপড়ের বুনটের সূতার সোজা ধরিয়া কাটিলেই সোজা হয়।

মুড়ি সেলাইএর কি কি দোষ হইতে পারে।—

(১) ফোঁড় দিয়া যেখানে সূচ উঠান হইয়াছে, তাহার

একটু আগে আবার ফোঁড় না তুলিয়া ঠিক সেই ফোঁড়েই সূচ বসান।

(২) ফোঁড় তুলিবার সময় বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের দিকে সূচের মুখ না করিয়া, ঠিক সোজাভাবে সূচ উঠান।

(৩) মুড়ি সেলাই করিবার সময় কেবল উপরের ভাঁজে সূচ ফুঁড়িলে নীচের ভাঁজ আল্‌গা থাকে; ইহা বড় দোষ।

(৪) খুব ছোট এবং অসমান ফোঁড়।

(৫) আরম্ভ, সংযোগ, শেষ, অসম্পূর্ণ ও অপরিষ্কার থাকা।

(৬) মুড়ি অসমানভাবে ভাঁজা ও খারাপরূপে প্রস্তুত করা।

(৭) কাপড় কুঁচ্‌কাইয়া যাওয়া এবং সূতা জোরে টানা।

(৮) মুড়ি যদি লম্বা হয়, তবে সেলাইএর সময়ে মধ্যে মধ্যে মাপিয়া দেখিবে; তাহা হইলে কোনও খানে সরু কোনও খানে মোটা হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

(৯) দন্তদ্বারা সূতা কাটা বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত নহে; দন্তদ্বারা কাটিলে ময়লা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে, এবং টানিলে সেলাই কুঁচ্‌কাইতে পারে। সকল সময়েই কাঁচি দিয়া সূতা কাটিবে।

(১০) সূতায় কদাচ গাঁইট্‌ দিবে না। সেলাইএর মধ্যে গাঁইট্‌ অতি বিশ্রী দেখায়।

(১১) পশমী কাপড় সহজে সমান করিয়া পটা মুড়া

যায় না। এজন্য ঐ কাপড়ের পটী ভাঁজিয়া, কাঁচা সেলাই করিয়া আট্‌কাইয়া লইতে হইবে।

(১২) সূচে নূতন সূতা পরাইয়া, কয়েক ফোঁড় পিছাইয়া পুনরায় সেলাই দিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। বেশী জোরে সূতা টানিলে প্রত্যেক ফোঁড়ের মধ্যে ছিদ্র দেখা যাইতে পারে।

সাদা সেলাই।

(Running)

সাদা সেলাই অতি সহজ। দুই খণ্ড কাপড় যুড়িবার ইহাই, সর্ব্বাপেক্ষা সহজ প্রণালী।

এই সেলাই ডাইন দিক হইতে বামদিকে চলিতে থাকিবে। সেলাই মিহি বা মোটা হওয়া অনেকটা কাপড়ের উপর নির্ভর করে ; অর্থাৎ কাপড় পাতলা হইলে, ফোঁড়গুলি ছোট ছোট

হইবে এবং মোটা হইলে ফোঁড়গুলিও বড় বড় দেখাইবে। ফোঁড়গুলি সমান সমান দূরে পড়া আবশ্যক। লংক্লথে প্রথম ফোঁড় দিয়া দুই সূতা ছাড়িয়া এক ফোঁড় উঠাইবে, এবং আবার দুই সূতা ছাড়িয়া ফোঁড় তুলিবে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সেলাই চলিবে। মল্‌মলের ন্যায় মিহি কাপড়ে তিন বা চারি খেয়া সূতা ছাড়িয়া ফোঁড় দিলে চলে। সূতার খেয়া গণনা করা সুবিধা না হইলে, চক্ষে দেখিয়াই ফোঁড়ের দূরত্ব স্থির করিতে হইবে।

ফোঁড় দিয়া সূচ টানিবার সময়ে কাপড় ও সেলাই কুঁচ্‌কাইয়া যাইতে না পারে, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটী বখেয়া সেলাই দেওয়া ভাল। তাহা হইলে সূচ জোরে টানা হইলেও সেলাই কুঁচ্‌কাইবার আশঙ্কা থাকে না।

সূচে একবারে অধিক লম্বা সূতা লওয়া উচিত নহে। কারণ, বারংবার টানাতে সূতা ঘষিয়া নরম হইয়া যায়, এবং গাঁইট্ পড়িতেও পারে। সেলাই করিতে করিতে সূতা ফুরাইয়া গেলে, অন্য এক সূচে সূতা পরাইয়া ফোঁড় তুলিয়া, দুই একটী বখেয়া দিয়া, সেলাই করিতে থাকিবে। সেলাই শেষ হইলে, দুই তিনটা বখেয়া দিয়া, কাঁচি দিয়া সূতা কাটিয়া দিবে। দাঁতে সূতা কাটিলে বা টানিয়া ছিঁড়িলে, সেলাই কুঁচ্‌কাইয়া যাইতে ও ময়লা হইতে পারে।
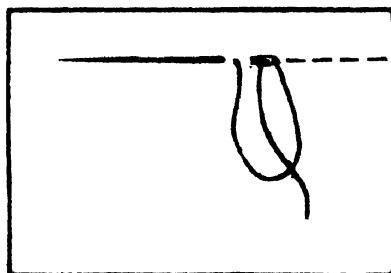
বখেয়া সেলাই।

(Back Stitching).

কাপড়ের কিনারাগুলি সমান করিয়া কাটিয়া কাঁচা সেলাই দিয়া, ডাইন দিক হইতে বাম দিকে সেলাই করিতে হইবে। ফোঁড় দিয়া সূচটা বাম দিকে তুলিতে হইবে, আবার ডাইন দিকে পিছাইয়া ঐ ফোঁড়ে সূচ গলাইয়া বাম দিকে তুলিতে হইবে। এইরূপে পরে পরে চলিতে থাকিবে। ছবিতে স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থানে সূচ ফুটাইয়া উঠান হইয়াছিল, তাহা হইতে দুই খেয়া সূতা পশ্চাতে সূচ ফুটাইয়া, পুনরায় দুই খেয়া সূতা ছাড়িয়া সম্মুখের দিকে সূচ ফুটাইয়া উঠাইতে হইবে।

হাতে বখেয়া সেলাইএর ব্যবহার এখন খুব কম; কারণ, হাতে সেলাই করিতে অনেক সময় লাগে। কলে সেলাই অতি শীঘ্র হয়। গলাপটা, কব্জীপটা, আস্তিন এবং পরিচ্ছদের সম্মুখভাগ সাজাইবার জন্য, ফিতা এবং বোতাম সেলাই মজবুৎ করিবার জন্য, বডি এবং পেটিকোট্ যোড়া

দিবার জন্য ও পেটিকোটের পশ্চাতের খোলা অংশের নিম্নদেশ পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য এবং পরিচ্ছদের এক অংশ আর এক অংশের উপর ভাঁজ করিয়া যখন সেলাই করিবার আবশ্যক হয়, তখন বখেয়া সেলাই ব্যবহার করিতেই হয়।
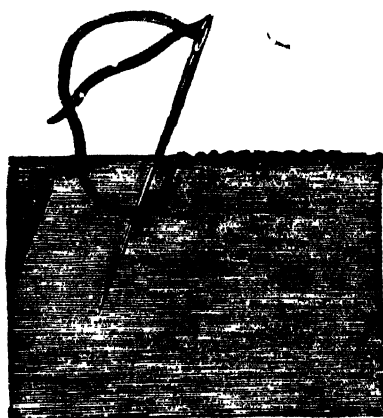
কাপড়ের কিনারা দিয়া উপরে উপরে সেলাই।

(Topsewing).

দুই খণ্ড কাপড় একত্র সেলাই করাকে টপ্‌সোইং বলে। সেলাইএর ফোঁড়গুলি ডাইন দিক হইতে বাম দিকে দিতে হয়। বাম হাতের তর্জ্জনীর উপর কাপড় রাখিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া স্বস্থানে ঠিক রাখিবে। বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম সংযোগস্থান বা পর্ব্বে এবং তর্জ্জনীর অগ্রভাগের মধ্যে সেলাইএর কাপড় ধরিতে হইবে। ছেঁড়া দুই প্রান্তভাগ খসিয়া যাইতে না পারে,

তজ্জন্য ভাঁজ করিয়া লইবে, এবং দুই প্রান্তভাগ একত্র টপ্-সোইং করিবে। কাপড়ের দুই ভাজের মধ্যে সূচ দিয়া সেলাই আরম্ভ করিবে। যে অংশ টপ্‌সোইং করিতে হইবে, তাহার প্রান্তভাগে সূতার শেষভাগ আধ ইঞ্চ রাখিবে। কাপড়ের প্রথম ভাঁজের মধ্য দিয়া ফোঁড দিয়া সূচ সম্মুখের দিক দিয়া উঠাইতে হইবে। মুড়ির উপরে উপরে সেলাই করিবে। সূচের উপর কাপড়ের এক খেয়া সূতা লইলে কাজ সরু হইবে। যখন সূচে নূতন সূতা পরাইবে, তখন উভয় সূতাই মুড়ির উপর রাখিয়া বরাবর সেলাই করিয়া যাইবে। যেখানে তুমি সেলাই করিয়াছ, তাহার কিনারে কিনারে দুই এক ফোঁড় দিয়া সূতা কাটিয়া দাও। সেলাই করিবার সময় তর্জ্জনীর উপর কখনও কাপড় রাখিবে না, তাহাতে উপরের অংশ কুঁচ্‌কাইয়া যাইতে পারে। সেলাইগুলি বেশী ঘন ঘন হইবে না। এক ইঞ্চিতে আটটী সেলাই হইলেই যথেষ্ট। টপ্‌সোইং যত শীঘ্র করা যায়, ফোঁড়গুলি ততই স্বাভাবিক হইবার সম্ভাবনা। টপ্‌সোইং শেষ হইলে, সংযুক্ত স্থান বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ দিয়া ঘসিয়া দিবে।

সাদা সেলাই হইতে টপ্‌সোইং এর বিভিন্নতা এই যে, সাদা সেলাই করিতে কাপড়ের কিনারা একটু ছাড়িয়া সেলাই করিতে হয়; টপ্‌সোইং করিতে একবারে কিনারার শেষে সেলাই করিতে হয়। (ছবি দেখ।)
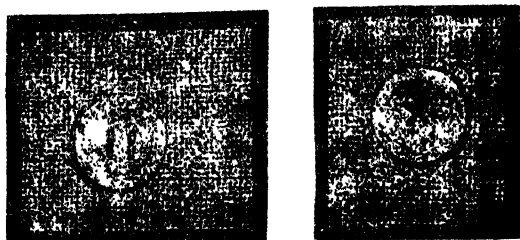
বোতাম আঁটা।

(Buttons.)

বোতাম আঁটিবার বিষয়ে উপদেশ ;—কাপড়ের, ঝিনুকের অথবা যে কোনও প্রকার ধাতুর হউক, দুইটা প্রধান বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ; বোতামের পরিচ্ছন্নতা ও দৃঢ়তা। কাপড়ের বোতাম নানা আকারের ও নানা প্রকারের পাওয়া যায়। ইহা মোটা কাগজের উপর আঁটা থাকে। যে সকল কাপড় ধৌত করিতে হইবে, তাহাতে ঝিনুকের বোতাম না লাগাইয়া, কাপড়ের বা অন্য প্রকার বোতাম লাগান কর্ত্তব্য ; কারণ, বারংবার ধৌত করিলে ঝিনুকের বোতাম ভাঙ্গিয়া যায়।

কাপড়ের বোতাম দুই প্রকার। এক প্রকারে ছিদ্র আছে, অন্য প্রকার ছিদ্রহীন।

(১) এক প্রকার ;—চারিদিকে ফ্রেম্, কাপড়ে মোড়া, মধ্যে ছিদ্র থাকে। ছিদ্রহীন বোতামই পছন্দ করা উচিত।

(২) অপর প্রকার ;—চারিদিকে ফ্রেম্‌, কাপড়ে ঢাকা। ইহার মাঝখানে কেবল কাপড় থাকায়, মরিচা ধরিতে পারে না।

কখনই এক পর্দ্দা কাপড়ের উপর বোতাম আঁটিবে না। দুই পর্দ্দা কাপড়ের উপর (যেমন পটার উপর) আঁটিতে হয়। এক পর্দ্দায় আঁটিলে ঐ পর্দ্দার কাপড় শীঘ্র ছিঁড়িয়া যাইবে। যদিই কোনও কারণে এক পর্দ্দার উপরেই বোতাম আঁটিতে হয়, তবে ঐ কাপড়ের ভিতর দিকে একটা তালি লাগাইয়া, উপরে বোতাম লাগাইলে মজবুত হইবে।

নিয়ম ;—পুরুষদিগের জামার বোতামের পটী ডাইনদিকে ও বোতামের ছিদ্রের পটী বামদিকে হইবে ; আর স্ত্রীলোক-দিগের জামার বোতামের পটী বামদিকে থাকিবে ও ছিদ্রের পটী ডাইনদিকে পড়িবে।

কাজ আরম্ভ ;—যে পটীতে বোতাম আঁটিবে, ঐ পটী নীচে রাখিয়া তাহার উপর ছিদ্রের পটী বসাও এবং পিন্‌ দিয়া আট্‌কাও। পরে ছিদ্রের ভিতর পেন্সিল দিয়া বোতামের পটীতে চিহ্ন দাও। ঐ চিহ্নে বোতাম লাগাইতে হইবে। পটীর কিনারায় বোতাম না আঁটিয়া মধ্যে লাগাইবে। পরস্পর কত; খানি দূরে বোতাম লাগাইবে, তাহা কাপড়ের পরিমাণে করিতে হইবে। সূচে সূতা পরাইয়া ঐ চিহ্নে দুইটা বখেয়া ফোঁড় দিয়া বোতাম আঁটিবে। এইরূপ করিলে সূতা খুলিতে পারিবে না, অথচ মজবুত হইবে।

বোতাম আঁটিবার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী ;—

(১) কতকগুলি বোতামের মধ্যে চারিটী ছিদ্র থাকে, সেলাই করিবার সময় ক্রসের মত তেরচাভাবে এক সূতার উপর আর এক সূতা পড়িবে। (যেমন ছবিতে আছে)

(২) ক্রসের মত তেরচা সেলাই না করিয়া, কেহ কেহ পাশাপাশি দুইটী ছিদ্রে সূতা দিয়া বোতাম আঁটিয়া থাকে ; (যেমন ছবিতে আছে)

(৩) যে সকল কাপড়ের বোতামে ছিদ্র না থাকে, তাহাদের মাঝখানে ফোঁড় দিয়া বোতাম আঁটিবে। নিপুণ ব্যক্তিরা নানাপ্রকারে বোতাম আঁটিতে পারে।

(৪) বোতামের বর্ণ বা রং যেরূপ, আঁটিবার সূতাও
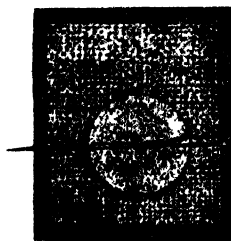
ঐ বর্ণের হওয়া উচিত।

ষ্টেমিং (Stemming) করিবার সহজ প্রণালী ;—যেখানে বোতাম আঁটিতে হইবে, প্রথমে সেইখানে একটী ফোঁড় তুলিয়া সূচটি বোতামের ছিদ্রে গলাইয়া পুনরায় কাপড়ে ফোঁড় দাও ;

পরে বোতামের উপরে যে সূতাখেয়া রহিল, উহার ভিতরে একটা মোটা সূচ প্রবিষ্ট করিয়া দাও ; তাহা করিলে সূচ যত মোটা, ততখানি সূতা সূচের উপর রহিল ; বোতাম আঁটা হইলে, উপরের সূচটা তুলিয়া লইয়া, বোতাম টানিলে উপরের সূতা বোতামের নীচে গেল ; ঐ সূতার চারিদিকে কয়েক ফের সূতা জড়াইলে, বোতামের নীচে একটী বোঁটার (Stem) মত হইবে। বোতাম খাড়া রাখিবার জন্য এইরূপ ষ্টেম্ করা হয়। অনন্তর, দুই একটী শেষ ফোঁড় দিয়া আট্‌কাইয়া সূতা কাটিয়া দিতে হয়। এই প্রণালীকে ষ্টেমিং করা বলে। (উপরের ছবি দেখ)
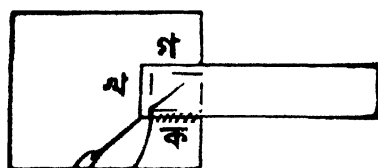
ফিতা সেলাই।

(Sewing on of tapes.)

পোষাকের সহিত প্রধানতঃ দুই প্রণালীতে ফিতা সেলাই করা যাইতে পারে। প্রথম, সম্মুখের দিকে ফিতা সংযোগ করা ; দ্বিতীয়, উল্টাদিকে ফিতা সংযোগ করা।

পরিমাণমত লম্বা ফিতা কাটিবে, কাটা প্রান্তের মুড়ি সেলাই করিবে। অপর দিকের কাটা প্রান্তে ½ ইঞ্চ চওড়া একটা ভাঁজ করিবে। ফিতার যত প্রস্থ, পেটিকোটের কোমরের পটীর পরিমাণও সেইমত। প্রস্থ ছাড়িয়া উপরদিকে উহার নীচে ফিতা আটিতে হইবে। প্রথমে একটা পিন দিয়া অথবা কয়েকটী কাচা সেলাই দিয়া আট্‌কাইয়া, পরে সেলাই করিবে।

ভাঁজকরা চৌকোণা কাপড়ের ডাইনের নীচের কোণে, মুড়ি সেলাই আরম্ভ করিবে, এবং চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে, সেইরূপ ক, খ, গ, তিনদিক দিয়া মুড়ী সেলাই করিবে। ফোঁড় গুলি পটীর সমস্ত ভাঁজ পার হইয়া না যায়; কেবল ভাঁজের উপরের কাপড়ে ফোঁড় দিবে। ভাঁজের অপরদিকে সেলাই দেখা না যায়। এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কোণা সেলাইএর সময়, ফিতার ঠিক কোণায় সূচ রাখিবে, এবং শেষ ফোঁড়ের সময় যে ছিদ্রে সূচ দেওয়া হইয়াছিল ঐ ছিদ্রে আর একবার সূচ দিয়া, ফোঁড় তুলিয়া অপর প্রান্ত দিয়া সেলাই করিয়া যাইবে। কাপড় ফিরাইয়া ধর, এবং অবশিষ্ট কিনারা টপসোইং করিয়া দাও। পরিষ্কাররূপে কাজ শেষ করিবে।

বালিসের ওয়াড়ের জন্য ফিতা সংযোগ করিবার আবশ্যক হইলে, প্রান্তভাগ হইতে দুই তিন ইঞ্চ নীচে অথবা মুড়ির প্রান্ত দিয়া সাধারণতঃ ফিতা লাগাইতে হয়।

একটা পটী আর একটার উপর পড়িলে, এবং উহার উপরে ফিতা দিবার আবশ্যক হইলে, উভয় প্রান্তে এক

একটি ফিতা দিবে। ফিতা সেলাই শেষ হইলে, পটীর প্রান্ত হইতে ৩ ইঞ্চ ছাড়িয়া বোতামের একটা ঘর কাটিবে। ইহাতে একটী ফিতা বোতামের ঘরের মধ্য দিয়া টানিয়া আনা যাইতে পারে, এবং উভয় প্রান্তই সমানভাবে থাকিবে অথবা পটীর সম্মুখদিকে একটি ফিতা লাগাইবে; এবং একটি উল্টাদিকে লাগাইবে। উভয়টাই প্রান্তভাগের নীচে থাকিবে।
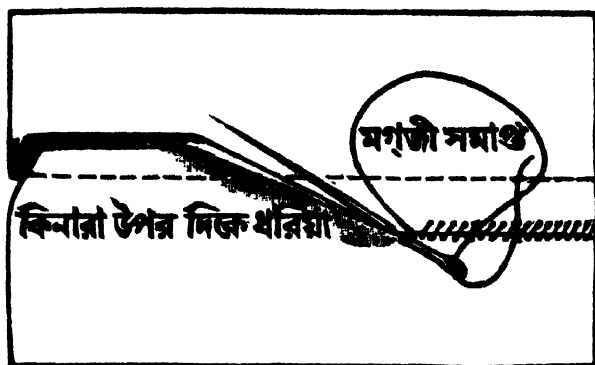
মগজী লাগান।

(**Felling.**)

শেমিজের দুই দিকের কাপড় কাটিয়া যুড়িতে হইবে। দুটী কিনারার একটী একটু বেশী থাকিবে; তাহা হইলে মগ্‌জী সেলাইএর সময়, বাড়া কাপড়টুকু মুড়িলেই চলিবে এবং সেলাইও মোটা হইবে না। একটুকু সেলাই হইলে, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির

মধ্যে কাপড় ধরা সহজ; অধিক লম্বা হইলে, কাপড় সরাইয়া ঐ দুই অঙ্গুলির মধ্যে চাপিয়া রাখিতে হইবে। সেলাই করিবার সময়ে কাপড় কুঁচ্‌কাইয়া না যায়, এইরূপ যত্নপূর্ব্বক সেলাই করিবে। যদি কুঁচ্‌কাইয়া যায়, তবে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ দিয়া ঘষিয়া চোস্ত করিয়া দিতে হইবে। ছবি দেখিলেই কাপড়ের কাটা দুই পাশ সেলাই ও মগ্‌জী সেলাই বুঝা যাইবে। (১)
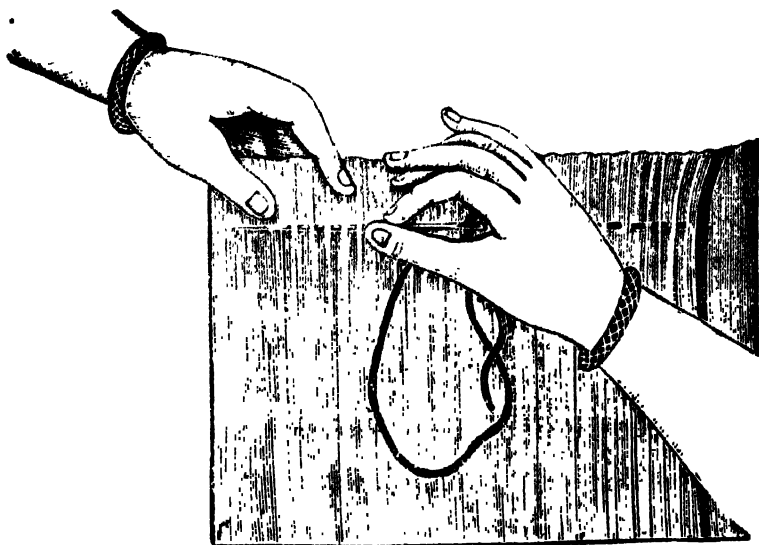
চুনট্।

(Gathering.)

একখণ্ড বস্ত্রকে সরু সরু ভাঁজ করিয়া ক্ষুদ্র আকারে

(১) ১৫১ পৃষ্ঠায় মার্কা সেলাই দেখ।

আনাকে চুনট্ করা কহে। এই চুনট্ একখণ্ড কাপড়ের ভিতর বসাইয়া সেলাই করিলে পটী বা (Band) বলা যায়।

ব্যবহার করিবার কারণ।—বস্ত্রের কোন কোন অংশ ঢিলা রাখা আবশ্যক হয়। তাহা হইলে, শরীরের কোন অংশে চাপ বোধ হয় না, সহজে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন হয় এবং দেখিতেও সুন্দর হয়। পেটিকোটের কোমরকে চুনট্ করিয়া পটীর (Bandএর) মধ্যে আঁটিতে হয়; হাতার প্রান্তভাগে চুনট্ করিয়া কফের মধ্যে বসাইতে হয়; জ্যাকেটের গলাতে চুনট্ করিয়া পটীর মধ্যে দিয়া কলার করা যায় ইত্যাদি। পোষাক চুনট্ করিয়া ইস্ত্রী করিলে অতি সুন্দর দেখায়; কেবলমাত্র ভাঁজ করিলে তত ভাল দেখায় না। তাহার কারণ, ইস্ত্রীর কোণ, চুনটের সূক্ষ্ম স্থানেও উত্তমরূপে ঘষিয়া মসৃণ করিতে পারে। এইরূপে পোষাকের চারিদিকই চৌরস করিয়া মসৃণ করিয়া দিলে ভাল হয়।

ফোঁড় দিবার নিয়ম;—সূতার প্রান্তে গাঁইট্ দিবে না; কাজ আরম্ভ করিবার সময় সূচে কতকটা সূতা লইয়া ফোঁড় দিয়া টানিয়া, আধ ইঞ্চ আন্দাজ ঝুলাইয়া রাখিবে। ঐ সূতা-টুকু বাম হস্তের তর্জ্জনী দিয়া ধরিয়া, দুইটি বখেয়া সেলাইএর ফোঁড় তুল, পরে টানিয়া সূতা আঁটিয়াছে বুঝিলে, নীচের সূতাটুকু কাটিয়া দিবে। ফোঁড়গুলি ঘন ঘন দিতে হইবে। যথা,—দুখেয়া সূতা সূচে উঠাও, এবং চারিটী খেয়া ছাড়িয়া দাও; আর যদি মিহি কাপড় হয়, তবে তিন খেয়া

সূচে তুল, ও ছয় খেয়া ছাড়, অথবা চারিখেয়া তুল ও আটখেয়া ছাড়। এইরূপ নিয়মে না চলিলে, পোষাকের চেহারা খারাপ দেখাইবার সম্ভাবনা। প্রথম কতকগুলি ফোঁড়ের সময় সূতার খেয়া গণনা করা ভাল; কিন্তু পরে দৃষ্টি দ্বারা পরিমাণমত ফোঁড় দিয়া যাইবে।

কেহ কেহ দুই খেয়া সূতা দিয়া চুনট্ করেন; কারণ, এক খেয়া ছিঁড়িয়া গেলেও অপর খেয়া দ্বারা চুনট্ রাখিতে পারে। কিন্তু, শিক্ষানবিশদের পক্ষে, এ নিয়ম ভাল নহে; কারণ, দুই খেয়া সূতায় পাক লাগিয়া মধ্যে গাঁইট পড়িতে পারে। চুনট্ করিতে সকল সময়েই মোটা মজবুত সূতা ব্যবহার করিবে।

পোষাক নির্ম্মাণ করা;—চুনটের ফোঁড়গুলি সর্ব্বদা কাপড়ের পোড়েন বা আড়ের দিকে দিবে। এইভাবে মনোযোগ করিয়া সেলাই না করিলে, উত্তমরূপে ষ্টোকিং করা চলিবে না। পটার মধ্যে সমানভাগে বসাইবার জন্য, চুনটের অর্দ্ধাংশ বা সিকি-অংশ রঙ্গিন সূতা দিয়া টাকিবে বা পেনসিল্ দ্বারা দাগ দিবে। পরে যে পটীতে চুনট্গুলি লাগাইবে, সেই পটী মাপিয়া চুনট্ ও পটী, পিন্ দ্বারা আট্কাইয়া দাও। কাপড়ের ঠিক কিনারায় চুনটের ফোঁড় না দিয়া ¼ ইঞ্চ বা আরও একটু বেশী অংশ ছাড়িয়া সেলাই করিবে। এক কিনারা হইতে আর এক কিনারার দিকে সেলাই চলিবে। সোজাভাবে সেলাই চালাইবার জন্য, কাপড়কে উল্টাইয়া ভাঁজ করিয়া নখ দিয়া ঘষিবে, পরে কাপড় উল্টাইলে একটী সোজা সরু লাইন্ দেখিবে। ঐ লাই-

নের উপর সোজা সাদা সেলাই করিয়া যাইবে। যদি লম্বা কাপড়ে চুনট্ করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ কাপড়ের ভাগের অনুসারে, লম্বা সূতা সূচে লইবে, আর আগেকার সূতার শেষভাগ ঝুলিতে থাকিবে।

চুনট্ করিতে ভাল করিয়া শিখিলে, সূচে একবারে অনেক গুলি ফোঁড় তুলিয়া সূচ টানিবে, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কাপড় ঠেলিয়া সূচের মুখের দিকে সরাইয়া দিবে। সূচিকর্ম্মে নিপুণ সকল ব্যক্তিই এই প্রণালীতে চুনট্ করেন। রেশমী বা অন্য প্রকার কোমল কাপড়ের ব্রাহ্মসাড়ীর কোমরে ও কাঁধে চুনট্ করা হয়;

নিম্নলিখিত দোষগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে;

(১) কিনারা হইতে অধিক দূরে বা অতি নিকটে চুনট্ করা।

(২) বেহিসাবী বা অনিয়মিত অর্থাৎ একটা ছোট, একটা বড় ফোঁড় দেওয়া।

(৩) সেলাই আরম্ভ করিবার সময় সূতায় গাঁইট দেওয়া।
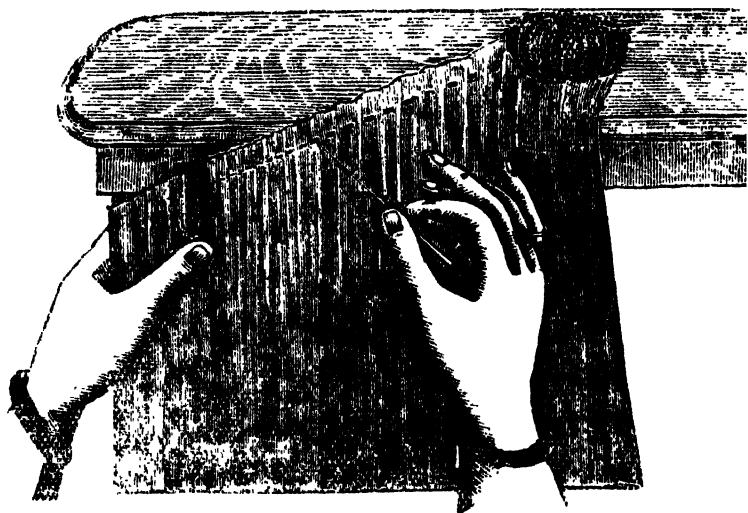
স্ট্রোকিং করা।

(Stroking)

সূচের আগা দিয়া চুনট্‌গুলিকে টানিয়া সমানভাবে বসাইয়া দেওয়া উচিত। দুই চুনটের মধ্যে একটু একটু ফাঁক থাকিবে।

প্রস্তুত প্রণালী :—চুনট্‌ প্রস্তুত হইলে, চুনটের ডাইন্‌ দিক তোমার দিকে ধরিয়া, ডাইনদিকের কোণে একটী ভারি জিনিস চাপা দিবে অথবা পিন্‌ দিয়া আট্‌কাইবে। যদি টেবিল না থাকে, তবে ডাইন পায়ের হাঁটুর ভিতরে চাপিয়া রাখ; সূতা একটু কষিয়া রাখ, বামদিকে পিন্‌ দিয়া সূচের দিকে আট্‌কাও, এবং সূতা পিনে কয়েকবার জড়াইয়া দাও। চুনট্‌ করিবার

সূতার উপরে ও নীচে যদি চুনট্গুলি টানিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ষ্ট্রোকিং করা সহজ হয় ও কতকটা চৌরস হয়।

ষ্ট্রোকিং করিবার উদ্দেশ্য এই যে, চুনট্গুলি পাশে পাশে সমানভাবে বসাইলে রক্ দেখা যাইবে। দুই চুনটের মধ্যে যে ফাঁক দেখা যায়, তাহাকে রক্ বলে। কাপড় ধৌত হইলে ষ্ট্রোকিংএর নক্সা থাকে না, চুনট্গুলি সমান বসিয়া যায়। চুনট্গুলি বাম হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া ধর; (ছবিতে যেমন আছে) চুনট্ করিতে মজবুত সূচের আবশ্যক। সরু হইলে বাঁকিয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

ষ্ট্রোকিং করিবার নিয়ম;—ডাইন দিকে ষ্ট্রোকিং আরও কর। প্রত্যেক ফোঁড়ের নীচের দিকে সূচ টানিলে রক্ দেখা যাইবে। চুনটের সূতা শক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে টানিবার সময় ছিঁড়িয়া যাইবে না। বামদিক হইতে ডাইন্ দিকে ষ্ট্রোকিং চলিবে। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি চুনটের সূতার নীচে রাখিতে হইবে। ষ্ট্রোকিং সূচ ডাইন হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে ধরিয়া এবং চুনটের রকের মধ্যে সোজাভাবে অগ্রভাগ দিয়া, প্রত্যেক চুনট্ ধীরে ধীরে উঠাইতে হইবে। এইরূপে চুনটের সূতার নীচে, আধ ইঞ্চি ষ্ট্রোকিং করিবে। কাপড়ে সূচের আঁচড় ও নখের আঘাত লাগিলে কাপড় ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। সূচ ধীরে চালাইবে, কোনও রূপ শব্দ না হয়। ষ্ট্রোকিং যত অগ্রসর হইবে, ততই চুনটের সূতাটি কষিতে হইবে। যখন সূতার নিম্নে সকল চুনট্গুলি ষ্ট্রোকিং করা হইবে,

তখন উহা ঘুরাইয়া লইয়া, চুনটের সূতার উপরদিকে বা যে স্থান পটীতে ঢাকা থাকিবে, তাহাকে ষ্ট্রোকিং করিবে। এইটি বিশেষ আবশ্যক
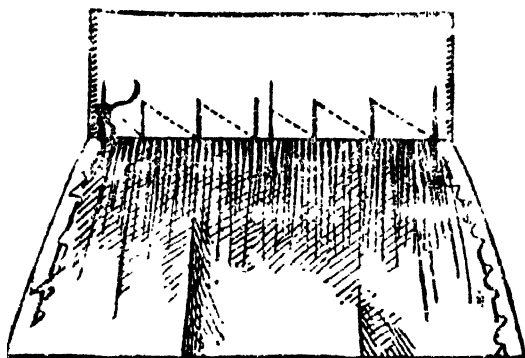
পটীর ভিতর চুনট্ আবদ্ধ করা।

(**Setting gathers into a Band**)

ষ্ট্রোকিং করা শেষ হইলে, চুনট্গুলি হস্তে ধরিয়া আট্কাই- বার জন্য যে পিন্ আঁটিয়াছিলে, উহা খসাইয়া লও; এবং পটী যত লম্বা হইবে, সেই পরিমাণে চুনট্গুলি আল্গা কর। নিয়ম এই যে, চুনট্ করিতে যতখানি কাপড় লাগিয়াছে, তাহার

অৰ্দ্ধেক কাপড়ের পটী করিতে হয়, এ বিষয়ে যাহার যেমন রুচি বা পছন্দ।

পটী প্রস্তুত করিবার প্রণালী ;—যদি সোজা পটীর আবশ্যক হয়, তবে কাপড় কিনারার দিকে সোজাদিকে ছিঁড়িবে ; কারণ, ঐ দিকের সূতা শক্ত হওয়াতে বহুদিন স্থায়ী হয় এবং পটী দেখিতে ভাল হয়। বিশেষ নৈপুণ্য থাকিলে প্রস্তুত পটী পেটিকোট্ বা কাঁধের পটী লাগান সহজ হয়। পটী কতটুকু চওড়া হইবে, তাহা পছন্দ এবং পোষাকের যেখানে লাগাইতে হইবে তাহার উপর নির্ভর করে। পটী করিবার সময় পাড় বা কিনারা ছিঁড়িয়া বাদ দিবে। কারণ, কিনারাসমেত পটী করিলে, কিনারা কুঁচ্‌কাইয়া যায়। পটীর কিনারাগুলি ঠিক সমান হইবে, এক চুলও ছোট বড় না হয়, নচেৎ কাজ একবারে নষ্ট হইবে। পাড় ছিঁড়িলেই কাপড় টুকু কুঁচ্‌কাইয়া যায়। অতএব কাপড়কে সোজাসুজি টানিয়া সমান করিয়া লইবে। যেমন ভাঁজ বা পাট করিলে চোস্ত হয়। পটীর কাপড়ের কিনারার দিক্‌টা ¼ ইঞ্চির কম পরিমাণ ভাঁজ কর ; ভাঁজ কিন্তু ঠিক সমান হওয়া আবশ্যক ; পরে বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলি দিয়া চৌরস কর। পোড়েনের দিকে পটীর প্রান্তভাগটা ভিতরে বসাইয়া দাও। কোণগুলি হাতে ধরিয়া টানিয়া, পটীটি চৌরস করিয়া, কিনারার পশ্চাৎদিকটা একসঙ্গে ভাঁজ কর। পটীকে চৌরস রাখিবার জন্য উহাকে সোজাদিকে ঘুরাও। সেলাই করিবার সময় ফোঁড়গুলি ঠিক সোজা চলা চাই। বাম-

হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া কোণগুলিতে ফোঁড় দিবে। চুনটের ভাগের সহিত মিলাইবার জন্য পটীকে অর্দ্ধভাগ বা সিকিভাগ করিবে, কয়েকটী পিন্ নিকটে রাখিবে। পটীর সম্মুখদিকের কিনারায় অর্দ্ধভাগ চুনটের অর্দ্ধভাগ রাখিয়া পিন্ দিয়া আট্কাও ; পিনের অগ্রভাগ পটীর ভিতর প্রবেশ করাইয়া দাও। সিকি অংশেরও এই নিয়মে পটী কর। চুনটের ভিতর দিয়া চুনটের সূতা পটীর শেষ পর্য্যন্ত সমান রাখিবার জন্য, পিন্ দিয়া আট্কাইয়া দাও।

কাঁচা সেলাই করা।—চুনটের কিনারা হইতে, ১/৮ ইঞ্চি উপরে পটীর ডাইন্ দিকের ভিতরে যেখান হইতে সূতাখেয়া বাহির হইয়াছে, তাহার ঠিক নীচে সূচ চালাও ; তেরচা ফোঁড় দাও এবং প্রথম ফোঁড় হইতে ১/৪ ইঞ্চি দূরে, এবং পূর্ব্বের মত পটীর ১/৪ ইঞ্চি উপরে সূচ উঠাও। ইহাতে ডাইনদিকে একটী ছোট সোজা ফোঁড় উঠিবে ; এইরূপ করিলে সহজে চুনট্ গুলি সূচ দ্বারা সরাইয়া ঠিক করা চলিবে। মুড়ি সেলাই করিতে যে ভাবে কাপড় ধরিতে হয়, সেইরূপে ধরিবে। উপদেশমত সেলাই করিতে পারিলে, ফোঁড়গুলি ঠিক চুনটের ফাঁকের (grooves) মধ্যে পড়িবে। কাজ যেমন চলিতে থাকিবে, মধ্যে মধ্যে সূচদ্বারা চুনট্গুলি সমান করিয়া লইতে হইবে। যত শীঘ্র পার পিন্গুলি খসাইয়া লও। পটীর শেষ পর্য্যন্ত সেলাই হইয়া গেলে, সেলাই আরম্ভকালে যে সূতা নিম্নে ঝুলিতেছিল, সেই সূতাটুকু না কাটিয়া উহা দ্বারাই কোণগুলি

সেলাই কর। পাশ সেলাই হইলে, সূচটী পটীর ভাঁজের ভিতরে চালাইয়া সূতাটি কাটিয়া লও।

পটীর উল্টাদিক ;—চুনটের সূতা সূচে পরাও এবং উল্টাদিকে আট্‌কাও ; কারণ, পটীর উল্টাদিক সাবধান হইয়া আট্‌কাইতে হইবে এবং কিনারায় ভাঁজ যতখানি বিস্তৃত করিতে পার কর। চুনটের লাইনের একটু উপরে কিনারা রাখ ; তাহা হইলে সমানস্থানে কাজ আসিবে। পটীর পশ্চাৎদিক মনোযোগ করিয়া সেলাই না করিলে, সমস্ত কাজটাই নষ্ট হইয়া যাইবে। সোজাদিকে যে ভাবে সেলাই করা হইয়াছে, পিছন-দিকেও সেইরূপ করিতে হইবে। প্রথমে সোজাদিকে চুনট্‌গুলি সাজান হওয়াতে উল্টাদিকের কাজ সহজ হইয়া যায়। সাবধান হইবে, যেন সোজাপিঠে সেলাইএর ফোঁড় দেখা না যায়। সেলাইএর সূতা বেশী জোরে টানিবে না, তাহা হইলে সোজাদিক কুঁচ্‌কাইয়া যাইবে। অবশিষ্ট সূতা দ্বারা কোণ সেলাই করিয়া পূর্ব্বের মত সূতা আট্‌কাইয়া দাও।

কি কি দোষ হইতে পারে ;—

(১) পটীতে চুনট্‌গুলি সমান করিয়া না বসান।

(২) আরম্ভকালে সূতায় গাঁইট দেওয়া।

(৩) পোড়েনের দিকে চুনট্‌ না রাখিয়া, টানা বা কিনারার দিকে রাখা।

(৪) উল্টাদিক্‌ হইতে ফোঁড় তুলিলে সোজাদিকে দেখিতে পাওয়া।

(৫) অগ্রাহ্য করিয়া সেলাই করিলে পটী মুচড়াইয়া যাওয়া।

(৬) কোণগুলি অপরিষ্কৃত ও কাজ শেষ হইলে বেশী সূতা না কাটিয়া রাখিয়া দেওয়া।

(৭) চুনটের ভিতরের সূতা দেখিতে পাওয়া।

পটী সেলাই শেষ হইয়া গেলে, সূচিদ্বারা চুনট্‌গুলি পুনরায় ষ্ট্রোক্ করিয়া দিলে ভাল দেখাইবে

ভাঁজ

(Pleating.)

কাপড় ভাঁজ করা বা চেপ্‌টা চুনট্ করাকে প্লিট্ বলে। উলের বা ফ্লানেল্ কাপড়কে সাধারণতঃ ভাঁজ করা হয়।

কারণ, শুধু চুনট্ করিলে বেশী মোটা হয় এবং ফুলিয়া উঠিতে পারে, এইজন্য ভাঁজ করা সুবিধা। কাপড় চুনট্ করিলে দেখিতে সুন্দর হয় এবং বেশী মোটা হইতে পারে না। যে সব পোষাক ইস্ত্রী করা আবশ্যক হয়, তাহাদের পক্ষে প্লিটিং উপযোগী নয়। রেসমী, মস্‌লিন এবং মল্‌মল্ কাপড় চুনট্ করা হয়। প্লিটিং করিবার জন্য পটীর কাপড়ের মাপ লইয়া, তাহার দুই বা আড়াইগুণ আন্দাজ বেশী লম্বা কাপড় লইবে। ভাঁজ প্রস্থে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়, কিন্তু প্রত্যেক ভাঁজের পরিমাণ সমান রাখিতে হইবে। ফুলতোলা কাপড় ব্যবহার করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, ফুলগুলি উপরে থাকে এবং উহার ডাঁটা নীচে থাকে। প্রথমতঃ নীচের দিকে মুড়ি বসাইয়া, পরে এক পাড় হইতে অন্য পাড়ের দিকে প্লিট্ ভাজ বসাইয়া যাইবে। দুই রকমে ভাঁজ সেলাই করা যাইতে পারে ;— প্রথমতঃ, প্রত্যেক প্লিটের সঙ্গে নিকটবর্ত্তী প্লিট্ ঠিক মিলিবে। দ্বিতীয়তঃ, এক ভাঁজ হইতে পরের ভাঁজএর মধ্যে কাপড়ের ফাঁক রাখিয়া যাইতে হইবে। প্রথম উপায়ে কাজ হইলে, পটীর মাপ লইয়া, তাহার তিনগুণ লম্বা ভাঁজের কাপড় রাখিবে। দ্বিতীয় উপায়ে, প্রত্যেক ভাজের মধ্যে, বহরের অর্দ্ধেকের সমান ফাঁক রাখিয়া, পটার আড়াইগুণ কাপড় লইবে। সময় সময় বেশী ফাঁকের আবশ্যক হয় ; তখন সওয়া দুইগুণ কাপড় লইলেই যথেষ্ট। ফাঁক যত বেশী হইবে, ততই কাপড় কম লাগিবে। জামা বা পেটিকোটের সাম্‌নের দিকে ভাঁজ বসাইলে, ঐ সম্মুখ-

ভাগ পরিপূর্ণ হইবে। আর যদি ভাঁজের সম্মুখভাগ পশ্চাৎ-দিকে বসান যায়, তবে জামা বা পেটিকোট ইত্যাদির পশ্চাৎ-দিকে বেশী পরিপূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মদিগের সাড়ীর (মোটা কাপড়ের) কোমরের পশ্চাতে ও স্কন্ধদেশে ভাঁজ বসান হয়। ভাঁজের জন্য যত চওড়া মাপ দরকার, তাহার তিনগুণ লম্বা মাপ লইবে এবং মাপকে সমান তিনভাগ করিয়া ভাঁজিয়া প্লিট্ বসাইলে, প্রত্যেক ভাঁজ বা প্লিট্ পরস্পর মিলিবে; প্রত্যেক ভাঁজের মধ্যে ফাঁক আবশ্যক হইলে, এই মাপেই চলিবে; কেবল তৃতীয় মাপের শেষে ফাঁক যোগ করিয়া লইবে। এবং এই শেষ মাপই ফাঁক হইবে। যে কাপড়কে ভাঁজ করিবে, তাহার উপরের কিনারা দিয়া মাপ ধরিয়া পেন্সিল্ দিয়া দাগ দিয়া যাইবে। যদি পেন্সিল না থাকে, তবে সেই সকল স্থানে পিন্ বসাইয়া যাইবে। এই রকম করিতে করিতে পটীর মধ্যস্থান মাপ করিয়া চিহ্ন বসাইবে, তাহার পর চতুর্থভাগে মাপের চিহ্ন বসাইবে। সেইরূপে যে কাপড় মাপ করিবে, তাহাতে অর্দ্ধেক এবং চতুর্থভাগে মাপ করিয়া দাগ বসাইয়া দিবে। পটীর ভাঁজের কাপড়ের সঙ্গে মধ্য মিলাইয়া এবং চতুর্থভাগের সহিত চতুর্থভাগ এবং অর্দ্ধভাগের সহিত অর্দ্ধভাগ মিলাইয়া ধরিয়া কাঁচা সেলাই করিবে। পটীর যথাস্থানে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবে, নতুবা কুঁচ্কাইয়া যাইবে। সম্মুখদিকে সেলাই করিবে। (পটীতে চুনট্ দেওয়া পাঠ দেখ)।

দোষ।—(১) কাপড় অপরিষ্কৃতভাবে প্রস্তুত।

(২) প্লিট্ বা ভাঁজ অসমান বা অনিয়ত, এবং পোষাকের আকারের সমান না হওয়া অর্থাৎ কুৎসিত হওয়া।

(৩) কোঁচ্‌কান পটী দুই কাপড়ের ভিতর অনেকটা প্রবিষ্ট করান।
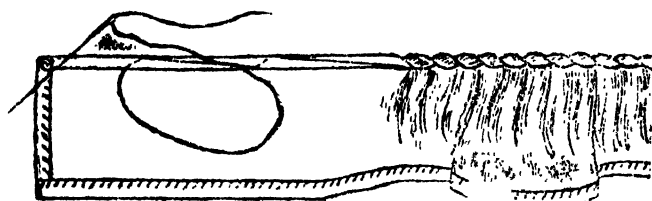
হুইপিং

(Whipping.)

যে যে দ্রব্যের আবশ্যক ;—মিহি মল্‌মল্, নয়নসুক ও ক্রেমরিক্। এই সকল কাপড় ৩৬ ইঞ্চি হইতে ৪৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া পাওয়া যায়। অল্প মূল্যের পাতলা কাপড়ে হুইপিং ভাল হয় না ; অন্ততঃ বার আনা গজের কাপড় লইবে।

একশত নম্বরের সূতা দ্বারা মুড়ি সেলাই করিবে; এবং ৬০ নম্বরের সূতা দ্বারা হুইপিং সেলাই করা উচিত।

কাপড় প্রস্তুত করিবার প্রণালী ;—পোড়েনের দিকে কাপড় ছিঁড়িবে। দুই ধারে পাড় থাকিবে; এই প্রকারে কাপড় ছিঁড়িয়া লইলে, হুইপিং করা সহজ হয়। কাপড় না কাটিয়া ছিঁড়িয়া লইলে, সূতা সোজা পাওয়া যায়। কাটিলে এপাশ ওপাশ সূতা কাটিয়া যায়। ছিঁড়িবার পর, সরু সরু যে সূতা বাহির হয়, সেগুলি কাঁচি দ্বারা সমান করিয়া কাটিয়া দিবে। পেটিকোট্, জ্যাকেট্, বালিসের ওয়াড়, পাখা, মশারি, পর্দ্দা ও ছেলেদের ঘাগ্‌রা প্রভৃতিতে ঝালর বা ফ্রিল্ লাগাইতে হয়। যে যেমন জিনিস্, পছন্দমত সেইরূপ মাপের কম বেশী চোড়া ঝালর লাগাইতে হইবে। শেমিজ্ ও জ্যাকেটের ঝালরের পরিমাণ ৩ বা ৪ ইঞ্চি। ঝালর লাগাইবার পর যেন নীচের দিকে সমানভাবে ঝুলিতে থাকে। ৩।৪ ইঞ্চির কম হইলে ঝালর ঝুলিবে না, উঠিয়া থাকিবে। যে পটীতে ঝালর সংযুক্ত করিতে হইবে, তাহা যেরূপ চওড়া, ঝালর তাহার দ্বিগুণ লম্বা হইবে, তবে উত্তমরূপে ঝুলিবার ও ভাল দেখাইবার জন্য ½ ইঞ্চি বেশী লম্বাও করা যাইতে পারে। যদি কাপড়ের এক বহরে ঝালরের ঘের না কুলায়, তবে কাপড় যুড়িতে হয়। কাপড় ছিঁড়িয়া কাপড়ের দুই পাড় একত্র করিয়া, টপ্‌সোইং করিয়া কাপড় যুড়িবে। আর যদি পাড় না পাওয়া যায়, তবে ছেঁড়া দুই মুখ একত্র করিয়া মগ্‌জি সেলাই করিতে

হইবে। পরে ঝালরের নিম্নদিকে মুড়ি সেলাই করিবে। পাখার ঝালরের ঘের নাই ; কেবল দৈর্ঘ্য বা লম্বাই আছে। এজন্য, পাখার ঝালরের দীর্ঘে দুই প্রান্তভাগের মুড়ি সেলাই করিতে হইবে ; নচেৎ সুশ্রী হইবে না এবং সূতাও বাহির হইতে পারে।

ঝালরের মুড়ি ;—মলমল্ অতি মিহি কাপড়। এই কাপড়ে মুড়ি খুব সরু হওয়া উচিত, নচেৎ ভাল দেখায় না। ⅛ ইঞ্চি রাখিলেই ভাল হয়। অতি সরু মুড়ি করিতে হইলে কাপড় ভাঁজ করা যায় না। এজন্য অঙ্গুলি দ্বারা সূক্ষ্ম বা মিহি মুড়ি পাকাইয়া লইতে হইবে।

মুড়ির ফোঁড়গুলি সমান সমান দূরে পড়িবে ; অর্থাৎ প্রতি ফোঁড়ের মধ্যে সমান স্থান থাকে। বেশী ঘন ঘন ফোড়ও দেওয়া উচিত নহে। ঝালরকে দুই ভাঁজ করিয়া অৰ্দ্ধভাগ করিবে, ঐ দুই ভাগ আবার ভাঁজ করিয়া সিকিভাগ করিবে, পরে পেন্সিল বা রঙ্গিণ সূতা দিয়া চিহ্ন দিবে। ঝালরের চিহ্নের সমান পটীর কিনারাতেও চিহ্ন দিবে। ঝালরের উপরের কিনারার দিকে (অর্থাৎ যে কিনারায় হুইপিং হইবে) আধ ইঞ্চি ছাড়িয়া চিহ্ন দিবে ; ভাগ করিয়া চিহ্ন দিলে, কোনখানে কম কোনখানে বেশী ঝালর হইবে না।

রোল্ বা হুইপিং করিবার প্রণালী ;—

রোল্ করিবার উপদেশ ও হুইপিংএর প্রণালী ;—রোল্ করিবার পূর্বে হাত উত্তমরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করা উচিত। নচেৎ আঙ্গুলে ময়লা থাকিলে রোল্ করিবার বা

আঙ্গুল দিয়া কাপড় পাকাইয়া গুটাইবার সময় কাপড়ে ময়লা লাগিলে কাজও ময়লা হইবে। কেন্‌বিসের উপর রোলের ফোঁড় সহজে শিখা যায়। এই ফোঁড়গুলি দূরে দূরে পড়িবে; বোধ হয় ছয় খেয়া করিয়া সূতা ছাড়িয়া এক একটা ফোঁড় দিলেই চলিবে। হুইপিং করিবার পূর্ব্বে, কাপড়ের কিনারা ভাল করিয়া কাঁচি দ্বারা সমান করিয়া কাটিবে। তাহা না করিলে, রোল্ করিবার সময় ঐ স্থান মোটা দেখাইবে ও রোল্ দৃঢ় হইবে না। কিনারা যতদূর দৃঢ় করিতে পারা সম্ভব, তাহা করিতে হইবে। হুইপিং করিতে খুব শক্ত সূতার আবশ্যক। নচেৎ টানিবার সময় ছিঁড়িয়া যাইবে। এজন্য ৬০ নম্বরের সূতা ব্যবহার করিবে। সূতার রীল্ হইতে সূতা ছিঁড়িয়া, ঐ ছেঁড়া মুখ সূচে প্রবেশ করাইবে না। রীলে যে মুখ ঝুলিতেছে, ঐ মুখ সূচের ভিতর দিবে। তাহা না করিলে ছেঁড়া আল্‌গা সূতায় পাক্ লাগিয়া, গাঁইট্ পড়িবার সম্ভাবনা; সুতরাং টানিবার সময় ছিঁড়িয়া হুইপিং নষ্ট হইতে পারে। হুইপিং যে স্থানে সংযুক্ত হইবে, ঐ স্থান যত লম্বা, সূতাও একবারে ঐরূপ লম্বা লইতে হইবে। যদি নিতান্তপক্ষে অত লম্বা সূতা লওয়া সুবিধা না হয়, তবে অন্ততঃ অর্দ্ধভাগের কাজ হইলে সূতা যুড়িতে পার। খুচরা খুচরা সূতা কদাচ যুড়িবে না।

যেরূপে হুইপিংএর ফোঁড় তুলিতে হইবে;—

(১) মুড়ি সেলাইএর সময় যেমন কাপড় ধরিতে হয় সেইরূপে ঝালরের উল্টাপিঠ তোমার সামনে ধর।

(২) ডাইন্ দিক্ হইতে বামদিকে কাজ চলিবে। যদি ঝালর গোল হয়, তবে যোড়ের নিকটে হুইপিং সেলাই আরম্ভ কর; প্রথমে ঐ যোড়ের নিকটে খুব সরু মুড়ি পাকাইয়া, মুড়ির ভাঁজে দুই একটা ফোঁড় দিয়া আট্‌কাইবে, এবং সূতা টানিয়া দেখিবে, শক্ত হইয়াছে কি না।

(৩) টপ্‌সোইংএর ন্যায়, বামহস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে কাপড় ধরিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা একবার দৃঢ়ভাবে রোল্ পাকাও। দেখিবে, কাঁচাধার সম্পূর্ণরূপে যেন রোলের ভিতর ঢাকিয়া যায়।

(৪) একবারে বেশী রোল্ পাকাইবে না; প্রত্যেকবার এক ইঞ্চি রোল্ করিবে। অর্থাৎ এক ইঞ্চি হুইপিং হইলে, আর এক ইঞ্চি পাকাইবে। রোলের পিছনদিকে বা ঝালরের সোজা-দিকে, অর্থাৎ তর্জ্জনীর উপরে যে অংশ আছে, ঐখানে সূচের মুখ তোমার বুকের দিকে করিয়া, তেরচাভাবে ঠিক রোলের নীচে ফোড় তুলিবে। ফোঁড়গুলি ½ ইঞ্চি দূরে দূরে তেরচা পড়িবে। কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দৃষ্টি দ্বারা মধ্যে মধ্যে ফোঁড়ের দূরত্ব স্থির করিবে। কতকটা সেলাই হইলে সূতা টানিয়া দেখিবে, চুনট্ হইতেছে কি না। সেলাই করিতে করিতে, রোলের নীচে ফোঁড় না পড়িয়া যদি রোলের মধ্যে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে, সূতা টানিলে চুনট্ হইবে না, সুতরাং ঐ সেলাই খুলিতে হইবে। এজন্য একটু একটু সেলাই করিবে ও টানিয়া দেখিবে। জোরে সূতা টানিও না, আস্তে

আস্তে টানিবে। জোরে টানিলে চুনট্‌গুলি পরদায় জড়াইয়া যাইবে।

(৫) হুইপিং শেষ হইলে সূতা ঝুলিয়া থাকিতে দিবে। এইভাবে সেলাই করিয়া যাইবার পর, সূতা টানিয়া দেখিবে, উপরে এক লাইন্ গোল গোল (ডুমোডুমো) কোঁক্‌ড়া বুটি উঠিয়াছে, এবং দুটী বুটির মধ্যে একটু রক্ বা ফাঁক দেখাইতেছে।

হুইপিং তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম রোলিং; দ্বিতীয় হুইপিং; তৃতীয় কোঁকড়ান। কোঁক্‌ড়াইতেছে কি না, মধ্যে মধ্যে সূতা টানিয়া দেখিতে হইবে। ভাল করিয়া কাজ করিতে হইলে প্রত্যেকবার সূচে একটী করিয়া ফোঁড় তুলিবে; তাহা হইলে কোঁকড়া বুটিগুলি ভাল উঠে। তবে শীঘ্র কাজ শেষ করিতে ইচ্ছা করিলে, সূচে অনেক ফোঁড়ও তুলিতে পার। কিন্তু তাহাতে ফোঁড় ভুল হইয়া কাজ খারাপ হইবার আশঙ্কা থাকে।

হুইপকরা ঝালর পটীতে সংযুক্ত করা ;—

প্রথমে আবশ্যকমত পটী প্রস্তুত কর। পটীর সোজা পিঠে ঝালরের সোজাদিক বসাও; তাহা হইলে, দুইএরই সোজা দিক্ ভিতরে পড়িবে এবং উল্‌টা দিক বাহিরে থাকিবে। পরে, পটীর নিম্নকিনারাতে (যে কিনারা হইতে ঝালর ঝুলিবে) ঝালরের অর্দ্ধাংশ বা সিকি অংশ পিন্ দিয়া আট্‌কাও;

এবং ঝালরের উপরিভাগ সমান করিয়া দাও, অর্থাৎ ঝালর কোনও খানে উচ্চ ও কোনও খানে নীচ বা কমবেশী না হইয়া বেশ সমান হয়। যে সূতা দিয়া হুইপিং করা হইয়াছে, পটীর বামদিকে একটা পিন্ আঁটিয়া ঐ সূতা জড়াইয়া দাও; (যেমন চুনটে বলা হইয়াছে)। অন্যান্য সেলাইয়ে যেভাবে ধরিতে হয়, পটী সেইভাবে ধর; ঝালর সামনের দিকে থাকিবে; সূচে সূতা পরাইয়া, পটীর কিনারার একবারে শেষে সূচ বসাও, এবং হুইপের কোঁকড়ান দুইটী বুটির ভিতর দিয়া তেরচাভাবে সূচ তুল। তাহা হইলে, প্রত্যেক বুটির মধ্যস্থানে রকের ভিতর ফোঁড় পড়িবে। হুইপিংএর সূতা যেমন ডাইন্‌দিক হইতে বামদিকে গিয়াছে, সেইরূপ ঝালর যুড়িবার সূতাও ঠিক ঐদিকে চলিবে।

পরে ঐ দুই সূতা আট্‌কাইয়া কাটিয়া দাও (অন্যান্য সেলাই শেষ হইলে সূতা কাটিবার যেমন উপদেশ আছে); সূতা কাটিয়া ঝালরকে উল্টাইয়া চোস্ত করিয়া দিবে। অতঃপর ঝালরকে ষ্ট্রোকিং করিলে আরও সুন্দর দেখাইবে।

হুইপিং করিতে কি কি দোষ হইতে পারে;—

(১) ঝালর অপরিষ্কৃতভাবে প্রস্তুত করা; অর্থাৎ কাপড় পোড়েনের বা আড়ের দিকে না কাটিয়া, টানার দিকে কাটা; মুড়ি অধিক চৌড়া; দুই প্রান্তভাগ অপরিষ্কৃত।

(২) রোল্‌গুলি মোটা ও আল্‌গা প্রস্তুত করা।

(৩) হুইপিংএর ফোঁড়গুলি অসমান অর্থাৎ একটা কাছে একটা দূরে।

(৪) হুইপিংএর সূতা অতিশয় কষিয়া রাখা ও বেশী ঢিলা রাখা।

(৫) পটীতে ঝালরকে অসমানভাবে বিস্তার করা।

(৬) আরম্ভ, সংযোগ ও শেষ, অসম্পূর্ণ ও অপরিষ্কৃত হওয়া।

বোতামের ঘর।

(Buttonholes.)

কোট, সার্ট প্রভৃতির যেখানে একটী বোতামের আবশ্যক,

সেইখানেই একটী বোতামের ঘরেরও আবশ্যক। এই ঘর যদিও একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রমাত্র, কিন্তু ঐ ছিদ্রটী কাটা অগ্রাহ্যের বিষয় নহে। অনেক অভ্যাস হইলে, ঘরটি সমান করিয়া কাটা যায়।

(১) বিবরণ :—বোতামের ঘর একটী লম্বালম্বি ছিদ্র। উহার কিনারায় সেলাই করিয়া গাঁইট দিতে হয়। ঐ ছিদ্রের দুই প্রান্তভাগ সেলাই করিয়া নানা আকারের গঠন করিতে পারা যায়। গোল, চৌকোণা বা এক প্রান্ত গোল, অন্য প্রান্ত সেলাই বন্ধ।

(২) পৃথক্ দুটী কাপড় একত্র সংযুক্ত করিবার জন্য বোতামের আবশ্যক ; বোতাম লাগাইলে কাপড় ভাল দেখায়, ও আরামদায়ক হয়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বোতামের ঘর শিক্ষা ;—

(৩) ছিদ্র না কাটিয়া, প্রথমে এক সূতার কেন্‌বিসের উপরে বোতামের ঘরের ফোঁড় অভ্যাস করা ; কেন্‌বিসের সূতা যেমন মোটা, ঐরূপ মোটা সূতা দ্বারা বোতামের ঘরের ফোঁড় তুলিতে অভ্যাস করিবে।

(৪) কেন্‌বিসে অভ্যাস করিয়া, পরে এক পর্দ্দা মোটা কাপড়ে বোতামের ঘর অভ্যাস করিতে হইবে।

(৫) এক পর্দ্দা কাপড়ে ঘর প্রস্তুত করিতে উত্তমরূপ অভ্যাস হইলে, দুই পর্দ্দার উপরে ঘর সেলাই করিতে অভ্যাস করিবে।

(৬) এক্ষণে গোল, চৌকোণা ও বন্ধপ্রাপ্ত ঘর সেলাই করিতে শিক্ষা করা উচিত।

(৭) কেন্‌বিসের উপরেই অভ্যাস কর। যে ঘরের এক দিক্ গোল ও অন্য দিক্ বন্ধ, ঐ ঘর প্রথমে অভ্যাস কর। (নিম্নে ছবি দেখ)
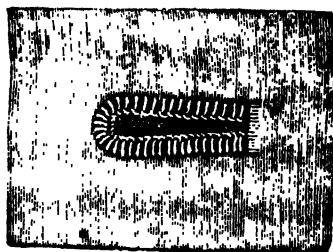
(৮) এতক্ষণ বোতামের ঘর না কাটিয়া কেন্‌বিস ও কাপড়ের উপরেই সেলাই শিক্ষা হইল। অতঃপর সরুমুখ বা

বোতামের ঘর কাটিবার কাঁচি দ্বারা ঘর কাটিয়া উত্তমরূপে সেলাই করিতে চেষ্টা করা উচিত।

(৯) বোতামের ঘর সেলাই করিতে করিতে সূতা ফুরাইয়া গেলে, নূতন সূতা যুড়িতে অভ্যাস করিতে হইবে।

(১০) কোট্ প্রভৃতির মোটা কাপড়ের উপর বোতামের ঘর কাটিতে অভ্যাস করা।

বোতামের ঘর সেলাই করিবার প্রণালী।—

(১) বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির উপর কেন্‌বিস রাখিয়া তৃতীয় অঙ্গুলির দ্বারা চাপিয়া ধর।

(২) বোতামের কাটা ঘরের বামদিকে দুইটি বখেয়া ফোঁড় তুলিয়া, আধ ইঞ্চ আন্দাজ সূতা ঝুলাইয়া রাখিয়া, সূচ টানিয়া দেখিবে, সূতা আটক হইয়াছে কি না। তিন চারি খেয়া সূতা সূচে তুল, সূচের গোড়ায় গোল ফাঁসের মত থাকিবে। (ছবিতে যেমন আছে)।

(৩) এখন সূচ কেন্‌বিসের আর এক ঘরে গলাইয়া, তিন বা চারি খেয়া সূতা সূচে উঠাইয়া, প্রথম ঘর যেভাবে সেলাই করিয়াছ ঐরূপে ফোঁড় তুল। এই প্রকারে সকল ফোঁড় তুলিয়া, বোতামের ঘরের একদিক শেষ করিতে হইবে।

(৪) গোলপ্রান্ত সেলাই ;—বোতামের পটীর বাহির দিকে বা কিনারায় গোল্ দিক্ থাকিবে। সেলাই করিবার সময়

কাপড় আঙ্গুলের উপর গোলভাবে সরাইতে থাকিবে। ছিদ্রের একবারে প্রান্তভাগে এক এক দিকে তিন তিন ফোঁড় এবং মধ্যখানে তিনটী ফোঁড় তুল। তাহা হইলে কোণে নয়টা ফোঁড় হইবে। অতঃপর প্রথম কিনারার মত বোতামের ঘরের বিপরীত দিক সেলাই কর।

(৫) এবার ঘরের বন্ধ-করা দিকে এস; বন্ধ-করা দিকে প্রান্ত ছিঁড়িতে পারে না এবং বোতামের ঘরকে সুশ্রী করে। গোল কোণে যেমন নয়টী ফোঁড় দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ এখানে নয়টী ফোঁড় দিতে হইবে। বোতামের ঘর ফিরাইয়া তোমার বাম হস্তের তর্জ্জনীর উপর রাখ। ছিদ্রের উপরে বাম-দিকে চারি খেয়া সূতা সূচে উঠাইয়া প্রথম ফোঁড় তুল। এখন দ্বিতীয় ছবিতে যেরূপ স্পষ্ট দেখিতেছ, ঐরূপে সোজা লাইনে নয়টী ফোঁড় তৈয়ার কর। যেন, দুইদিকে চারি চারিটী ঘর হয় এবং নবম ফোঁড়টি মধ্যে পড়ে।

শেষকরা ;—কাপড়ের উল্টাপিঠ হইতে দুই তিনটা বখেয়া ফোঁড় দিয়া সূতা কাটিয়া দাও।

কেন্‌বিসের উপরে শিখিবার প্রণালী দেখান হইল। এই প্রণালীতে কাপড়ে বোতামের ঘর প্রস্তুত করিতে অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রয়োজনীয় মন্তব্য ;—

(১) বোতাম আঁটিবার সময় যেমন বলা হইয়াছে যে,

এক পর্দ্দা কাপড়ের উপরে বোতাম আঁটিবে না, সেইরূপ বোতামের ঘরও এক পর্দ্দা কাপড়ে করিবে না। নিতান্ত দরকার হইলে, নীচে একটী তালি দিবে।

(২) ঘর কাটিবার পূর্ব্বে পেন্সিল দিয়া দুই প্রান্তে দাগ দিয়া ঘরের লম্বাই ঠিক করিয়া লইবে।

(৩) এক পুরু কাপড় দিয়া বোতাম সেলাই করিলে টিকিবে না, এজন্য সকল সময়েই ডবল বা দুই পুরু কাপড়ের ভিতর বোতাম দিলে ভাল হয়। বোতাম গোলাকার বলিয়া, বোতামের ঘর গোল করিয়া কাটিবে না। যেরূপে বোতামের ঘর কাটিতে হইবে, তাহা উপরের ছবিতে সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে।

বোতামটী পটীর উপরে রাখিয়া, উপর ও নীচে পেন্সিল্ দিয়া দাগ দিয়া, সমান দুই ভাঁজ কর; পরে কাঁচি দিয়া একটু কাট। পরে ভাঁজ খুলিয়া, ঐ কাটা মুখে কাঁচি দিয়া দরকারমত ঘর বাড়াইয়া লও। লম্বা ছাঁদে ঘর কাটিবে। কিন্তু ঘর কাটিয়া, ঐ ঘরের চারিদিক্ আগে কাঁচা সেলাই এর মত এক একটী ছোট ছোট টোপ্ দিয়া আট্কাইবে; তাহা হইলে সূতা বাহির হইয়া যাইবে না। বোতামের ঘরগুলি সমান লাইনে হওয়া চাই। এজন্য একটী সূতা সোজা ধরিয়া কাট। সমান লাইনে না হইয়া টেড়া বাঁকা হইলে বড় খারাপ দেখাইবে।

(৪) শক্ত সূতা দিয়া বোতামের ঘর সেলাই করিবে।

সূতায় গাঁইট দেওয়া চলিবে না, এজন্য সূচের ছিদ্রে একবারে আধ গজ সূতা দিবে। আধ ইঞ্চি পরিমিত একটী ঘর সেলাই করিতে, প্রায় অতখানি সূতার দরকার।

(৫) বাম হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলির উপর কাটা ঘরটি রাখিয়া, মধ্যম ও বৃদ্ধ অঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া ধর। মধ্যম অঙ্গুলির বাঁদিক্ হইতে সেলাই আরম্ভ করিতে হইবে। ডাইনের কোণ পর্য্যন্ত সেলাই হইলে, বোতামের ঘরটা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া সেলাই করিতে হইবে। সেলাই শেষ হইলে, সূচটী উল্টাপিঠে গলাইয়া, তিন চারিটী ফোঁড় দিয়া সূতা কাটিয়া দিতে হইবে। সাম্নের দিকে সূতা কাটিলে খারাপ দেখাইবে।

বালিসের ওয়াড়।

(Pillow cases.)

সচরাচর ব্যবহারের জন্য সূতার কাপড়ে, টুইল অথবা শক্ত দেশী ছিটের দ্বারা বালিস তৈয়ারী হইয়া থাকে। বালিসের ওয়াড়ের কাপড় সাধারণতঃ ৪০ ইঞ্চি চওড়া হয়। সাধারণ মাপের টিকিন্ কাপড় ২৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩৮ ইঞ্চি বেড়। ওয়াড সহজে পরাইবার জন্য প্রত্যেক দিকে ২ ইঞ্চি বেশী কাপড় রাখিতে হইবে। সকল বালিসের ওয়াড়ের কাপড় দুই ভাঁজে বা ডবল বহরে বিক্রয় হয়। চারিদিকে গোল কেলিকো কাপড়ও ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কিনারা সংযোগ করিতে হয় না। বালিসের ওয়াড়ের জন্য ভাল কাপড় কিনিতে হইবে, তাহাতে অনেক দিন টিকে এবং ধুইলে ভাল দেখায়; কিন্তু খারাপ কাপড় হইলে নষ্ট হইয়া যায়, এবং অনেকদিন টিকে না।

কাপড়ের পরিমাণ ;—প্রত্যেক ওয়াড়ে একগজ কাপড় লাগে, তাহাতে সুন্দররূপে আট্‌কান যায়। তাকিয়া বা গোল বালিসের ওয়াড়ের জন্য ১½ গজ কাপড় লাগে এবং একদিকের গোল অংশের জন্য (তালির) ১২ ইঞ্চি কাপড় বেশী লাগে। সূতার কাপড় সমানভাবে ছেঁড়া যাইতে পারে।

প্রস্তুত-প্রণালী ;—ওয়াড়ের জন্য যতটুকু কাপড় আবশ্যক তাহা কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া লইবে। সেলাই করিয়া দুই দিক একত্র করিবে এবং বালিসের ওয়াড়ের এক প্রান্তভাগ মগ্‌জী

করিয়া দিবে এবং অপর প্রান্ত এক বা দুই ইঞ্চি চওড়া মুড়ি সেলাই করিয়া খোলা রাখিবে। ঐ খোলামুখ তিনটী বোতাম এবং বোতামের ঘরের দ্বারা অথবা তিনটী ফিতার দ্বারা বাঁধা যায়।

তাকিয়ার ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য মোটামুটি ১½ গজ। এক প্রান্তের গোল অংশের জন্য (তালির) অতিরিক্ত একখণ্ড কাপড়ের আবশ্যক হয়। উক্ত কাপড়ের বেড় ১২ ইঞ্চি পরিমাণ হইবে। অনেকগুলি একত্র কাটিলে কাপড় কম লাগে। একই বহরের কাপড় একসঙ্গে তিন ভাঁজ করিয়া কাটা যাইতে পারে। কিনারা গুলি টপ্‌সোইং করিয়া যোড়া দেওয়া যায় এবং একপ্রান্তে ½ ইঞ্চি পরিমাণ মুড়ি ভাঁজিয়া সেলাই করিবে এবং প্রান্তভাগে মুখ বন্ধ করিবার জন্য উহার মধ্য দিয়া ফিতা দিতে হয়। ফিতা সহজে টানিয়া আনিবার জন্য যোড়ার দুইদিকের মুড়িতে আই-লেট্ হোলস্ বসান হয়। গোল কাপড়ের চারিদিকে খুব সরু মুড়ি ভাঁজিয়া সেলাই করা হয়। তাকিয়ার ওয়াড়ের প্রান্তভাগ গোল কাপড়ের পরিমাণমত কিনারায় হুইপিং সেলাই করিয়া কুঁচ্‌কাইয়া দিতে হয়; এবং দুই কিনারা উল্টাইয়া মুড়িয়া দিতে হয়। সম্ভব হইলে বিলাতী টেপ বা ফিতা ব্যবহার করিবে; কারণ উহা সূতার ফিতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাপড়ের তৈয়ারী বোতাম ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঘষাঘষির জন্য উহা ভাঙ্গিয়া যায়; সুতরাং মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

তালি।

(Patching on linen.)

তালি দেওয়াতে মিতব্যয়িতা প্রকাশ করে। তালি, কাপড় মেরামতের একটি প্রয়োজনীয় বিভাগ, এবং ইহার উপযোগিতা প্রমাণ করিতে নক্‌সা, ভবিষ্যৎ চিন্তা, সোজা দৃষ্টিশক্তি, নিপুণতার সহিত ব্যবহার, ধৈর্য্য এবং প্রকৃত অভ্যাস আবশ্যক।

তালি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, (১) ছিদ্রের দিকের ছেঁড়া অংশ কাটিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে একখণ্ড ভাল কাপড়ের টুক্‌রা বসাইয়া দেওয়া।

(২) কলার, কফ, আস্তীন ইত্যাদি ছেঁড়া অংশ একবারে কাটিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে একখণ্ড নূতন কাপড়ের টুক্‌রা বসাইয়া দেওয়া।

প্রধান নিয়মসমূহ ;—

(১) তালির কাপড়ের রং, রকম এবং বুনট্‌ ঠিক কাপড়ের অনুযায়ী হইবে।

(২) পুরাতন কাপড়ে তালি দিতে নূতন কাপড় কখনও ব্যবহার করিবে না, তাহাতে তালির পাশের কাপড় ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। পুরাতন কাপড়ের শক্ত অংশ হইতে তালি করা উচিত।

(৩) পুরাতন কাপড়ের টুক্‌রা পাইবার অসুবিধা হইলে,

তালি ও কাপড় মিলিয়া যায়, এরূপ নূতন পাতলা কাপড ব্যবহার করিবে এবং তালি দিবার পূর্ব্বে উহা ধুইয়া লইবে।

(৪) নূতন ছিট অথবা কাপড়, পরিধেয় কাপড়ের ন্যায় না হওয়া পর্য্যন্ত ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইবে।

(৫) কাপড় যদি টুইল প্যাটার্ণ বা ডোরাদার হয়, তবে উহার সঙ্গে মিলাইয়া তালি কাটিয়া বসাইতে হইবে।

(৬) কাপড ও তালির তেরচা ও সোজা সূতা একদিকে থাকিবে।

(৭) কোণগুলি সমচতুষ্কোণের ন্যায় হইবে, গোল হইবে না।

(৮) ছেঁড়ার চারিদিকের পাতলা অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে, এবং ছেঁড়ার আকার অনুসারে তালি সমচতুষ্কোণ, অব্লং অথবা ত্রিকোণের আকারে কাটিতে হইবে। কাপড়ের যোড়ায় সেমিজের বাহুর নীচের অংশের ন্যায় ত্রিকোণ আকারে তালি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

(৯) পোষাকের তালি রেসম অথবা সাধারণ সূতা দ্বারা সেলাই করিবে ; অথবা যে কাপড় মেরামত করিতে হইবে, উহা হইতে বাহির করা সূতা দ্বারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেলাই হইবে। অন্যান্য তালি কাপড়ের রংএর সঙ্গে মিলে, এরূপ সূতা দ্বারা সেলাই করিতে হইবে। কাপড় যদি শক্ত থাকে, তাহা হইলেই কাপড়ের সূতা ব্যবহার করিবে। তালি দিবার প্রণালী অনেক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সহজ প্রণালীই যথেষ্ট। দরজীরা টুক্‌রা কাপড় ফেলিয়া দেয় না। এই টুক্‌রাগুলি তালি দেওয়ার

কাজে লাগিবে। যে কাপড় মেরামত করা হইতেছে, তাহার সঙ্গে যদি তালি মানিয়া যায়, তবে উহা কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। বে-মানান হইলে বড়ই খারাপ দেখায়।
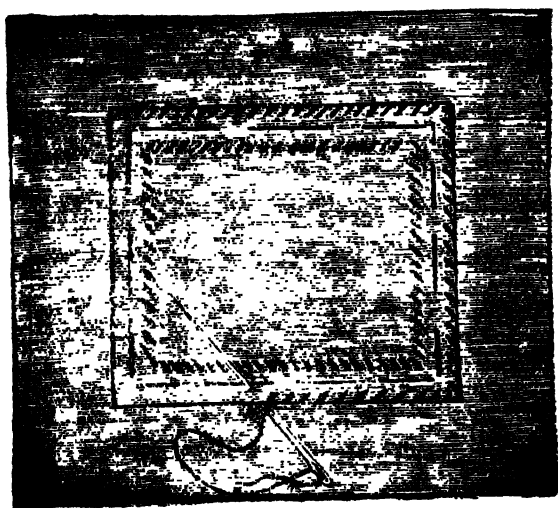
কাপড়ের তালি।

(Clothpatch.)

ছেঁড়াস্থানটী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া পেনসিল দিয়া দাগ দিবে, অথবা ছেঁড়া স্থান হইতে একটু দূরে চারিদিকে কাঁচা সেলাই করিয়া আট্‌কাইয়া, ছেঁড়া অংশগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তালির জন্য তিনকোণা, চৌকোণা বা এক-

দিকে লম্বা অপরদিকে চওড়া সূতা ধরিয়া কাপড়ের টুক্‌রা কাটিবে। ছেঁড়া অংশ যুড়িবার জন্য একটু বেশী করিয়া কাপড় কাটিবে, তাহাতে ½ ইঞ্চি ভাঁজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তালির চারিদিকে প্রথমতঃ ½ ইঞ্চি উল্টাদিকে লম্বালম্বি ভাঁজ করিয়া দিবে, তাহার পর তেরচা দুইদিক ঠিক করিয়া দিবে। রুমালের মুড়ি সেলাইএর পাঠে যেরূপ আছে, তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবে। তালির সোজাদিক কাপড়ের উল্টাদিকে রাখিবে, এবং কাপড়ের ও তালির লম্বাদিকের বা টানার সূতা একদিকে থাকিবে। ছোট ছোট পিন দিয়া আট্‌কাইবে। যাহাতে তালির প্রত্যেক দিক চুনটের সূতার সমানভাবে থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। চারিদিকে কাঁচা সেলাই করিয়া মুড়ি সেলাই করিবে এবং কোণগুলি চৌকোণা করিতে হইলে তালির এক কোণের দিকে সূচ উঠাইয়া বাহির হইলে, একটী ফোঁড় দিয়া ভাঁজ করিবে। সোজাদিকে ঘুরিয়া এক কোণা হইতে আর এক কোণা পর্য্যন্ত সোজা লাইন ধরিয়া ভাঁজ করিবে এবং কোণা হইতে সোজা ভাঁজ করা লাইনের ½ ইঞ্চি নীচ দিয়া পিনের চিহ্ন দিবে। সূতার সমানভাবে তালি দেওয়া হইলে উহার একই লাইনে পিনের চিহ্ন দিবে। মধ্য ছেঁড়া স্থান হইতে পিনের চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত ভাঁজের দাগ দিয়া লাইন ধরিয়া কাটিবে, তাহার বেশী কাটিবে না। প্রত্যেক ত্রিকোণ ভাঁজ করিবে। এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত ভাঁজের দাগ দিয়া লাইন করিবে এবং দাগ দিয়া ছেঁড়া অংশগুলি

কাটিয়া ফেলিবে। কিনারাগুলি সমান এবং কোণগুলি সম-চতুষ্কোণ করিবার জন্য, উহাদিগকে এক করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক কোণ ⅛ ইঞ্চ করিয়া কোণাকোণিভাবে কাঁচি দিয়া কাটিবে এবং চারিদিকে ⅛ ইঞ্চ পরিমাণে ঘুরাইয়া ভাঁজ করিয়া দিবে। প্রত্যেক কোণায় ভাঁজ করিবার জন্য একটী ফোঁড় উঠাইয়া এবং কোণ সমচতুষ্কোণ করিবার জন্য কাঁচা সেলাই করিয়া, চারিদিকে পরিষ্কাররূপে মুড়ি সেলাই করিয়া যাইবে; এবং আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া সমান করিয়া কাজ শেষ করিবে।

কি কি দোষ হইতে পারে;—

(১) কাপড়ে ছেঁড়াস্থান না কাটা। না কাটিয়া অগ্রে তালি কাটা।

(২) তালি ও কাপড়ের লম্বা দিক পরস্পর সমান না হওয়া।

(৩) তালি অসমানভাবে ভাঁজিয়া দেওয়া এবং খারাপ ভাবে লাগান। বুনট্ সূতার সঙ্গে সোজা না হওয়া।

(৪) পোষাকে উল্টাদিকের তালিতে মগ্‌জি সেলাইএর পরিবর্ত্তে সাদা সেলাই করা।

(৫) তালি কুঁচ্‌কাইয়া যাওয়া, কোণগুলি সমকোণ না হওয়া, খারাপভাবে বসান এবং সম্পূর্ণরূপে আয়তনে বড় এবং বিশ্রী হওয়া।

(৬) তালির বহর খুব অল্প অথবা খুব বেশী। মুড়ির ভাঁজ রীতিমত না করা।

(৭) যোড়ে ভুল।

ছিটের তালি।

(Print patch.)

ভারতবাসিগণ প্রিণ্টকে ছিট্ বলে। নয়নসুক কাপড়ে নক্সার ছাপা দিয়া ছিট্ তৈয়ার করা হয়। কাপড় ধুইলে যদি রং ঠিক থাকে, তবে তাহাকে পাকা ছিট্ বলে। কাপড়ের রং যেরূপ, তালি করিবার জন্য যে ছিট্ ব্যবহার হইবে, তাহারও রং সেইরূপ না হওয়া পর্য্যন্ত ধুইবে। ছিটের তালি কাপড়ের সম্মুখদিকে দিতে হয়, এবং ছিটে যে রং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, সেই বর্ণের সূতা দিয়া ছিটের উপর সেলাই করিবে; যে ছেঁড়া স্থানে তালি দিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা তালির কাপড় একটু বড় করিয়া কাটিবে। মিলমত তালির কাপড় পাইবার সুবিধা না হইলে, ডোরাদার বা ফুলদার কোনরূপ কাপড়ের সঙ্গে মিলাইয়া তালি দিবে। পিন বসাইয়া কাঁচা সেলাই করিবে। ছিট্, সকল সময় সূতা ধরিয়া বুনা হয় না, সুতরাং পছন্দ করিয়া তালি দিবে। যথাস্থানে সম্মুখের দিকে

তালিটী ধরিয়া এবং কোণগুলি যথাস্থানমত রাখিয়া, চারিদিকে টপ্‌সোইং করিবে। উল্টাদিকে ঘুরাইয়া ছেঁড়া অংশগুলি কাটিয়া ফেলিবে এবং যোড়ার $\frac{1}{4}$ ইঞ্চ রাখিয়া অতিরিক্ত ভাঁজ-গুলি কাটিয়া ফেলিবে। কিনারাগুলি জিঞ্জিরে সেলাই অথবা মুড়ি সেলাই দিয়া শেষ করিবে।

কি কি দোষ ;—

(১) ছিটের ও তালির কাপড় একপ্রকার না হওয়া।

(২) তালি কুঁচ্‌কাইয়া যাওয়া।

(৩) কোণগুলি সুশ্রী, ঠিক ও সুন্দর না হওয়া।

(৪) তালির ভাঁজ খুব কম হওয়া।

(৫) সেলাইএর ফোড়গুলি অসমান, বেশী গভীর ও খুব ঘন হওয়া ; এবং নরম কিনারাগুলি জোরে সূতা টানার জন্য জড়াইয়া যাওয়া।

(৬) সূতার যোড় কম মজ্‌বুত এবং অপরিষ্কার।
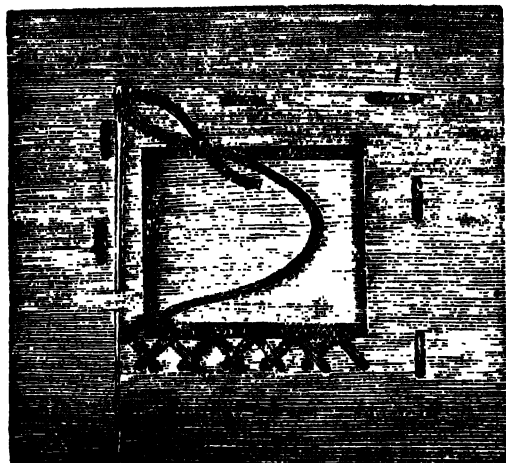
ফ্লানেলের-তালি।

(Flannel patch)

উপরের দৃষ্টান্তে ফ্লানেলের তালি জুড়িবার নিয়ম বুঝিতে হইবে। ফ্লানেলের তালি, সকল তালি অপেক্ষা সহজ। কারণ, ফ্লানেল অত্যন্ত মোটা বলিয়া উহার কিনারা মুড়িতে হয় না। ফ্লানেলের তালি দিতে অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে, জিঞ্জিরে সেলাই করিবার প্রণালী শিক্ষা এবং নূতন সূতা সংযোগ করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক। ফ্লানেলের কিনারাগুলি জিঞ্জিরে সেলাই দ্বারা মজ্‌বুত হয়। ফ্লানেল ভাঁজ করা যায় না; সুতরাং, পিন্‌ অথবা রঙ্গিন সূতা দিয়া স্থানে স্থানে আট্‌কাইয়া দিতে হইবে। ফ্লানেলে কোন নক্সা থাকিলে, তালি দিবার সময় ঐ নক্সার সহিত

সতর্ক হইয়া মিলাইবে। কাপড়ের সোজাদিক তালির সোজা-দিকে রাখিবে। ঝাঁঝরা কাপড়ের কতখানি কাটিয়া ফেলিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে হইবে এবং সেইস্থান চারিদিকে কাঁচা সেলাই দিয়া যাইবে। লোম যে দিকে সরল এবং সূতার লম্বা সোজাদিকে সেলাই করিতে যত্নবান্ হইবে। লম্বাদিকে বাম হাতের নীচ কোণা হইতে কাজ আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক ফোঁড়ের মধ্যে সূচের উপর চারিটী সূতা উঠাইতে হইবে। কোণের দিকে আসিবার সময় জিঞ্জিরে সেলাই এরূপভাবে ঠিক করিয়া দিতে হইবে যে, পাশের শেষ ফোঁড় শেষস্থান হইতে দুই সূতা আগে থাকে এবং পরের পাশের প্রথম ফোঁড় সমান দূরে থাকে। ফোঁড়ের নীচের লাইন হইতে চারিদিকে আট খেয়া সূতা রাখিয়া সামনের দিকে ঘুরিয়া একসূতা ধরিয়া চারিদিকে হাল্কা অংশ কাটিয়া ফেলিবে। তালির কিনারার চারিদিকে চারিসূতা চওড়া জিঞ্জিরে সেলাই করিবে; তাহা হইলে মধ্যস্থলে চারি খেয়া সূতা ছাড়া হইবে। এইরূপে উভয় দিকে সেলাই চলিবে।

কি কি দোষ হইতে পারে ;—

(১) ছেঁড়া বা ঝাঁঝরা স্থান সোজা করিয়া না কাটা।

(২) কাপড়ের সোজা বা উল্টাদিকে অথবা লোমের সোজাদিকে লম্বাভাবে তালি এবং পোষাক ঠিক না হওয়া।

(৩) একটী সূতা ধরিয়া তালি না আট্কান।

(৪) কোণগুলির জিঞ্জিরে সেলাই উপদেশমত না হওয়া।

ক্যান্‌বিসের উপর রিপু।

(Darning on Canvas.)

রিপুর কাজ শিখিবার জন্য প্রথমে ক্যান্‌বিসের উপর রিপু করিতে অভ্যাস করাই সহজ উপায়। জিঞ্জিরে সেলাই এবং বোতামের ঘর করিবার জন্য এক সূতার বুনন ক্যান্‌বিস্‌ই উপযোগী। মিহি ক্যান্‌বিসের উপর রিপু করিতে অভ্যাস করিবার সময়, সূচের উপর ১৫ কি ২০টী ফোঁড় উঠান যাইতে পারে; কিন্তু মোটা ক্যান্‌বিসের উপর একবারে সূচের উপর অত ফোঁড় উঠিবে না।

প্রথম পংক্তি ঃ—ক্যান্‌বিসের বামদিকের নীচে সূচ দ্বারা একটী সূতা উঠাইয়া, এবং একটী ছাড়িয়া দিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। ক্যান্‌বিসের সোজাভাবে যে সূতা গিয়াছে, সূচে তাহার মধ্যের সূতা উঠাইবে, তাহাতে একটী সূতা বুনা হইবে ও একটী সূতা ছাড়া হইবে। সূতার প্রান্তভাগে ½ অংশ রাখিবে এবং সূতা টানিয়া উঠাইবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া সূতা ধরিবে।

দ্বিতীয় পংক্তি—ইহা প্রথম লাইনের ডাইনে এবং নিকটবর্ত্তী হইবে। দুই লাইনের মধ্যে ক্যান্‌বিসের এক লাইন থাকিবে। সূচের অগ্রভাগ বুকের দিকে ধরিয়া এবং যেখানে প্রথম লাইন শেষ হইয়াছে, তাহার ঠিক উপরে সূতা উঠাইবে এবং প্রথম পংক্তিতে ক্যান্‌বিসের যে সূতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা

উঠাইতে হইবে। সূতার একটু লুপ রাখিবে এবং এইরূপ অন্যান্য পংক্তিতে রিপু করিবে।

রিপু শিক্ষা করিবার সময় রঙ্গিন সূতা ব্যবহার করাই ভাল; কারণ, তাহাতে রিপুর ভুল দেখা যায়। ৩৫ নম্বর এম্‌ব্রয়ডারী সূতা ক্যান্‌বিসের রিপুর জন্য উপযোগী। রিপুকর্ম্ম উত্তমরূপে শিক্ষা হইলে, ক্যান্‌বিসের উপর দুই সূতা উঠাইয়া এবং দুইটী ছাড়িয়া দিয়া অভ্যাস করিবে।

কি কি দোষ হইতে পারে ঃ—

(১) খারাপভাবে গঠন এবং অসমান লাইন।

(২) লুপগুলি বেশী লম্বা বা বেশী ছোট হওয়া এবং অসমান হওয়া।

(৩) ক্যান্‌বিসের বুননের সূতা সরাইয়া দেওয়া।

(৪) রিপু সঙ্কুচিত বা কুঁচ্‌কাইয়া যাওয়া।

পশমী কাপড়ে রিপুকর্ম্ম।

(Darning on woollen material)

কাপড়ের উপরের ভাগের পশম বা আঁশ উঠিয়া গেলে উহা পাতলা হয় এবং সূতা আল্‌গা হয়। কোন কাপড় ছিঁড়িবার অগ্রেই যদি রিপু করা যায়, তাহা হইলে উহা অনেক দিন টিকে

এবং সুন্দর দেখায়। কাপড়ের সূতা যাহাতে ছিঁড়িয়া না যায়, তজ্জন্য রিপু করা হয়।

কি দিয়া রিপু করিতে হয়ঃ—উলের কাপড়ে উল্ দিয়া রিপু করাই নিয়ম। অতএব এঙ্গোলা (Angola) সেট্ল্যাণ্ড (Shetland) এবং এণ্ডলুসিয়া (Andalusia) উলই উপযোগী। কাপড় যদি পাতলা হয়, তবে উলের পাক খুলিয়া দুই ভাগে চিরিয়া ঐ উল্ দিয়া সেলাই করিবে। ফ্লানেল কাপড়ের উপর রেশম অথবা পাটের সূতা দিয়া রিপু করা হয়। পোষাকের কাপড় রিপু করিবার আবশ্যক হইলে, কাপড়ের পাড় হইতে খোলা সূতা দ্বারাই সুন্দর রিপু হয়, তাহাতে রিপু সেলাই প্রায় বুঝা যায় না।

কাজ করিবার উপদেশ ঃ—ক্যান্‌বিসের উপর যেরূপ রিপু করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ। রিপুকর্ম্ম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উপদেশগুলি সুন্দররূপে পড়িয়া লওয়া উচিত। সাধারণতঃ লম্বাদিকের পাড়ের সমানে রিপু করাই ভাল, তাহাতে সূতার খুব জোর হয়। কাপড়ের উল্টাপিঠে রিপু করিতে হয়। সূচের উপর দুই খেয়া সূতা (কাপড় সূক্ষ্ম হইলে তিন খেয়া) লওয়া যাইতে পারে। এক খেয়া সূতা কখনও লইবে না। প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে একটী অথবা দুইটী (দুইটী হইলেই ভাল) ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম পংক্তিতে যে সূতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় পংক্তিতে তাহা লইতে হইবে। প্রথম পংক্তি আরম্ভ হইলে, কাজ সমানভাবে চলিয়াছে কি না

তাহা চক্ষুর সাহায্যে আন্দাজমত ঠিক করিবে। মস্‌লিন প্রভৃতি মিহি কাপড়ে সূতা গণনা করা অসম্ভব, সেখানে $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চ ফোঁড়ের পরিমাণই যথেষ্ট।

মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিয়ম ঃ—

(১) কাপড় ক্ষয় হইয়া যেখানে পাতলা হইয়া যায়, সেইখানে রিপু করিবে, এবং কাপড়ের উল্টাদিকে এবং কিনারার দিকে রিপু করিতে হইবে।

(২) রিপুর ধার ঠিক সমান হইবে না, ঢেউখেলান হইবে।

(৩) প্রত্যেক পর পর পংক্তিতে ঠিক সমান সমান দূরে সূতা উঠান, এবং ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

(৪) $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চ পরিমাণ লুপ রাখিবে।

(৫) রিপু কুঁচ্‌কাইয়া যাইবে না এবং শেষ হইলে বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার দেখাইবে।

ক্যান্‌বিসের উপর কাজ করিতে যে সব দোষ হইতে পারে, ইহাতেও সেই সব দোষ ঘটিতে পারে; তাহা ছাড়া রিপুর নমুনা অবহেলা করাও দোষ। সর্ব্বপ্রকার রিপুকর্ম্মের প্রধান নিয়মসমূহের ৩য় প্যারাগ্রাফ্ দেখ।
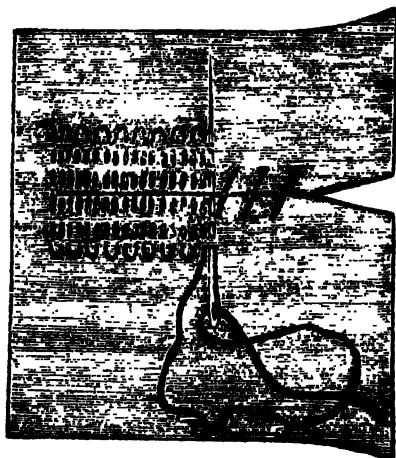
সোজা ছেঁড়ার রিপু।

(Darning a straight tear)

উলের কাপড়ে যে প্রণালীতে রিপু করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ। সোজা লাইনে কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে, দুই মুখ কাছে কাছে ধরিয়া কাঁচা সেলাই করিয়া ছেঁড়া দুই মুখ আট্‌কাইয়া রাখ; (ছবিতে দেখান হইয়াছে)। মজ্‌বুত করিবার জন্য ছেঁড়া স্থানের একটু দূর হইতে রিপু করিতে আরম্ভ করিবে। রিপু শেষ হইলে, কাঁচা সেলাইএর সূতা কাটিয়া বাহির করিয়া দিবে। ছেঁড়া পরিধেয় বস্ত্র রঙ্গিন হইলে, রিপু করিবার জন্য সেই কাপড়ের সূতা বাহির করিয়া লইয়া রিপু করাই সুবিধাজনক; বিশেষতঃ, পুরাতন কাপড় রিপু করিতে হইলে, সেই কাপড় হইতে বাহির করা সূতা দ্বারাই রিপু করা উচিত।
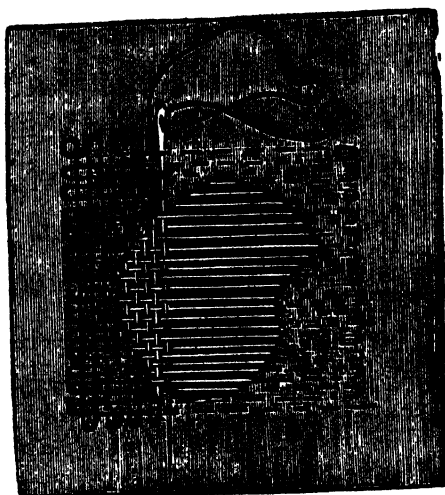
গোল বা চৌকোণা ছেঁড়া রিপু।

(Darning a hole on linen)

রিপুকর্ম্মের ন্যায় প্রয়োজনীয় সূচিকর্ম্ম অতি অল্পই আছে। প্রত্যেক মাতা এবং গৃহিণীই এই উক্তি স্বীকার করিবেন। কারণ, তাঁহাদের শিশু-সন্তানগণের পোষাকগুলি বারংবার মেরামত করিবার আবশ্যক হয় এবং ধোপারা কত ভাল কাপড় নষ্ট করে যে, তাহা রিপু না করিয়া পুনরায় ব্যবহার করা যায় না। এই পুস্তকের প্রথমে তোমাদিগকে নানা রকম সূচ রাখিতে বলা হইয়াছে। রিপু করিবার সূচ সাধারণ সূচ অপেক্ষা বড় এবং উহার বড় চোক্ হয়। তোমাদের থলিতে রিপু

করিবার সূতাও রাখিতে বলা হইয়াছে। এই সূতা ফেটীতে বা কাগজের কার্ডে বিক্রয় হয়। উল্, শণের সূতা, রেশম এবং কাপড়ের খোলা সূতাও রিপুকর্ম্মের জন্য ব্যবহৃত হয়।

রিপুকর্ম্মের সূচে উলের সূতা পরাইবার প্রণালী ঃ—

(১) বামহাতে সূতা লইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তর্জ্জনীর মধ্যে উহার প্রান্তভাগ ধরিবে।

(২) সূচ ডাইন হাতে ধরিয়া উহার অগ্রভাগ নীচের দিকে রাখিবে।

(৩) উল্ সূতা মোটা বলিয়া সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করান কঠিন হয়। এজন্য সূচের গোড়াতে উল্ রাখিয়া দুই ভাঁজ করিয়া চাপিলে উল্ পাতলা হইবে। তখন ছিদ্রে প্রবেশ করান সহজ হইবে। সূতা দুই ভাঁজ করিলে গোড়াতে যে ছিদ্র বা ফাঁসের মত হয়, তাহাকে লুপ কহে। রিপু করিবার উল্‌কে মেণ্ডিং কহে। অন্যান্য সূতা প্রচলিত প্রণালী অনুসারে সূচের ছিদ্রে দিবে।

কাজ করিবার প্রণালী ;—তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির উপরে একটু ফাঁক করিয়া কাপড় ধরিতে হইবে। মধ্যমাঙ্গুলির পরের অঙ্গুলি (অনামিকা) এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কাপড় ঠিক করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। মুড়ি সেলাইএ কেবল তর্জ্জনীর উপর কাজ ধরিয়া রাখিতে হয় ; কিন্তু এই সেলাইএর বেশী স্থানের আবশ্যক হয় বলিয়া, দুই অঙ্গুলির উপর কাজ ধরিয়া

রাখিতে হয়; তাহা হইলে রিপুর স্থান ভাল করিয়া দেখা যায়। নিয়ম আছে যে, রিপু সূতা পংক্তি পংক্তি করিয়া বুনা হয়। একবার সূচ বিপরীতদিকে ধরিবে এবং আর একবার সম্মুখের দিকে ধরিবে, এই রকম পরস্পর বুনা হয়।

রিপু একরকম হাতের বুনট্। যে খানটার সূতা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, সেখানে নূতন সূতা দিয়া বুনিয়া দিবে।

মাতুর বুনটের কিণ্ডারগার্টেন্ প্রণালী রিপুকর্ম্মের সুন্দর পথ-প্রদর্শক বা আদর্শ। কারণ, ইহা রিপুর নমুনার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। সাধারণ বুনট্ দেখাইবার জন্য, শিক্ষকগণ ঐরূপ আদর্শ ব্যবহার করিতে পারেন। টানা সূতা পোড়েন সূতা বুনিয়া অর্থাৎ টানা সূতা একটী উঠাইয়া এবং আড়দিকে একটী ছাড়িয়া দিয়া বুনিয়া, নমুনা তৈয়ার করিতে পারেন। কিরূপে ছিদ্র পূর্ণ করিতে হয়, তাহার একটী দৃষ্টান্ত এখানে দেখান যাইতেছে। ছিদ্রের মধ্য দিয়া নিকটে নিকটে সূতা চালাইবে, তাহার পর চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে, সেইরূপ বিপরীত দিক হইতে পর্য্যায়ক্রমে সূচের উপর উঠাইয়া কাজ করিবে।

সকল প্রকারের রিপুকর্ম্মের প্রধান নিয়মসমূহ :—

(১) ক্রমাগত ব্যবহারে কাপড়ের যে অংশ ক্ষয় হইয়া যায়, সেখানে ছিদ্র হইবার পূর্ব্বেই রিপু দ্বারা মজবুত করিবে।

(২) যে অংশ রিপু করিতে হইবে, সাধারণতঃ তাহার বামদিকের নিম্ন হইতে রিপু করিতে আরম্ভ করিয়া, উপরদিকে

যাইবে। কাপড়ের উল্টাপিঠে তাহা করিলে, রিপুর স্থান স্পষ্ট দেখিবার সুবিধা হইবে এবং কাপড় হাতে ঢাকিয়া যাইবে না।

(৩) সমচতুষ্কোণ কিম্বা আয়ত ক্ষেত্রের (Oblong) ন্যায় কিনারা সোজা করিবে না ; কারণ, তাহাতে এক পংক্তির সূতাতেই সমুদয় টান পড়িবে এবং আর একটী স্থান কম-জোর হইবে। রিপুর গঠন ঠিক সমানভাবে হওয়া ভাল নহে।

তরঙ্গায়িত অর্থাৎ ঢেউখেলান, রমবয়ড্ (Rhomboid) অথবা অষ্টকোণবিশিষ্ট হইলে রিপুর গঠন ভাল হয়।

(৪) যে সকল কাপড় ধৌত করিতে হইবে, তাহাতে রিপুর সূতা সঙ্কুচিত হইতে পারে, এজন্য দুই পাশে অল্প লুপ রাখিবে। সূতা আট্‌কান এবং খুলিবার জন্য মনোনিবেশের আবশ্যক নাই। সূতার প্রান্তভাগ ঝুলাইয়া রাখিবে এবং লুপের সঙ্গে সমান কাটিয়া লইবে।

(৫) যে কাপড় রিপু করিতে হইবে, সেই কাপড়ের সমান বর্ণের সূতা ব্যবহার করিবে।

(৬) যে রকম রিপুই হউক না কেন, রিপুর সময় কাপড়ে যেন একটুও strain না পড়ে, (অর্থাৎ সরু কাপড়ে সরু সূতা ও মোটা কাপড়ে মোটা সূতা না দিলে যে অমিল হয়, তাহাকে ষ্ট্রেন (strain) বলে) এবং রিপু কুঁচ্‌কাইয়া না যায়, সে বিষয়েও সাবধান হইবে। রিপু করিতে করিতে সূতা টানিবার সময়, বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া সূতা চাপিয়া ধরিলে, রিপু কুঁচ্‌কাইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না।

(৭) ছেঁড়া স্থানের নিকটের সূতা আল্‌গা হইয়া যায়; এজন্য ঠিক সেইখান হইতে রিপু আরম্ভ না করিয়া একটু দূর হইতে রিপু আরম্ভ করিবে।
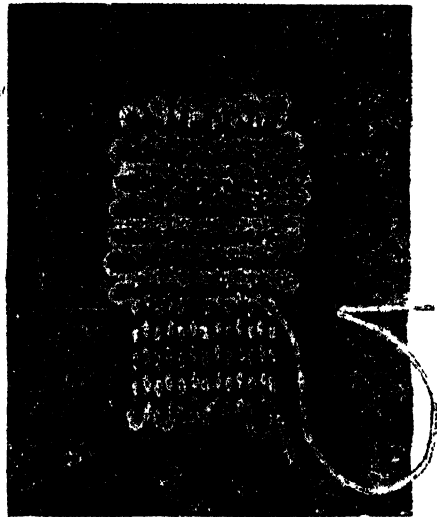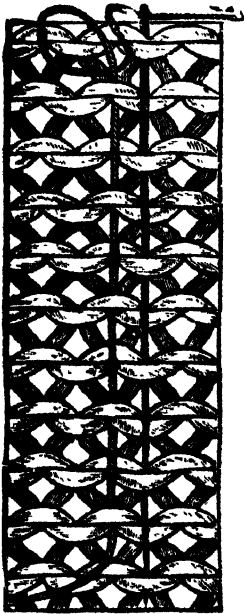
মোজা রিপু।

(Plain draning on stocking web, as for a thin place)

মোজা বুনট্‌কে অবিকল হাতের বুনট্‌ বলা যাইতে পারে। হাতের বুনট্‌ তাঁতের বুনটের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে প্রায় একরূপ দেখা যায়।

বুনটের সোজা দিককে সাদা বা প্লেন নিটিং এবং বিপরীত দিককে পরল্ (Purl) বলে।

সোজাদিকে লুপগুলি পংক্তি পংক্তি দেখা যায় এবং ডানদিক হইতে বামদিকে চলিয়াছে। সবগুলিই একত্র সংযুক্ত থাকে।

বিপরীত দিকে, লুপের লাইনগুলি পরস্পর দিকে গোল হয়, এবং অন্য লুপগুলি নীচের দিকে মুখ করিয়া থাকে। ডাইন বা বামদিকে পরের লাইন নীচের দিকে গোল থাকে এবং সম্মুখদিকে মুখ করিয়া থাকে। প্রত্যেক উপরের লুপে দুইটী নীচের লুপ আছে। উহা লুপ হইতে বাহির হইয়া উভয় দিকে গিয়াছে। প্রত্যেক নীচের লুপে দুইটি উপরের লুপ আছে, এবং ঐরূপে বাহির হইয়াছে। এই দুই রকম লুপের পার্থক্য ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। বুনট্ না বুঝিয়া রিপু করিতে অগ্রসর হওয়া নিষ্ফল।

প্রথম ;—লুপের উপরের স্তম্ভের পংক্তি পাতলা স্থানের বামদিকের কোণ হইতে আরম্ভ করিবে ; একটী ফোঁড় উঠাইবে এবং একটী ছাড়িয়া দিবে, এবং এইরূপে একদিকের রিপুর জন্য সমস্ত ফোঁড়গুলি সূচে উঠাইবে। সূতার একটী ছোট প্রান্তভাগ রাখিবে, তাহা আট্কাইবার আবশ্যক হইবে না, রিপু করিলেই মজ্বুত হইবে।

দ্বিতীয় ;—লুপের নিম্ন স্তম্ভের পংক্তি। প্রথম পংক্তির পরের বা দ্বিতীয় পংক্তিতে এইগুলি হইবে, এইরূপে ফোঁড় দিবে, যেন কোন পংক্তির ফোঁড় ছাড়িয়া যাওয়া না হয়। যেখানে

সূতা প্রথম পংক্তি ছাড়াইয়া বাহির হইবে, সেখানে দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম লুপ আরম্ভ করিতে হইবে। পৃষ্ঠের পংক্তিতে যতগুলি লুপ লওয়া হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা আর একটী অধিক লুপ সূচে না লওয়া পর্য্যন্ত একটী ফোঁড় তুলিবে, এবং একটী ছাড়িয়া দিবে, তাহাতে প্রথম পংক্তির এক লুপ নীচে সূতা উঠিয়া আসিবে; কিন্তু স্তম্ভে কেবল আর একটী বেশী লুপ থাকিবে। লুপগুলি ⅛ ইঞ্চি করিবে। (কাপড় ধুইলে সূতা সঙ্কুচিত হয় বলিয়া)।

তৃতীয় পংক্তি ;—প্রথমটীর ন্যায়; দ্বিতীয় পংক্তিতে যেখানে সূতা ছাড়িয়াছে, ঠিক তাহার নীচে লুপটী তুলিবে এবং একটী লুপ বেশী তুলিবে।

চতুর্থ পংক্তি ;—দ্বিতীয়টীর ন্যায়; আরও বাড়াইতে হইবে। পাতলা স্থানের মধ্য দিয়া এইরূপে বরাবর কাজ করিয়া যাইবে।

গোল শামুকের উপর মোজা মেরামত বা রিপু।

(Stocking Darning on a shell.)
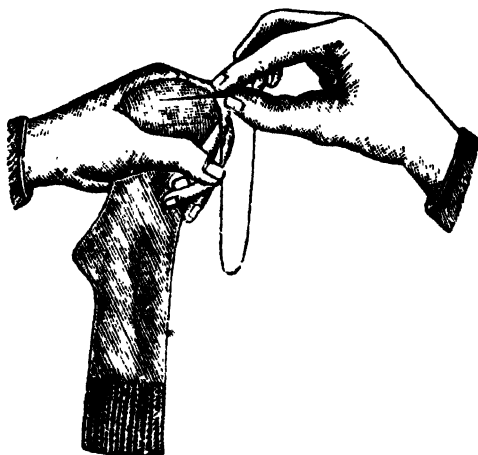
মোজা রিপু করিবার প্রণালী, কাপড় রিপু করিবার প্রণালী হইতে কতকটা পৃথক্। মোজার উল্টাদিকে দেখিতে পাইবে যে, ছোট ছোট ঢেউ তোলা আছে। সম্মুখের দিকে ও পিছনের দিকে রিপু করিবার সময় এই ঢেউগুলি সূচের উপর উঠাইতে হইবে। এই প্রণালীতে কাজ করিলে কাজ বেশ পরিষ্কার ও সমান হইবে। যদি পায়ের অগ্রভাগে ও গোড়ালির নিকট বড় গোল ছিদ্র থাকে, তবে গোল ও সমান একটী শামুকের উপর ঐ ছিদ্র রাখিয়া, চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে, সেইরূপ, সূতার কাপড়ের রিপুর প্রণালীতে রিপু করিবে। ছিদ্র খুব

বড় হইলে তালি দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু এরূপভাবে তালি দিতে হইবে,যেন পায় আঘাত না লাগে। কিনারাগুলি সেলাইএর লাইন ধরিয়া সুন্দর ও সোজা করিয়া কাটিবে, তাহার পর কাটা সূতাগুলি সরাইয়া দিয়া, যোড়ের লুপ বাহির করিয়া দিবে। যে টুক্‌রা দ্বারা তালি দিতে হইবে, উহাতেও ঐরূপ করিবে। দুই প্রান্তভাগ পরস্পর পাশাপাশি করিয়া, সমানভাবে বাম হাতের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর উপর ধরিবে। নীচে একটী ঘরে সূচ দিয়া ফোঁড় উঠাইয়া উপরের একটী ঘরে সূতা দিয়া, নীচের যে ঘরটী সেলাই হইয়াছে, ঐ ঘরের ভিতর সূচ দিয়া টান। পরে নীচের এক ঘর বুনিয়া, উপরের যে ঘরটী বুনা হইয়াছে, ঐ ঘরে আবার সূচ দিয়া টান। এইরূপে ছেঁড়া স্থানের শেষ পর্য্যন্ত সেলাই করিতে থাকিবে। তুমি লক্ষ্য করিবে যে, সূচ প্রত্যেক লুপের মধ্য দিয়া দুইবার চলিয়া যায়, তাহাতে একটী ফোঁড় হইয়া ঠিক মোজা বুনটের ন্যায় দেখা যায়। বিপরীত দিকের দুই প্রান্তভাগ কাটিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে, খুব ছোট মুড়ি করিবার জন্য দুই তিন সূতা চওড়া রাখিতে হইবে। এইগুলি টপ্‌সোইং করিতে হইবে, কারণ সেলাই করিবার আর কোন লুপ তখন থাকে না। এইরূপ ভাবে নিপুণতার সহিত যোড়া দিলে সহজে টের পাওয়া যায় না। এই কাজ খুব তাড়াতাড়িও করা যায়। লুপগুলি যাহাতে সঙ্কুচিত হইয়া না যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে এবং সূতা খুব ঢিলা অথবা খুব আঁটা করিবে না। দেখিতে হইবে যে, নীচের লুপগুলি উপরের

পংক্তির লুপগুলির বিপরীত দিকে না থাকে। নীচে যদি চারিটা পরিষ্কার লুপ থাকে, তবে উপরে তিনটী সম্পূর্ণ লুপ এবং দুইটী অর্দ্ধ লুপ থাকিবে। উহাদের কিনারাগুলি বুনটের কাপড়ের সঙ্গে যোগ করিতে হইবে। লুপগুলি যোড়া দিবার জন্য যে সেলাইএর সূতা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা কাটিবে এবং টানিয়া ফেলিয়া দিবে।
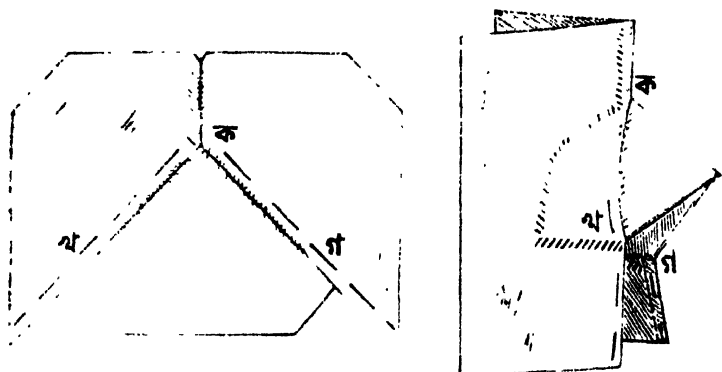
গসেট্ যুড়িবার সময়ের ছবি।

ভাঁজকরা সংযুক্ত গসেটের ছবি।

গসেট্।

(Gusset)

পিরাণ, কুর্ত্তা প্রভৃতির পাশে বা বগলে যে কলি যুড়া যায়, তাহা গসেট্ বা কলিযোড়া কহে। টান পড়িয়া যোড়ের নিম্নভাগে কাপড় ছিঁড়িয়া বা সেলাই খুলিয়া না যায়, এজন্য আবশ্যকমত এক বা দুই ইঞ্চ তিন-কোণা বা চারি-কোণা কাপড়ের টুক্‌রা বা কলি ঐ নিম্নভাগে যুড়িয়া দিতে হয়।

ক চিহ্নিত কোণা যোড়ের নীচে পিন্ দিয়া আট্কাইবে। পরে যোড়ের বাম দিকের সহিত খ চিহ্নিত পাশ সংযোগ করিবে, এবং ডাইন দিকের সহিত গ চিহ্নিত পাশ সেলাই করিয়া সংযুক্ত করিবে। পরে ক চিহ্নিত কোণ সেলাই করিবে। পোষাকের যোড়ের সেলাই গসেটের সেলাইএর সঙ্গে সমভাবে মিলিয়া যাইবে। গসেট্ যুড়িতে আলাদা সেলাই হইয়াছে বলিয়া বুঝা না যায়। গসেটের নিম্নভাগে অতি সরু মুড়ি-সেলাই করিতে হইবে। গসেটের কোণগুলি সমান ও পরিষ্কৃত ভাবে বসাইয়া সেলাই করিলে, সুন্দর দেখাইবে ও শক্ত হইবে।

কুইল্টিং বা লেপ প্রস্তুতকরণ।

(Quilting).

বালাপোষ ও রেজাই দেখিলেই কুইল্ট্ কাহাকে বলে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

প্রস্তুতপ্রণালী ;—কাপড়ের দুই বিপরীত কোণ ধরিয়া ভাঁজ করিয়া ইস্ত্রী করিবে, অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ দিয়া ঘষিয়া সুন্দররূপে ভাঁজের চিহ্ন দিবে। তাহা হইলে মধ্যস্থলে কোণা-কোণিভাবে একটী লম্বা লাইন হইবে। ঐ লাইনের পাশে একটী সরু সরল বাখারি রুলারের মত রাখিয়া, বাখারির সোজা পেন্‌সিল দ্বারা লাইনের চিহ্ন টানিবে। এক লাইনের টানা হইলে, দুই লাইনের মধ্যে প্রয়োজনমত ফাঁক মাপিয়া ঐরূপে পর পর লাইন টানিবে। কাপড় রঙ্গিন হইলে, একগাছা সূতায় খড়ি ঘষিয়া কাপড়ের উপর ফেলিয়া ও দুইপ্রান্ত আট্‌কাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা ঝাড়িয়া দিলে, কাপড়ে সাদা লাইন উঠিবে। সাদা কাপড়ে এ প্রণালী চলিবে না। এইরূপ প্রণালীতে এক দিকের লাইন প্রস্তুত হইলে, ঐ লাইনের উপরে আড়াআড়ি বা তেরচা-ভাবে আর এক লাইন টানিয়া, ক্রস্ লাইন প্রস্তুত করিবে। তাহা হইলে একটী হীরক নমুনা বা ডায়ামণ্ড পেটারন্ হইল।

ফোঁড়—লাইনের চিহ্ন দেওয়া হইলে, উহার উপয় দিয়া পরিষ্কাররূপে সূচ দ্বারা কাপড়ের এপার ওপার দিয়া ফোঁড় দিয়া সাদা সেলাই করিয়া যাইবে।

প্রণালী—দুইটী প্রণালী আছে। প্রথম প্রণালী ;—লেপের আবশ্যকমত দুইখণ্ড কাপড় লইবে। ইহা রেশমী বা দেশীছিটের কাপড়ে প্রস্তুত হইতে পারে। অল্পমূল্যের পাতলা, নরম কাপড়ের আস্তর দিয়া, এক খণ্ডের উপর তূলা বিছাইবে। তাহার পর, অপর খণ্ড ঐ তূলার উপর ঢাকা দিয়া উপরিলিখিত

প্রণালীতে বা ছবিতে যেমন দেখান হইয়াছে, সেইরূপে সোজা সেলাই করিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় প্রণালী ;—উপরিলিখিত প্রণালীতে কাপড় এক করিয়া তূলার পরিবর্ত্তে ভিতরে ফ্লানেল্‌ বা কম্বল দিয়া সাদা সেলাই করিয়া যাইবে ; এবং সোজাভাবে বারংবার টপ্‌সোইং করিয়া কিনারার খোলা-মুখ বন্ধ করিয়া দিবে।

সেলাইএর প্রত্যেক লাইন এক সমান না হইলে, কুইল্‌টিং ভাল দেখায় না। সেলাই শেষ হইলে ইস্ত্রী করিয়া প্রেস্ করিয়া দিলে, সুশ্রী দেখাইবে। সেলাইএর দ্রব্য রাখিবার চুব্‌ড়ির ঢাক্‌নির জন্য, ইংরেজ-শিশুদিগের বক্ষাবরণ বা বিব্‌, (একখণ্ড বস্ত্র ; জামাতে লালা, দুগ্ধ প্রভৃতি না পড়িতে পারে, এজন্য উহা বুকে ঝুলাইয়া দেয়) ও খোপওয়ালা থলি প্রভৃতির জন্য কুইল্ট করিতে হয়। সূচে সূতা পরাইয়া প্রান্তে গাঁইট না দিয়া ½ ইঞ্চ সূতা নীচে ঝুলাইয়া রাখিবে। দুই তিনটী বখেয়া সেলাই দিয়া, সূতা ঈষৎ টানিয়া সূতা ঠিক আট্‌কাইয়াছে বুঝিলে, নীচের আধ ইঞ্চ সূতা কাটিয়া দিবে। কুইল্‌টের সেলাই হইয়া গেলে, লাইনের প্রান্তে একটী কি দুইটী বখেয়া সেলাই দিয়া সূতা কাটিয়া দিবে। মোটা সূতা দ্বারা সেলাই করিবে এবং কুইল্‌টের রঙের সহিত মিল রাখিবার জন্য ঐ রঙেরই সূতা ব্যবহার করিতে হইবে। তদনুরূপ কাপড়ের গজ পরিমাণ স্থির করিবার জন্য একটী পরিমাপক দ্রব্য আবশ্যক। ঐ দ্রব্যকে গজ বলে, ইংরাজীতে ইয়ার্ড বলে। টুক্‌রা কাপড়

মাপিতে গজের ভগ্নাংশের আবশ্যক হয় ; তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

একটী পয়সা যত চৌড়া তাহাতে ১ ইঞ্চি হয়।

৩৬ ইঞ্চে	১ গজ বা ইয়ার্ড
১৮ ,,	½ আধগজ
৯ ,,	¼ সিকিগজ
৪॥০ ,,	⅛ একের আটভাগ

উপরিলিখিত পরিমাণ বুঝাইবার জন্য ৩ ইঞ্চ মাপের
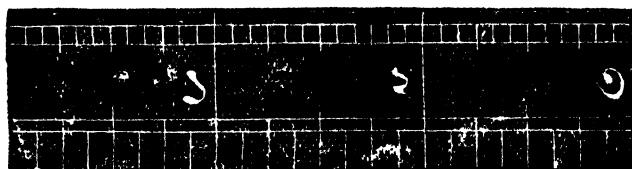
একটী ছবি দেওয়া হইল। একটী সরু সরল বাখারিতে এই ৩ ইঞ্চ ১২ বার মাপিলেই একটা গজ করিয়া লওয়া যায়।

ছাঁট,—কাগজ ভাঁজ করিবার সংক্ষিপ্ত নিয়ম।

কাগজ ভাঁজিয়া নমুনা কাটিয়া লওয়াই অতি সহজ নিয়ম। ছোট বড় সকল রকম পোষাকের জন্য কি পরিমাণ কাপড় আবশ্যক, এই উপায়ে তাহার ঠিক মাপ করা যায়। স্থূলকায় অথবা কৃশকায় ব্যক্তিদের পোষাকের নমুনা তৈয়ার করিতে হইলে, একটু বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক।

পাতলা কাগজে ঠিক করিয়া মাপিয়া নমুনা কাটিয়া উত্তমরূপে

ভাঁজ করিবে। যেন প্রত্যেক ভাগগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। ভাঁজ করা হইলে সমচতুষ্কোণ, প্রস্থে কম ও দীর্ঘে বেশী প্রভৃতি আকার দেখা যাইবে, তাহাদের উপর নমুনা আঁকিতে হইবে।

ভাঁজ করার নিয়ম ;—কাগজ পরিমাণমত কাটিয়া নমুনা তৈয়ার করার জন্য যত ভাগ আবশ্যক হইবে, ততবার লম্বাদিকে ভাঁজ করিবে।

দৃষ্টান্ত ;—কাপড় আটভাগে ভাগ করিতে হইলে,প্রথমতঃ দুই ভাঁজ করিবে, ইহাতে দুইভাগ হইবে। তাহার পর উহা আবার দুই ভাঁজ করিবে, তাহাতে চারিভাগ হইবে এবং শেষে ঐ কাগজ আবার দুই ভাঁজ করিবে, তাহাতে আটভাগ হইবে। কোণগুলি যত্নপূর্ব্বক সমান ও সরলভাবে ভাঁজ করিবে। একবার সম্মুখভাগ তাহার পর পশ্চাৎভাগ, এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ভাঁজ করাই সুবিধা, কারণ তাহাতে কাগজের ভাগগুলি সব এক আকারের হয়। সকল ভাঁজ একদিকে করিলে, বিশেষতঃ, কাগজ মোটা হইলে কতক ভাগ ছোট ও কতক বড় হইবে।

কাগজ তিন ভাগ করিতে হইলে তিন ভাঁজ করিতে হইবে।
,, চারি ,, ,, ,, দুইবার ,, ,, ,,
,, আট ,, ,, ,, তিনবার ,, ,, ,,
এবং ,, বার ,, ,, ,, দুইবার ভাঁজ করিয়া তাহার পর তিন ভাগ করিতে হইবে।

আঁকিবার প্রণালী।

(Method of drawing).

নমুনা তৈয়ার করিবার জন্য বর্ণমালার অক্ষর সকল ব্যবহৃত হয়। ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি অক্ষর চারি কোণে দিতে হয় এবং এই সব অক্ষর হইতে অন্যান্য ভাগ গণিয়া আর আর অক্ষর বসান হয়। ছবি এবং উপদেশ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। অক্ষরগুলি বসান হইলে, নমুনা প্রস্তুত করিবার জন্য, এই ছবির ন্যায় রেখা এবং গোল রেখা টানা হয়।

নমুনা ছাঁটিবার প্রণালী (Cutting out patterns):—যে সব নমুনার দুইদিক সমান, তাহা সমান অংশে কাটিবে। নমুনা খুলিয়া লইবে এবং যে গুলির দুইদিক এক রকম নয়, তাহা আলাদা কাটিয়া লইবে। সব পোষাকেই সূতার লম্বা দিকে কাটিবে। সকল প্রকার পটী, কফ্ এবং কাঁধের লম্বা পটীর জন্য কাপড়ের কিনারা বা লম্বাদিকে কাটিলে মজ্‌বুত হইবে। কাপড় কাটিবার সময় ভিতরের ভাঁজ আন্দাজ করিয়া বেশী রাখিয়া বরাবর ছাঁটিয়া যাইবে।

ভিতরের কাপড়ের ভাঁজের প্রণালী ;—

সেমিজ ইত্যাদিকে ভিতরের কাপড় বলা যায়; উহার ভিতরের ভাঁজের জন্য সকল স্থানেই ½ ইঞ্চি কাপড় রাখিবে, কেবল পোষাকের নীচের দিকে ১ বা ½ ইঞ্চি মুড়ির ভাঁজের জন্য রাখিবে।
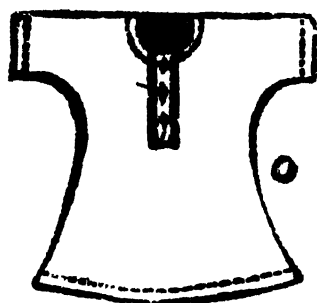
কলিহীন কুর্ত্তা।

(Koorta, without gusset or gore).

এদেশে উপরিলিখিত আঙ্গরাখার নানাবিধ নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে আমি দুই প্রকারের উদাহরণ দিতেছি। একটী সাদা কুর্ত্তার, অপরটী কলি যোড়া কুর্ত্তার।

শেমিজ প্রস্তুত করিবার পরিচ্ছেদ দেখ। মাপ লইয়া আবশ্যকমত কাগজ ভাঁজ করিয়া নক্‌সা প্রস্তুত কর। নক্‌সা ঠিক হইলে কাপড় টেবিলের উপর রাখিয়া, ঐ কাগজের নক্‌সা কাপড়ের উপর রাখ। পরে সাবধান হইয়া নক্‌সামত কাপড় কাট। কাঁধের উপর বা গ্রীবা হইতে ঝুলনের নিম্ন পর্য্যন্ত মাপিয়া, আবশ্যকমত কাপড় কাট। ঐ কাপড়কে দুই গুণ করিয়া দুই হাত দিয়া সমান করিয়া লইবে।

অতঃপর হাতা যত লম্বা করিবে, তাহার মাপ লইতে হইবে। কাপড়ের বহর মাপের চেয়ে যদি বেশী হয়, তবে ঐ কাপড় টুকু

ছিঁড়িয়া ফেল। পরে ঐ কাপড় দুই গুণ করিয়া, আস্তিনের মুখের মাপ লও; মাপ অপেক্ষা অন্ততঃ ২ ইঞ্চি বেশী রাখিবে।

নিম্নলিখিত উপদেশমত কাগজে নমুনা কাটিবে ;—

ঐ দুই গুণ করা কাপড়ে, হাতা যুড়িবার স্থানটায়, ঢালু করিয়া বাহুমূলের চারিদিকে পেন্‌সিলের দাগ দাও। দাগ দিয়া কাঁচি দিয়া কাটিবে; এইরূপে কুর্ত্তার দুই পাশের মাপ ও কাট্ শেষ হইল। অতঃপর গলার মাপ লইতে হইবে: কাঁধের এক দিক্ হইতে অপর দিকের মাপ লইয়া, ঐ মাপের মাঝখানে একটী চিহ্ন দাও। ঐ চিহ্নের উভয় পার্শ্বে গলার মাপটি গোলাকৃতি করিয়া কাপড়ে দাগ দিয়া কাঁচি দিয়া কাট। প্রথমে, সম্মুখের পরদাতেই কাটিতে হইবে, পরে নিম্নের পরদার কাপড়ও গোল করিয়া কাট। পাট খুলিয়া টেবিলে রাখিয়া দেখিবে, একটী সুন্দর কুর্ত্তা কাটা হইয়াছে।

প্রথমে দুই পাশের কাপড় কাঁচা সেলাই দিয়া আট্‌কাইয়া দাও। পরে সাদা সেলাই বা বখেয়া সেলাই করিয়া মগ্‌জি সেলাই করিয়া দাও।

গলার সাম্‌নের ঐ মাপকে দুই ভাঁজ করিয়া, ঐ দুই ভাঁজের মাঝখান হইতে বুকের উপরে তিন চারি ইঞ্চ বা আবশ্যকমত কাটিয়া, বোতামের ঘরের স্থান কর। বাঁ-দিকে পটী বসাইয়া বোতাম আঁটিতে হইবে, এবং ডাইনদিকে উপরের পটীতে বোতামের ঘর হইবে। নীচের পটী, অর্থাৎ যাহাতে বোতাম আঁটিবে, অপেক্ষাকৃত কম চৌড়া হইবে।

কাঁধের কাপড় কাটিতে হইবে না। তাহার পর ঝুলনের তলদিকের ও আস্তিনের মুড়ি সেলাই করিবে। গলার পটী করিতে ইচ্ছা হইলে, উঁচু গলাতে পটী, কাপড়ের লম্বাদিকে ও নীচু গলা হইলে, তেরচাভাবে পটীর কাপড় কাটিবে।
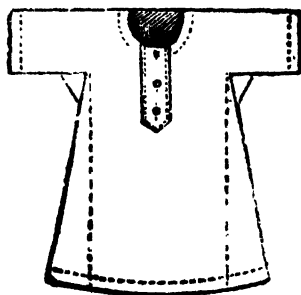
কলিদার কুর্ত্তা।

(**Koorta, with gusset & gore**).

কলিহীন কুর্ত্তায়, প্রথমে কাগজের নমুনা কাটিয়া, পরে ঐ নমুনা কাপড়ের উপর রাখিয়া, কাপড় কাটিতে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ঐ প্রণালীতে কলিদার কুর্ত্তারও কাপড় কাটিতে হইবে। কলিদার কুর্ত্তা প্রস্তুত করিবার প্রণালী অপেক্ষাকৃত কঠিন। ঐ কাগজের ছাঁটের অনুসারে, কাঁধের একদিক্ হইতে অন্যদিকের মাপ লইয়া ও পেন্সিলের দাগ দিয়া, কাপড় কাট। বেশী কাপড় ছিঁড়িয়া দাও। পরে কাঁধের উপর হইতে

নীচের ঝুলন পর্য্যন্ত মাপ লইয়া, কাপড় কাটিয়া ঐ কাপড় ডবল করিয়া ভাঁজিয়া সরল কর।

হাতার মাপ লইয়া কাপড় কাট। পরে বগলের কলির জন্য ৩ ইঞ্চ চৌকোণা টুক্‌রা কাট। সাইড্‌গোরের দুই পাশের কলির জন্য ৫ ইঞ্চ চৌড়া দুই টুক্‌রা কাপড় চাই। স্থূলকায় ব্যক্তির কুর্ত্তার জন্য ৫ ইঞ্চ, এবং কৃশকায় ব্যক্তির জন্য ৫ ইঞ্চের কম চৌড়া হইবে। ছবিতে যেমন আছে দেখিয়া, সাইড্‌গোরকে ঝুলনের দিকে পূরা ৫ ইঞ্চ রাখিয়া, উপরের দিকে ক্রমে সরু করিয়া ছাঁটিতে হইবে। ছবিতে স্পষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে। এইরূপ কলি বা সাইড্‌গোর ৪টী চাই।

যেখানে যেরূপ কাপড়ের আবশ্যক, তাহা দেখান হইল। এক্ষণে যে প্রণালীতে সেলাই করিতে হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে।

২। আস্তিনের বা হাতার যোড়ের নিম্ন হইতে সাইড্‌-গোর দুইটী কুর্ত্তার পাশের কাপড়ের সঙ্গে কাঁচা সেলাই দিয়া আট্‌কাইয়া, পরে সাদা বা বখেয়া সেলাই করিয়া মগ্‌জী সেলাই কর। উপর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া, মুড়ির দিকে মগ্‌জী শেষ হইবে। যদি কাপড় বেশী থাকে, তাহা কাটিয়া সমান করিতে হইবে। এইরূপে অপর কিনারাও সেলাই করিতে হইবে।

৩। দুই পাশের কলি দুইটীর এক এক ধার কুর্ত্তার কাপড়ে যোড়া হইয়াছে, কিন্তু অপর দুই কিনারা এখনও যোড়া হয় নাই।

কলির চৌকোণা একটী টুক্‌রা লইয়া, তাহার এক দিক্ বগলের কাপড়ের খোলা দিকে, প্রথমে উপরের পরদাতে সাদা বা মগ্‌জি সেলাই করিয়া যুড়িয়া দাও। পরে নীচের পরদাতেও ঐরূপ আর একধার সাদা সেলাই করিয়া যুড়িতে হইবে। কিন্তু এধার উপর ধারের মত এখন মগ্‌জি করিবে না। কলির নীচে যতটুকু খোলা কাপড় আছে, তাহা সাদা সেলাই কর। পরে নিম্ন হইতে মগ্‌জি সেলাই আরম্ভ করিয়া, কলির যোড়ের উপরে শেষ কর। তাহা হইলে একদিকের নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত এক লাইন মগ্‌জি সেলাই হইল।

৪। তাহার পর কলির তৃতীয় পাশে আস্তিনের সঙ্গে সাদা বা বখেয়া সেলাই দিয়া যুড়। পরে আস্তিনের মুড়ির দিক্ হইতে মগ্‌জি সেলাই আরম্ভ করিয়া, আস্তিনের যোড়ের নিকট পর্য্যন্ত লইয়া শেষ কর।

কলির শেষ বা চতুর্থ কিনারাটা আস্তিনের নীচে বা বাকী দিকে সাদা সেলাই দিয়া যুড়িয়া দাও। এবারে আস্তিনের যোড়ের নিকট হইতে মগ্‌জি সেলাই আরম্ভ করিয়া মুড়ির দিকে শেষ কর।

৫। আস্তিনের যোড়টী মগ্‌জি সেলাই কর। যোড়ের কাছে মগ্‌জি সেলাই করিবার সময় এরূপ সাবধান হইয়া সেলাই করিবে, যেন কুঁচ্‌কাইয়া বা গাঁইট্ পড়িয়া না যায়। মগ্‌জি মুড়িবার সময় সরল করিয়া মুড়িতে হইবে।

উপরিলিখিত উপদেশ অনুসারে কলি যুড়িতে চেষ্টা

করিলে, কিছুমাত্র কঠিন বোধ হইবে না। গসেটের পরিচ্ছেদও দেখ।

৬। অতঃপর বুকের সামনের দিক্ কাট। বোতাম আঁটিবার ও বোতামের ঘরের জন্য দুটা পটী করিতে হইবে। একটা পটী অপরটী হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক চৌড়া হইবে। সরুটী বাঁদিকে বোতাম আঁটিবার জন্য, আর চৌড়াটী বোতামের ঘরের জন্য। চৌড়া পটী উপরে থাকিবে। উপরের পটীকে ফেদার ষ্টিচ্ (পালক লাগান) বা দুই লাইন বখেয়া সেলাই দিয়া অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে।

৭। উচ্চ গলা বা হাই-কলার পছন্দ হইলে, সোজা করিয়া পটী কাটিতে হইবে, এবং নীচ গলা বা লো-কলার হইলে, তেরচাভাবে পটী কাটিবে। গলার কাপড়ের ভিতরদিকে মুড়ি সেলাই করিয়া, পরে উহাতে ফেদার ষ্টিচ্ করিলে সুন্দর দেখাইবে।
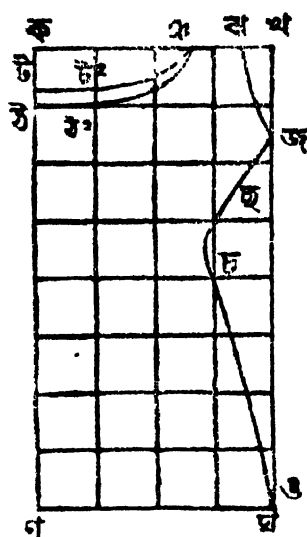
স্ত্রীলোকের সেমিজ।

(Woman's chemise).

উপযুক্ত কাপড় ;—লংক্লথ, কোরা লংক্লথ, নয়নসুক ইত্যাদি।

পরিমাণ ;—

কাপড়	বহর	পরিমাণ
ধোয়া লংক্লথ	৩৬ ইঞ্চ	২⅓ হইতে ২½ গজ
কোরা ,,	৩৬ ,,	,, ,,
নয়নসুক বা মলমল্	৪০ ,,	,, ,,

নীচের দিকে যদি ফ্রিল্ বা ঝালর্ দেওয়া দরকার হয়, তবে অতিরিক্ত একগজ কাপড় লাগিবে।

গলা, আস্তীন বা নীচের ফ্রিলের জন্য লেস্ ৭½ গজ। স্থূলকায় স্ত্রীলোকের জন্য আরও আবশ্যক।

মাপ ;—দৈর্ঘ্য, কাঁধ হইতে জানুপর্য্যন্ত অথবা আবশ্যক হইলে তাহার নীচে। বহর ;—দৈর্ঘ্যের ½, অথবা ৩৪ কি ৩৬ ইঞ্চ বহরের কাপড়ের। প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য এবং বহর অনুসারে নমুনার কাগজ কাট, এবং প্রস্থে ও লম্বাদিকে আট ভাঁজ কর। পরে ঐ ভাঁজ খুলিয়া কাগজ সাম্‌নে রাখিয়া, বামদিকে লম্বালম্বি এক ভাঁজ কর। চিত্র দেখ।
কোণে ক, খ, গ, ঘ চিহ্ন দাও।

ঙ,	ঘ হইতে	½	ভাগ উপরে (মুড়ির জন্য)	
চ,		৪	,, ,,	এবং একভাগ মধ্যে
ছ,		৩	,, নীচে ,,	একভাগ ,,
জ,		১¾	,,	
ঝ,		½	,, মধ্যে	
ঞ,	,,	১⅛	,, ,,	
ট,	ক	¾	,, নীচে	
ঠ,	,,	১	,, ,,	
ট২,	ট	১	,, মধ্যে	
ঠ২.	ঠ	১	..	

পাশের জন্য ;—জ হইতে ছ, চ দিয়া ঙ পর্য্যন্ত গোল কর।

বগলের জন্য ;—ঝ হইতে জ পর্য্যন্ত ভাঁজ কর।

কাঁধের জন্য ;—ঝ হইতে ঞ পর্য্যন্ত।

গলার সম্মুখের জন্য ;—ঞ হইতে ঠ২ দিয়া ঠ পর্য্যন্ত গোল কর।

গ্রীবা বা পশ্চাতের গলার জন্য ;—ঞ হইতে ট২ দিয়া ট পর্য্যন্ত গোল কর।

সেমিজ প্রস্তুত করিবার উপদেশ।

এই নমুনায় সমস্ত শরীর এবং আস্তীন একখণ্ড কাপড়ে হইবে।

পাশের যোড় ;—এইগুলি ১/৪ ইঞ্চি চওড়া পরিষ্কৃত মগ্‌জী সেলাই করিয়া মুড়ির দিকে ২ ইঞ্চি বাদ রাখিয়া কাজ শেষ করিবে। পাশের যোড় তেরচাভাবে কাটিতে হইবে। মুড়ির ঐ ২ ইঞ্চি সোজা থাকিবে। তাহা হইলে ঐ মুড়ি ভাঁজিলে সমান বসিবে।

নীচের মুড়ি ;—সেমিজের গঠন অনুসারে মুড়ির বহর ১/৮ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি পর্য্যন্ত কম বেশী হয়।

আস্তীনমুড়ি ;—আড়ের দিকে কাটিয়া ১/৮ ইঞ্চি বহরের কাপড়ের এক টুক্‌রা আস্তীনের প্রান্তে সঞ্জাব দিতে হইবে। ঐ টুক্‌রা প্রান্তের উল্টাদিকে কাঁচা সেলাই করিয়া যুড়িয়া, সোজাদিকে উল্টাইয়া বসাইয়া বখেয়া দিবে। পরে সঞ্জাবের উপরিভাগেও বখেয়া সেলাই করিয়া শেষ করিবে। ঐ সঞ্জাবের পটী ১/৮ ইঞ্চি চৌড়া করিয়া শেষে এক লাইন পালক সেলাই দিয়া সাজাইবে। যদি চিত্রবিচিত্র কার্য্য দ্বারা সুশোভিত করিতে ইচ্ছা হয়, তবে মুড়ির উল্টাদিকে কাঁচা দিয়া যুড়। চিত্রাংশ বাহিরে ঝুলিবে, সাদা অংশ মুড়ির ভিতরে পড়িবে। শেষে বখেয়া দাও। সেমিজের গলার সম্মুখভাগ খোলা

রাখিতে পার অথবা গোলাকার করিতেও পার। সম্মুখভাগ খোলা রাখিতে ইচ্ছা করিলে, সাম্‌নে ৫ ইঞ্চি চিরিবে। ডাইন-দিকের বা বোতামের ঘরের পটী দুই ইঞ্চি চওড়া হইবে। বাম-দিকের বা বোতাম আঁটিবার পটী ¾ ইঞ্চি চৌড়া হইবে। ডাইন-দিকের পটী বামদিকের পটীর উপরে ঢাকা পড়িবে। উপরের পটীর তলভাগে দুই লাইন বখেয়া সেলাই দিয়া সুশ্রী করিবে।

গলাপটী ;—সেমিজের গলার সাম্‌নে ১২ ইঞ্চি ও পশ্চাৎ-দিকেও ১২ ইঞ্চি চুনট্‌ করিবে। এক্ষণে, চুনট্‌কে ষ্ট্রোকিং করিয়া গলাপটীতে পরিষ্কৃতরূপে লাগাইয়া দাও। ইচ্ছা হইলে হাত দিয়া বা কল দিয়া টক্‌ প্রস্তুত করিয়া বুকের উপর লাগাইতে পার। গলাপটী ৩৬ হইতে ৩৯ ইঞ্চি লম্বা হইবে এবং ¾ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি পর্য্যন্ত চৌড়া হইবে। গলাপটী সাম্‌নে, পশ্চাৎ দিক্‌ অপেক্ষা এক ইঞ্চি বেশী থাকিবে। অর্থাৎ ৩৭ ইঞ্চি থাকিবে। তাহা হইলে ছাতির সম্মুখভাগ পরিপূর্ণ দেখাইবে। লম্বা পটীতে ১৯ ইঞ্চি সম্মুখদিকে, এবং ১৮ ইঞ্চি পিছনের দিকে।

গলাপটী সাজান ;—এম্‌ব্রয়্‌ডারি করিয়া সাজাইবার আবশ্যক হইলে, পটী দুই ভাগে চিরিয়া চিত্রকার্য্য ঐ দুই ভাগের ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া যুড়িবে। চিত্রকার্য্য পটীর ভিতরে দিতে যদি ইচ্ছা না কর, তবে কিনারায় চিত্রকার্য্য হুইপিং করিতেও পার। পটী উল্টাদিকে টপ্‌সোইং করিয়া যুড়িয়া দিবে। এইরূপে লেস্‌ও লাগাইয়া দেওয়া চলে। লেস্‌

এবং ফ্রিল্ পূর্ণমাত্রায় লাগাইবে। তবে বেশী ঘন না হয়। ইচ্ছা করিলে পটীর উপরিভাগে পালক সেলাই দ্বারা সজ্জিত করা যাইতে পারে।

সাদা। Plain. ফুল্দার। Ornamented.

প্লেন্ ও ফুল্দার সেমিজ্।

এই সেমিজের নমুনাটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। (১) সম্মুখ (২) পৃষ্ঠদেশ (৩) গলার সম্মুখের পটী (৪) পৃষ্ঠের পটী (৫) নীচের ফ্রিল্ (ঝালর)।

সেমিজের দুই প্রকার গঠন হইতে পারে। যে নমুনা দেওয়া হইল, তাহাতে চৌকোণা ও গোল গলা দেখান হইয়াছে।

সেমিজের পৃষ্ঠ ও সম্মুখের কাপড়, কাপড়ের লম্বা দিকে কাটিবে। প্রথমে দুই পাশের কাপড় কাঁচা সেলাই দিয়া আট্কাইয়া দিবে। পরে সাদা সেলাই বা বখেয়া সেলাই করিয়া মগ্জী করিয়া দিবে। গলার সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে চুনট্ হইবে।

গলার পটীতে চুনট্ বসাইয়া দিবে। ফ্রিলের কাপড়ের এক দিক মুড়ি সেলাই কর। যে পরিমাণে ফ্রিল্ করিবে, তত লম্বা কাপড় কাটিতে হইবে। ফ্রিলের মুড়ির উপরে সমান অন্তরে চারিটা টক্ বসাও। ফ্রিলের যে দিক মুড়ি সেলাই হয় নাই, ঐ দিকে চুনট্ কর। সেমিজের মুড়ির উপরে যেখানে ফ্রিল্ যুড়িতে হইবে, ফ্রিলের চৌড়া দিক মাপিয়া, পেন্সিল্ দিয়া সেমিজের চারিদিকে দাগ দিতে হইবে। দেখিতে হইবে, ফ্রিল যেন সেমিজের কিনারার সমান থাকে। যদি ফ্রিলের নীচে লেস্ লাগাইয়া অলঙ্কৃত করিতে ইচ্ছা হয়, তবে এমন করিয়া লাগাইবে, যেন সেমিজের মুড়ি ছাড়াইয়া না যায়।

ফ্রিলের চুনট্গুলি চারিদিকে সমান করিয়া বসাইয়া, একটী সরু পটী দিয়া সেলাই করিয়া দিতে হইবে।

গলায় ও হাতার মুখে রিবন্ দিয়া সাজাইতে ইচ্ছা হইলে, ২ গজ ইন্সারসন্ (Insertion) লেসের আবশ্যক। ঐ লেসে ছিদ্র আছে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া রিবন্ গলাইয়া দিতে হইবে। এই লেস্ গলা ও হাতায় দিলে সুন্দর দেখায়। এজিং (Edging) লেস্ বসাইতে ইচ্ছা করিলে, গলায় ইন্সারসন্ লেসের উপরে, এবং হাতায়, লেসের নীচে বসাইবে।

সেমিজ পরিবার সময় তলদিক্ ধরিয়া মস্তকের উপর দিয়া গলাইয়া দিতে হইবে।
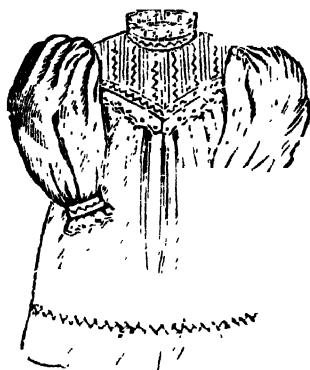
শিশুদের ঘাগ্‌রা।

(Child's frock).

ঘাগ্‌রা বা ফ্রকের নমুনা চারি অংশে বিভক্ত। যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে কাটিতে হইবে। (১) কাঁধের লম্বা পটী (Yoke), (২) আস্তীন, (৩) ঝুলন, (৪) গলাপটী।

৭ হইতে ৯ বৎসরের শিশুর প্রয়োজনীয় কাপড়ের বিবরণ।

কাপড়	বহর	পরিমাণ
নয়নসুক	৩৬ ইঞ্চি	৩ গজ
ছিট্	৩০ হইতে ৩৬ ইঞ্চি	৩ হইতে ৪ গজ
ফ্লানেল্	৩৬ ইঞ্চি	৩ গজ

কাপড় ভাঁজ করিবার এবং কাটিবার সহজ নিয়ম চিত্রে দেখান হইয়াছে। শিশুর মাপ লইয়া ফ্রকের গঠন আঁকিবে।

গলাপটী হইতে ২৯ ইঞ্চি লম্বা হইবে, কিন্তু সকল বালিকার উচ্চতা, একপ্রকার না হওয়াতে, লম্বাই মাপের কম বেশী হইবে। বাহুমূল হইতে, ফ্রকের নিম্নের যোড় পর্য্যন্ত সাদা ও মগ্‌জী সেলাই করিবে। মুড়ি, দুই কি আড়াই ইঞ্চি চওড়া হইতে পারে। ইহার উপরিভাগ সুশ্রী করিবার জন্য পালক সেলাই করিতে হয়। মুড়ির উপরে আধ ইঞ্চি চওড়া তিনটা টক্ বসাইয়া দেওয়াও যাইতে পারে।

পশ্চাৎদিকের খোলা অংশ বা প্লাকেট্ হোল্।

(Placket hole).

এই খোলা স্থান ৬ কি ৭ ইঞ্চি লম্বা হইবে। বামদিকে সরু মুড়ি এবং ডানদিকে চওড়া মুড়ি হইবে। চওড়া মুড়ি, সরু মুড়ির উপর চাপা দিয়া, নিম্নদিকে ½ ইঞ্চি অন্তর দুই লাইন ফোঁড় দিয়া শেষ কর।
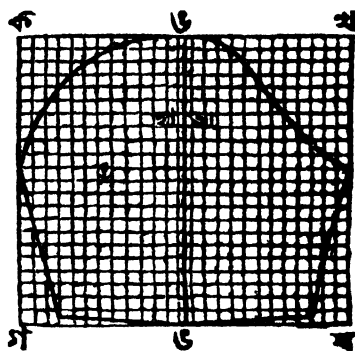
হাতা।

হাতা ;—উপরের ও নীচের যোড় একত্র সংযোগ কর। চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে, সেইরূপ মুড়ির চারি ইঞ্চি উপরে কব্জী চুনট্ করিয়া পটীর ন্যায় করিবে এবং নীচে ফ্রিল্ রাখিবে। ফ্রিলের আবশ্যক না হইলে, মুড়ির চারি ইঞ্চি উপরে কাটিবে এবং একটী সাদা পটী বসাইয়া দিবে। পটীতে এক লাইন পালক সেলাই দিবে।
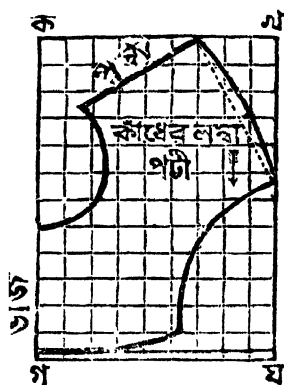
কাঁধের লম্বা

ইহা এক পুরু বা ডবল কাপড় দিয়া করা যাইতে পারে। মসলিন কাপড়ের হইলে টুক্‌রা দ্বারা ইন্‌সারসন্ (Insertion) এবং (Tuck) করা যাইতে পারে। ইন্‌সারসনের পরিবর্ত্তে পালক সেলাই দ্বারা অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে। প্রান্তভাগে ঐ কাপড়ের অথবা লেসের একটা ছোট ফ্রিল্ করা যাইতে পারে।

কাঁধের পটীর সহিত ঘাগ্‌রার ঝুলনের সংযোগ (Attachment of skirt);—ঝুলনকে চুনট্ অথবা প্লিট করিয়া পটীর কাপড় চিরিয়া, তাহার ভিতরে চুনট্ দিয়া সাদা বা বখেয়া সেলাই করিবে।

আস্তীন সংযোগ ;—এই প্রণালীতে আস্তীন যুড়িতে হইবে। অথবা যদি কাঁধের পটী এক পুরু কাপড়ের হয়, তবে আস্তীন এবং পটী এক সঙ্গে সেলাই করা যাইতে পারে।

অলঙ্কৃত করা ;—গলার চারিদিকে ঐ কাপড়ের চওড়া ফ্রিল্, অথবা চিত্রকার্য্য (Embroidery) বা লেস্ যুক্ত করিতে পার।

বন্ধন ;—গলার পটার ফাঁকের মধ্য দিয়া একটা ফিতা টানিয়া, অথবা ফ্রকের ডান দিকের পটীতে দুটা বোতামের ঘর প্রস্তুত করিয়া, এবং তাহার ঠিক বিপরীত বা বামদিকে দুইটা বোতাম আঁটিয়া দিবে।

শিশুদিগের রাত্রে পরিবার সেমিজ।

(Child's night-chemise)

শিশুদিগের ফ্রক্ প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী দর্শিত হইল, সেই প্রণালীতেই রাত্রি-সেমিজের নির্ম্মাণ হইবে; বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, এই সেমিজের সাম্নের দিকে খোলা হইবে, এবং ঐ দিকেই বোতাম আঁটিতে হইবে।

ব্লাউস্ বা ঢিলা জ্যাকেট্ ছাঁটিবার নমুনা
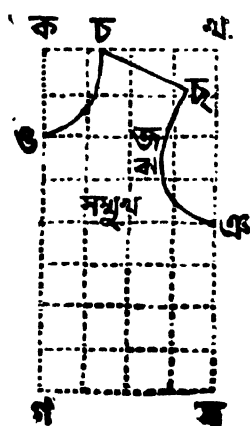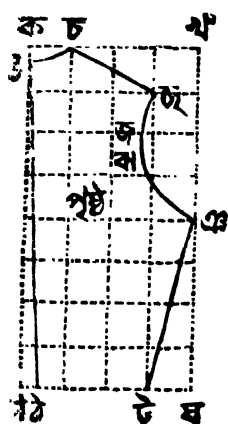
এই জ্যাকেটের নমুনার জন্য দুই খণ্ড কাগজের আবশ্যক। একখণ্ড সম্মুখের ও অপর খণ্ড পৃষ্ঠের জন্য। ঠিক করিয়া কাটিতে পারিলে, গলা, কাঁধ ও বাহুমূলের চারিদিকে রীতিমত ফিট্ হইবে। ব্লাউসের নিম্নভাগ ঢিলা রাখিবার জন্য, প্রচুর কাপড় রাখিয়া কাটিতে হইবে। কাপড় প্রথমতঃ কাঁচা সেলাই করিয়েব, পরে নমা দেখিয়া কাটিবে।

মাপ ;—দুইটী মাপের আবশ্যক। মাপ লইবার পূর্ব্বে কোমরের চারিদিকে, একটী গজ-ফিতাকে পিন্ দিয়া আঁটিয়া দিবে। গলা হইতে কোমরের ফিতার নিম্নপর্য্যন্ত ব্লাউসের লম্বাই মাপ লইতে হয়।

পিছনের দৈর্ঘ্য ;—গ্রীবা হইতে কোমরের ফিতার নিম্ন-পর্য্যন্ত।

ছাতির প্রস্থ ;—ছাতির সর্ব্বাপেক্ষা চৌড়া স্থানের মাপ।

প্রণালী ;—মাপ অনুসারে আবশ্যকমত দুই খণ্ড কাগজ কাট—এক খণ্ড সম্মুখের জন্য, অপর খণ্ড পৃষ্ঠের জন্য।

পিছনের কাগজের মাপ	দৈর্ঘ্য—পিছনের দৈর্ঘ্য ও আর আধ ইঞ্চি বেশী। প্রস্থ—ছাতির ১/৪ ইঞ্চি।
সম্মুখের দিকের কাগজের পরিমাণ	দৈর্ঘ্য—পশ্চাৎদিকের দৈর্ঘ্য আর ১/২ ইঞ্চি বেশী। চওড়া—ছাতির ১/৪ আর ১/২ ইঞ্চি।

দৃষ্টান্ত ;—

পশ্চাৎদিকের দৈর্ঘ্য ১৫১/২ ইঞ্চি	কাগজের	পশ্চাতের অংশ ১৬ × ৯ ইঞ্চি
ছাতির প্রস্থ ৩৬ ইঞ্চি	মাপ হইবে	সম্মুখের অংশ ১৬ × ৯১/২ ইঞ্চি

কাগজ ভাঁজ ;—লম্বাভাবে আট ভাগ

চওড়াভাবে ;—চারিভাগ।

উপদেশ ;—

পৃষ্ঠ,	সম্মুখ,
কোণে ক, খ, গ, ঘ চিহ্ন দিবে।	কোণে ক, খ, গ, ঘ চিহ্ন দিবে।
ঙ, ক হইতে নীচে ১/৪ ভাগ	ঙ, ক হইতে ১৩/৪ ভাগ নীচে
চ, ,, ,, ১ ভাগ মধ্যে	চ, ,, ,, ১১/২ ভাগ মধ্যে
ছ, খ ,, একভাগ নীচে এবং একভাগ মধ্যে	ছ, খ ,, ১/৪ ,, ,, এবং ১১/২ ভাগ নীচে
জ, খ হইতে ২ ভাগ নীচে এবং ১১/৪ ভাগ মধ্যে	জ, ,, ,, ২ ,, ,, এবং ১১/২ ভাগ মধ্যে
ঝ, খ হইতে ৩ ভাগ নীচে এবং ১১/৪ ভাগ মধ্যে	ঝ, ,, ,, ৩ ভাগ নীচে এবং ১১/২ ভাগ মধ্যে
ঞ, খ হইতে ৪ ভাগ নীচে	ঞ, ,, ,, ৪ ভাগ নীচে।
ট, ঘ ,, ১ ,, মধ্যে	
ঠ, গ, ,, ১/২ ,, মধ্যে।	

সকল অক্ষরগুলি সরল রেখা ও বক্র রেখার সহিত চিত্রের নমুনামত যোগ করিবে, এবং উহা হইতে নমুনা কাটিয়া বাহির করিবে।
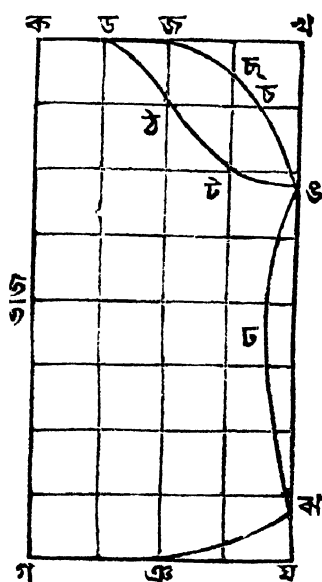
ব্লাউসের হাতা।
(Blouse Sleeve).

মাপ ;—বাহুমূলের উপর হইতে কব্জি পর্য্যন্ত—হাত সোজা করিয়া রাখিয়া, বাহুমূলের উপর হইতে কব্জি পর্য্যন্ত মাপ লইবে।

কাগজের মাপ { দৈর্ঘ্য—বাহুমূলের উপর হইতে কব্জি পর্য্যন্ত।
চওড়া—দৈর্ঘ্যের ন্যায়।

কাগজ লম্বাদিকে আট ভাঁজ ও চৌড়াদিকে আট ভাঁজ করিবে ; এবং খুলিয়া সাম্‌নে রাখিয়া, ডাইন দিক হইতে বাম দিকে লম্বাভাবে ভাঁজ কর।

কোণের দিকে ক, খ, গ, ঘ চিহ্ন দিবে।

ঙ, খ হইতে ২¼ ভাগ নীচে

চ, ,, ,, ১ ,, ,, এবং ½ ভাগ মধ্যে

ছ, ,, ,, ½ ,, ,, ,, ১ ভাগ ,,

জ, ,, ,, ২ ,, মধ্যে

ঝ, গ ,, ¾ ,, উপরে

ঞ, ,, ,, ২ ,, মধ্যে

ট, খ ,, ২ ,, নীচে এবং ১ ,, মধ্যে

ঠ, ,, ,, ১ ,, ,, ,, ২ ,, ,,

ড, ক ,, ১ ,, মধ্যে

ঢ, খ ,, ৪½ ,, নীচে ,, ½ ,, মধ্যে।

অক্ষরগুলি বক্র রেখার সহিত, চিত্রের প্রণালীমত, যোগ করিবে। হাতার দুই ভাঁজ কাপড় একসঙ্গে রাখিয়া, উপর দিকের বক্র রেখার নিকট গোল করিয়া কাটিবে। খুলিয়া লইয়া ট এবং ঠএর মধ্য দিয়া ঙ হইতে ড পর্য্যন্ত, বাহুমূলের নিম্নের বক্ররেখায় ছাঁটিবে। হাতা একই নমুনা হইতে ভিন্ন ভিন্ন রকম হইতে পারে এবং ছোট বড় করিয়া অথবা কনুই পর্য্যন্ত, বা তিন কোয়াটার প্রভৃতি, নানা ফ্যাশন ও রুচি অনুসারে কাটা যাইতে পারে।

ব্লাউসের গলাবন্ধের পটী।

(Collar band.)

গলার পটী

মাপ ;—গলার চওড়া অগ্রভাগের চারিদিকে মাপ লইবে।

চওড়া ;—২½ ইঞ্চি।

কাগজের মাপ { চওড়া—গলার মাপ এবং আরও ২ইঞ্চি
গভীরতা—২½ ইঞ্চি

কাগজ দুই ভাঁজ কর, তাহার পর প্রত্যেক দিকে চারি ভাঁজ কর। একবার ভাঁজ করিয়া রাখ (বামদিকে ভাঁজ কর)

কোণে ক, খ, গ, ঘ চিহ্ন দাও।

ঙ, গ হইতে ৩ ভাগ উপরে

চ, ,, ,, ২ ,, মধ্যে

চ², ঙ ,, ২ ,, ,,

ছ, ঘ ,, ১½ ,, উপরে

জ, খ ,, ½ ,, মধ্যে

চ²এর মধ্য দিয়া জ হইতে ঙ পর্য্যন্ত গোল রেখা টান।

,, ,, ছ ,, গ ,, ,, ,, ,,

ছ হইতে জ পর্য্যন্ত লাইন টান।

নমুনার লাইন মত কাটিয়া লও।
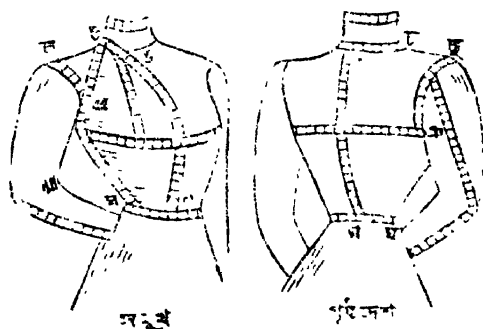
কসা জ্যাকেট।

(Tight fitting Jacket.)

মাপ ;—কসা জ্যাকেটে ছয় স্থানের মাপ আবশ্যক গায়ের মাপ ;

চওড়া
- ছাতি।
- কোমর।

দৈর্ঘ্য
- পৃষ্ঠদেশের দৈর্ঘ্য।
- গ্রীবা হইতে সম্মুখের কোমর পর্য্যন্ত
- গ্রীবা হইতে ডার্ট (dart) পর্য্যন্ত।
- গ্রীবা হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত।

হাতা
- বাহুমূলের বেড়ের মাপ।
- বাহুমূল হইতে কনুই পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য।
- ,, ,, কব্জি ,, ,,

গলাবন্ধ (Collar) ;—

দৈর্ঘ্য ,—গলার উপরিভাগের চারিদিকের মাপ লইবে।

চওড়া ;—২½ ইঞ্চি।

ঠিক কোমরের মাপ লইতে হইলে, কোমরের চারিদিকে পিন্ দিয়া ফিতা আঁটিয়া, ছবিতে যেমন দেখান হইয়াছে, সেইরূপে মাপ লইবে।

ছাতি ;—সর্ব্বাপেক্ষা চৌড়া অংশের চারিদিকের ছাতির পশ্চাদ্‌ভাগ মাপ লইবে।

কোমর ;—কোমরের চারিদিকে গজের ফিতা পিন্ দিয়া আট্‌কাইয়া মাপ লইবে, মাপ ঢিলা না হয় ; কিন্তু সেমিজ ইত্যাদি কাপড়ের উপরের মাপ লইতে গজফিতা হইতে ১ ইঞ্চি কম লইতে হইবে, নতুবা জ্যাকেট ঢিলা হইয়া যাইবে।

পিছনের দৈর্ঘ্য ;—পিছনের দিকে গ্রীবা হইতে কোমরের ফিতার নিম্ন পর্য্যন্ত মাপ লইবে।

গ্রীবা হইতে ;—গ্রীবার নিকটবর্ত্তী কাঁধের উপর দিয়া ও কলার আঁটিবার স্থান দিয়া সম্মুখের কোমরের নিম্ন পর্য্যন্ত মাপ লইবে।

গ্রীবা হইতে সম্মুখের ডার্ট (dart) পর্য্যন্ত মাপ ;—গ্রীবা হইতে কাঁধের উপর দিয়া সোজা নিম্নে এবং ছাতির গজ ফিতা পর্য্যন্তই ডার্টের দৈর্ঘ্য। ছবিতে যেমন আছে।

গ্রীবা হইতে নিতম্বের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত মাপ ;—

গ্রীবা হইতে কাঁধের উপর দিয়া, বাহুমূলের সম্মুখের নিকটবর্ত্তী এবং বাহুর ঠিক নিম্নে কোমরের ফিতার ঠিক নিম্ন পর্য্যন্ত মাপ লইবে।

ব্লাউসের নমুনার ভিতর হইতে বডিস্ বা কসা জ্যাকেটের নমুনা কাটিয়া লইতে হইবে। ব্লাউসের মাপ কাটা হইলে, তবে আর চারিটী অতিরিক্ত মাপ দরকার হইবে। অর্থাৎ কোমরের মাপ এবং গ্রীবা হইতে আর তিনটী মাপ।

পিছনদিক তিন অংশে বিভক্ত

১ পিছনের মধ্য অংশ।
২ পাশের গোল অংশ।
৩ বাহুর নীচের দিকের অংশ

সম্মুখ ;—সম্মুখে দুই ডার্ট ও বাস্‌ক্ বসাইবে, এবং যে সব স্থান ছাঁটিতে হইবে, তাহাতে চিহ্ন দিয়া যাইবে, অথবা নমুনা হইতে ভিন্ন রঙ্গের পেন্‌সিল দ্বারা দাগ দিয়া যাইবে ; যেন একটী হইতে আর একটী নমুনা ঠিক করা যায়।

উপদেশ ;—

প্রথমতঃ ;—কাগজের ভাঁজ দ্বারা কেবল ঞ পর্য্যন্ত পশ্চাৎ দিকে ট ও ঠ বাদ দাও। ব্লাউসের নমুনার চিত্র দেখ।
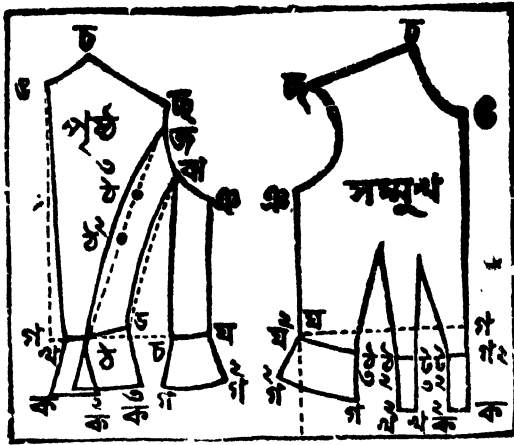
দ্বিতীয়তঃ;—জ্যাকেটের নমুনার সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ নমুনার কাগজ হইতে কিছু বড় একখণ্ড কাগজে স্থাপন করিবে, যেন নিতম্বের চারিদিকের নমুনা কাটিবার জন্য কাগজ কুলাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ ;—নমুনার চারিদিকে রেখা টানিবে এবং কোণের দিকে ঙ, চ, ছ, ঞ, গ, ঘ ইত্যাদি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিবে। (চিত্র দেখ)।

চতুর্থতঃ ;—গ ও ঘ এর নিকটবর্ত্তী কোমরের জায়গার কয়েক ইঞ্চি নিম্ন পর্য্যন্ত ও সম্মুখের এবং বাহুর নীচের লাইন, কোমর হইতে কয়েক ইঞ্চি লম্বা করিবে।

ব্যাখ্যা ;—কোমরের মাপ ২৫ ইঞ্চি অথবা বেশী হইলে, ঘ এর আধ ইঞ্চি অথবা এক ইঞ্চি বামদিকে কোমরের একটু উপরে

এবং নীচে একটী ছোট লাইন টানিবে। গ্রীবা হইতে নিতম্বের মাপ লইবার সময়, বাহুর নীচের লাইনের পরিবর্ত্তে এই টানা লাইনে ঘ^{২} চিহ্ন দিবে। ইহাতে ডার্টগুলি বড় হয় এবং ছাতি আরামে থাকে। (চিত্র দেখ)।

নমুনা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অন্যান্য অক্ষরগুলি নিম্নলিখিত-রূপ বাহির করিবে :—

পেছনের মধ্য অংশ ;—

জ, বাহুমূলের বক্র অংশ ছ হইতে ২½ ইঞ্চি নীচে

ঝ, ,, ,, ,, জ ও এ-র মধ্যে

ট, কোমরের লাইনে, গ হইতে ¾ ইঞ্চি মধ্যে

ঠ, টএর ডাইনের দিকের ১¼ ইঞ্চি (যদি কোমরের মাপ ২৪ ইঞ্চি হয়)।

ব্যাখ্যা ;—কোমর ২২ ইঞ্চি বা কম হইলে, পিছনের মধ্য অংশে কোমরে এক ইঞ্চি বেশী রাখিবে। কোমর ২৩ ইঞ্চি হইতে ২৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইলে, পিছনের মধ্য অংশে ১½ ইঞ্চি বেশী রাখিবে।

পিছনের মধ্য অংশের জন্য ও হইতে ট পর্য্যন্ত লাইন টান।

জ হইতে ঠ পর্য্যন্ত একটী লাইন অথবা আঁকিবার জন্য চিহ্ন দিয়া লাইন টান।

¾ ইঞ্চি বামে এবং জ ও ঠ এর মধ্যে ঠ^{২} দিবে।

,, ,, ,, ঠ^{২} ও জ এর মধ্যে ঠ^{৩} দিবে।

ঠ^{৩} এবং ঠ^{২} এর মধ্য দিয়া জ হইতে ঠ পর্য্যন্ত বক্র কর।

কোমরের লাইনের জন্য ট হইতে ঠ পর্য্যন্ত লাইন টান।

কোমরের ভাগ ;—

সমুদয় জ্যাকেটের $\frac{১}{৪}$ অংশ হইতে পিছনের তিন অংশ যোগ করিলে, কোমরের মাঝের $\frac{১}{৪}$ অংশ কোমরে থাকিবে। কোমরের $\frac{১}{৪}$ অংশের মাপ রাখ। পশ্চাতের মধ্য অংশে যে মাপ ধরা হইয়াছে, উহা হইতে ট হইতে ঠ পর্য্যন্ত বাদ দেও, এবং অবশিষ্ট অংশ বাহুর নীচের অংশ ও পাশের গোল অংশে তাহা হইলে কোমরের পাশের অংশ অপেক্ষা বাহুর নীচের অংশে $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি হইতে $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বেশী হইবে।

দৃষ্টান্ত ;—মনে কর,—কোমরের $\frac{১}{৪}$ অংশের মাপ ৬ ইঞ্চি এবং ১$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি কোমরের পিছনের মধ্যের অংশে সংযোগ কর। ৬ ইঞ্চি হইতে ১$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি বাদ দিলে ৪$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি থাকে।

৪$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চিকে দুই ভাগ করিলে { গোল অংশে ২$\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি হইবে। বাহুর নীচের অংশে ২$\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি হইবে।

ড হইতে ট এর ডান দিক মাপ কর এবং গোল জায়গার জন্য ২$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি রাখ এবং $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি উপরের দিকে রাখ।

ঋ হইতে জ পর্য্যন্ত একটী লাইন অথবা আঁকিবার জন্য চিহ্ন দিয়া একটু ভিতরের দিকে গোল করিয়া লাইন টান।

কোমরের লাইনের জন্য ঠ হইতে ড পর্য্যন্ত লাইন টান।

বাহুর নীচের অংশ ;—

ঢ হইতে ঘএর বামদিকের মাপ লও এবং বাহুর নীচে ২$\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি রাখ।

ঝ হইতে ঢ পর্য্যন্ত লাইন টান।

কোমরের জন্য ঢ হইতে ঘ পর্য্যন্ত লাইন টান।

বাস্‌ক্‌ ;—(কোমর হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত স্থানের কাপড়ের ছাঁটকে বাস্‌ক্‌ বলে)।

ক হইতে চ এবং ট এর মধ্য দিয়া এবং কোমরের লাইনের ৩ ইঞ্চি নীচে (একটি রুলার ধরিয়া) লাইন টান।

ক২ হইতে ঠএর ভিতর দিয়া এবং ঙ ও চএর মধ্য স্থানে এবং কোমরের লাইনের ৩ ইঞ্চি নীচে লাইন টান।

খ হইতে জ এবং কোমরের ভিতর দিয়া এবং কোমরের লাইনের ৩ ইঞ্চি নীচে লাইন টান।

খ২ হইতে ঠ২ এবং ডএর মধ্য দিয়া এবং কোমরের লাইনের ৩ ইঞ্চি নীচে লাইন টান।

গ হইতে ঞ এবং ঢএর মধ্য দিয়া এবং কোমরের লাইনের ৩ ইঞ্চি নীচে লাইন টান।

গ২ হইতে ঘএর ভিতর দিয়া ঝ এবং ঞর মধ্যস্থানে কোমরের লাইনের ৩ ইঞ্চি নীচে লাইন টান।

বাস্‌কের নিম্নদেশে ক হইতে ক২, খ হইতে খ২, এবং গ হইতে গ২ যোগ কর।

সম্মুখ ;—সম্মুখভাগের কিনারা দিয়া দাগ দেওয়া হইলে, কোণে ঙ, চ, ছ, ঞ, গ, ঘ চিহ্ন করিবে। সম্মুখ এবং বাহুর নীচের অংশের লাইন কিছু লম্বা করিবে। গলার পিছনের দিকে ঙ হইতে চ পর্য্যন্ত মাপ করিবে (সাধারণতঃ ২ বা ২½ ইঞ্চি)।

এইগুলি মাপ করিবার সময় গ্রীবা হইতে সম্মুখের কোমর পর্য্যন্ত পিছনের গলার মাপ বাদ দাও।

গ২, বাহুর সম্মুখ লাইন মিলাইবার জন্য চ হইতে মাপ, গ্রীবা হইতে সম্মুখের নিতম্ব পর্য্যন্ত পিছনের গলার মাপ বাদ দাও।

ঘ২, বাহুর নিম্ন লাইন মিলাইবার জন্য চ হইতে মাপ, গ্রীবা হইতে সম্মুখের নিতম্ব পর্য্যন্ত পিছনের গলার মাপ বাদ দাও।

ব্যাখ্যা ;—যদি নিতম্বের মাপ উপরে উঠে, অথবা কোমরে ঘএর নীচে থাকে, তবে ঘ২ দাগ দাও, যদি ঘএর নিকট হয়, তাহা হইলে ঘ২ দাগ দাও।

ট, চ হইতে সোজা নীচের দিকে মাপ, গ্রীবা হইতে ডার্ট পর্য্যন্ত পিছনে গলার মাপ বাদ দাও।

ব্যাখ্যা ;—সম্মুখের লাইন হইতে ট ২½ ইঞ্চি হইবে ; তাহা না হইলে ঐরূপ পরিবর্ত্তন কর।

ডার্টস ;

গ২ হইতে ঘ২ মাপ লও, ইহা হইতে ¼ কোমর বাদ দাও, অবশিষ্ট দুই ডার্টে ভাগ করিয়া, প্রথম ডার্ট অপেক্ষা পশ্চাতের ডার্টে ½ বা ১ ইঞ্চি বেশী রাখ।

দৃষ্টান্ত ;—গ২ হইতে ঘ২ পর্য্যন্ত ১০½ ইঞ্চি এবং ¼ কোমর ৬ ইঞ্চি। ১০½ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি বাদ।

৪½ ইঞ্চি দুই ডার্টে বিভক্ত { ১ম ডার্ট ২ ইঞ্চি
২য় ডার্ট ২½ ইঞ্চি

ট^{২}, গ^{২}এর ১$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি বামে। ট^{২} হইতে গ^{২} পর্য্যন্ত কোমরের জন্য লাইন টান।

ট^{৩} হইতে ট^{২}এর বামে প্রথমে ডার্টের জন্য কত লাগিবে তাহার পরিমাণ কর। (এখানে ২ ইঞ্চি হইবে)

ট হইতে ট^{২} এবং ট^{৩} পর্য্যন্ত লাইন টান।

ব্যাখ্যা ;—প্রথম লাইন ট হইতে ট^{২}এর ন্যায় এক রকম লম্বভাবে ডার্ট লাইনগুলি আঁক।

ঠ, টএর বামদিকে যতখানি প্রথম ডার্টে স্থাপন করিতে হইবে, তাহা এবং $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি উপরে মাপ।

ঠ^{২}, ট^{৩} হইতে এক ইঞ্চি বামে।

ঠ^{৩}, ঠ^{৩} এর বামে ২য় ডার্টের উপযোগী (২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি) অংশ মাপ।

ঠ হইতে ঠ^{২} এবং ঠ^{৩} এর মধ্য দিয়া ডার্টের জন্য নক্সা টান।

ট হইতে ট^{১} পর্য্যন্ত প্রথম ডার্টের ন্যায় একই মাপের ডার্ট লাইন টান।

কোমরে ট^{৩} হইতে ঠ^{২} পর্য্যন্ত লাইন টান।

ঠ^{৩} হইতে ঘ পর্য্যন্ত কোমরের লাইন টান।

বাস্‌ক্ ;

ক, গ^{২} হইতে ঠিক সোজা তিন ইঞ্চি নীচে লাইন টান।

ক^{২}, ট^{২} ” ” ” ” ” ” ” ”

খ, ট^{৩} ” ” ” ” ” ” ” ”

খ^{২} ঠ^{২} ” ” ” ” ” ” ” ”

গ, ঠ৩ এর ৩$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি ডাইন দিকে লাইন টান।

গ২, ঙ এবং ঘএর মধ্য দিয়া কোমরের লাইন ৩ ইঞ্চি নীচে লাইন টান।

ক হইতে ক২, খ হইতে খ২ এবং গ হইতে গ২ যোগ কর।

নমুনা ছাঁটা ;—

পিছনের মধ্য অংশ এবং বাহুর নীচের অংশ, গোল অংশ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য, নীচে এক খণ্ড কাগজ রাখিবে ; এবং কাঁচির আগা দিয়া গোল দিকের অংশের চারিদিকে দাগ বসাও, এবং ঐ দাগের উপর দিয়া দাগ দাও। নীচের কাগজের অংশ হইতে চারিদিকে $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি প্রথম ভাঁজ রাখিয়া কাটিয়া লও। পেন্‌সিল্ দিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া দাগ দিবে, তাহাতে লাইনগুলি পরিষ্কাররূপে যেন দেখা যায়।

ভাঁজ ;—

কাগজের নমুনা কাটিবার সময় নিম্নলিখিতরূপে ভাঁজ লইতে পার।

সম্মুখের যোড়ে ২ ইঞ্চি
কাঁধের " ১ ইঞ্চি
বাহুর নীচের যোড়ে ১ ইঞ্চি
গলা এবং আরম্ হোল $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি
অন্যান্য যোড়ে $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি কাপড় রাখ।

কসা জ্যাকেটের জন্য কোমরের ভাগে এবং যে কোন

জ্যাকেট্ তৈয়ার করার জন্য, নিম্নলিখিত ধারা অনুসারে মাপ লইবে ;—

অৰ্দ্ধেক কোমর	পিছনের মধ্য অংশ	গোল অংশ	পাশের অংশ	সম্মুখ
১০ ইঞ্চি	১ ইঞ্চি	১ ৭/৮ ইঞ্চি	২ ১/৮ ইঞ্চি	৫ ইঞ্চি
১১ ,,	১ ,,	২ ,,	২ ১/৪ ,,	৫ ১/২ ,,
১২ ,,	১ ১/৪ ,,	২ ১/৪ ,,	২ ১/৩ ,,	৬ ,,
১৩ ,,	১ ১/৪ ,,	২ ৩/৮ ,,	২ ৭/৮ ,,	৬ ১/২ ,,
১৪ ,,	১ ১/২ ,,	২ ১/২ ,,	৩ ,,	৭ ,,
১৫ ,,	১ ১/২ ,,	২ ৩/৪ ,,	৩ ১/৪ ,,	৭ ১/২ ,,
১৬ ,,	২ ,,	২ ৩/৪ ,,	৩ ১/৪ ,,	৮ ,,

কসা জ্যাকেটে, ডার্টে কত স্থান আবশ্যক, তাহা নিম্নলিখিত ধারাতে বুঝা যাইবে ;—

কত অংশ লইতে হইবে	প্রথম ডার্ট	দ্বিতীয় ডা
১ ১/২ ইঞ্চি	৩/৪ ইঞ্চি	৩/৪ ইঞ্চি
১ ৩/৪ ,,	৩/৪ ,,	১ ,,
২ ,,	৩/৪ ,,	১ ১/৪ ,,
২ ১/৪ ,,	১ ,,	১ ১/৪ ,,
২ ১/২ ,,	১ ,,	১ ১/২ ,,
২ ৩/৪ ,,	১ ১/৪ ,,	১ ১/২ ,,
৩ ,,	১ ১/৪ ,,	১ ৩/৪ ,,
৩ ১/৪ ,,	১ ১/২ ,,	১ ৩/৪ ,,
৩ ১/২ ,,	১ ১/২ ,,	২ ,,

কত অংশ লইতে হইবে	প্রথম ডার্ট	দ্বিতীয় ডার্ট
৩ ৩/৪ ,,	১ ১/২ ,,	২ ১/৪ ,,
৪ ,,	১ ৩/৪ ,,	২ ১/৪ ,,
৪ ১/৪ ,,	২ ,,	২ ১/৪ ,,
৪ ১/২ ,,	২ ,,	২ ১/২ ,,
৪ ৩/৪ ,,	২ ,,	২ ৩/৪ ,,
৫ ,,	২ ১/৪ ,,	২ ৩/৪ ,,
৫ ১/৪ ,,	২ ১/৪ ,,	৩ ;,
৫ ১/২ ,,	২ ১/২ ,,	৩ ;,
৫ ৩/৪ ,,	২ ১/২ ,,	৩ ১/৪ ,,
৬ ..	২ ১/২ ,,	৩ ১/২ ,,

কসা আস্তীন।

(Tight fitting sleeve.)

চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে তদনুসারে মাপ।

আরম্ হোল—বাহুমূলের চারিদিক হইতে স্কন্ধের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত।

আরম্ হোল হইতে কনুই পর্য্যন্ত ;—বাহুর পিছনের খুব চওড়া স্থান হইতে কনুইএর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত। সোজা করিয়া বাহু ধরিয়া রাখিবে।

আরম্ হোল হইতে কব্জি—বাহু সোজা করিয়া ধরিয়া রাখিয়া, তাহার পিছনের দিক হইতে কব্জীর হাড় পর্য্যন্ত।

কাগজের মাপ {
দৈর্ঘ্য—আরম্‌হোল হইতে কব্জীর মাপ এবং আরও ২ ইঞ্চি।
চওড়া—আরম্ হোলের অর্দ্ধেক এবং আরও ১ ইঞ্চি।

কাগজ ভাঁজ {
লম্বা দিকে আট ভাগ।
চওড়া দিকে চারি ভাগ।

কোণে ক, খ, গ ঘ চিহ্ন দাও।

ঙ, খ হইতে ২ ভাগ নীচে

চ, ক ,, ১ ,, ,,

ছ, চ ,, নীচের দিকে আরম্‌হোল হইতে কনুই পর্য্যন্ত মাপ।

জ, ঘ ,, ২ ভাগ মধ্যে

ঝ, ,, ,, ১/৮ ,, উপরে

ঞ এবং ঝএর মধ্যস্থানে এবং ঝ ভাগের মধ্যে

ট, খ হইতে ২ ভাগ নীচে

ট১, খ হইতে ১/২ ভাগ মধ্যে এবং ১/২ ভাগ নীচে

ট২, ক হইতে ১/২ ,, ,, ,, ,, ,, ,,

আস্তীনের উপরদিক।

ছ হইতে জ এবং জ হইতে ঝ পর্য্যন্ত লাইন টান।

ঝ হইতে ঞ এবং ঞ হইতে ঙ পর্য্যন্ত লাইন টান, অথবা আঁকিবার জন্য চিহ্ন দিয়া লাইন টান, এবং ভিতরের দিকে একটু গোল করিয়া দাও।

ট^{২} ট এবং ট^{৩} এর মধ্য দিয়া আস্তীনের অগ্রভাগ হইতে ঙ হইতে চ পর্য্যন্ত গোল কর।

আস্তীনের নীচদিক।

চ^{২}, চ হইতে ১১/৪ ভাগ মধ্যে

ছ^{২}, ছ „ ১ „ „

জ^{২}, কব্জীর সোজা জ হইতে ৩/৪ ভাগ মধ্যে

চ^{২} হইতে ঙ পর্য্যন্ত একটী লাইন টান, অথবা আঁকিবার জন্য চিহ্ন দিয়া লাইন টান।

ঠ, চ^{২} হইতে ঙ পর্য্যন্ত যে লাইন মধ্যস্থানে এবং ১/৪ ভাগ নীচে।

চ^{২} হইতে ছ^{২} হইতে জ^{২} পর্য্যন্ত লাইন টান।

ছাঁটা ;—উপরের অৰ্দ্ধেক হইতে নীচের অৰ্দ্ধেক পৃথক্ করিবার জন্য, একখণ্ড কাগজ নীচে রাখ, এবং আস্তীনের চারিদিকে কাঁচি দিয়া দাগ বসাও, এবং নীচের কাগজ হইতে ঐ দাগ দেখিয়া হাতের নিম্ন কাটিয়া লও।

ব্যাখ্যা :—কাপড় কাটিবার সময়, ভাঁজের জন্য ৩/৪ ইঞ্চি কাপড় রাখিয়া দিবে।
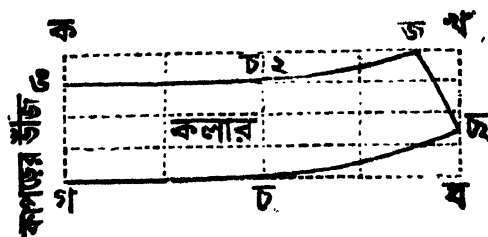
গলাবন্ধের পটী।

(Collar band.)

মাপ ;—গলার চওড়া অগ্রভাগের চারিদিকে মাপ লইবে।

চওড়া ;—২½ ইঞ্চি।

কাগজের মাপ { চওড়া—গলার মাপ এবং আরও ½ ইঞ্চি।
গভীরতা—২½ ইঞ্চি।

কাগজ দুই ভাঁজ কর, তাহার পর, প্রত্যেক দিকে চারি ভাঁজ কর। একবার ভাঁজ করিয়া রাখ (বামদিকে ভাঁজ কর)।

কোণে ক, খ, গ, ঘ চিহ্ন দাও।

ঙ, গ হইতে ৩ ভাগ উপরে

চ, " " ২ " মধ্যে।

চ২ ঙ " ২ " "।

ছ, ঘ " ১½ " উপরে।

জ, খ " ½ " মধ্যে।

চ২ এর মধ্য দিয়া জ হইতে ঙ পর্য্যন্ত গোল রেখা টান।

চ " " " ছ " গ " " " "

ছ হইতে জ পর্য্যন্ত লাইন টান।

নমুনার লাইন দিয়া কাটিয়া লও।
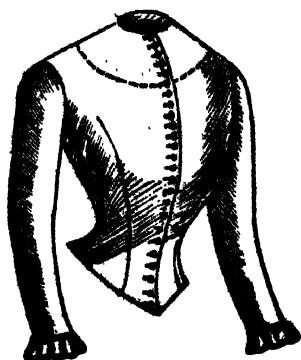
জ্যাকেট্।

(Jacket.)

ইদানীং এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা সাদা কুর্ত্তার পরিবর্ত্তে বিলাতী ধরণের জ্যাকেট্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এজন্য, জ্যাকেট্ প্রস্তুত করিবার নিয়ম সকল এই পরিচ্ছেদে লিখিত হইল।

জ্যাকেটে পাঁচ খণ্ড কাপড়ের প্রয়োজন। (১) সাম্নে, (২) পৃষ্ঠদেশ, (৩) পার্শ্বের কলি, (৪) পফ্ বা ছোট আস্তীন, (৫) লম্বা আস্তীন, (৬) আস্তীনের পটী।

৩৬ ইঞ্চি বহরের এক গজ কাপড়েই জ্যাকেট্ প্রস্তুত হইবে।
৪৫ ” ” ই ” ” ” ” ”

গলা অথবা আস্তীনের জন্য চিকন্ বা লেস্‌১ গজ লাগিবে। এই জ্যাকেট্ দুই প্রকার হইতে পারে। উচ্চ গলা ও নীচ গলা। নীচ গলা আবশ্যক হইলে, নমুনাতে যেমন দেখান হইয়াছে, সেইরূপ গলার পটী কাটিবে। কাপড়ের লম্বাদিকে সম্মুখভাগ,

পিছন, পাশ এবং আস্তীন কাটিবে। পাশের কলির (Side gore) ছোট প্রান্তভাগ, সম্মুখের কাপড়ের সহিত সংযুক্ত করিবে। পিছনের মধ্যস্থান সংযুক্ত করিবে এবং তাহার পর পাশের কলির অপর কিনারায় সেলাই করিবে। কাঁধের কাপড় একসঙ্গে সংযুক্ত কর। সম্মুখের দিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া মুড়ি সেলাই করিবে। বামদিকের মুড়ির উপরে বোতাম আঁটিতে হইবে; এবং ডাইনদিকের মুড়িতে বোতামের ঘর হইবে। হুক্‌স্ এবং আইস্ দিবার আবশ্যক হইলে, বামদিকের সম্মুখভাগে আইলেট্ দিবে এবং ডাইনদিকের সম্মুখে হুক্ দিবে। আস্তীনের অংশগুলি সংযুক্ত করিবে এবং জ্যাকেটের যথাস্থানে বসাইবে। যদি ছোট ফুলা আস্তীনের আবশ্যক হয়, তবে আবশ্যকমত লম্বা করিয়া কাটিবে, এবং নীচের কিনারায় একটী সরু পটী বসাইয়া দিবে। উপরের অংশ চুনট্ করিয়া আরম্ হোলের সঙ্গে সেলাই করিবে; এবং আস্তীনের সঙ্গে লেস্ বা চিকন্ লাগান যাইতে পারে বা এক লাইন পালক সেলাই করিয়াও (Feather stitch) সজ্জিত করা যাইতে পারে।
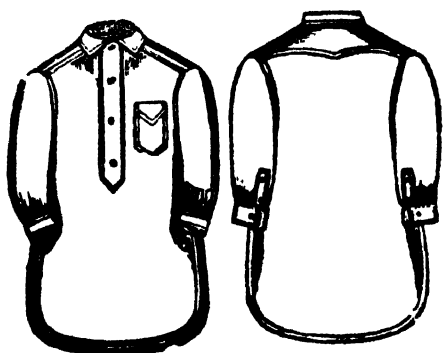
সম্মুখ। Front. পৃষ্ঠদেশ। Back.

পিরাণ।

(Shirt.)

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পিরাণের জন্য নিম্নলিখিত মাপের আবশ্যক।

কাপড়ের বহর ২০ ইঞ্চি হইলে ৫॥০ গজ।

" " ২৭ " " ৪৳ গজ।

৩৬ " ৩॥০ গজ।

উপযুক্ত কাপড় ;—লংক্লথ, সাদা বা রঙ্গিন ছিট্ ও ফ্লানেল্ ইত্যাদি। পশমী কাপড় হইলে প্রথমে, অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। পরে শুষ্ক করিয়া, ইস্ত্রি দ্বারা সরল করিতে হইবে। রঙ্গিন কাপড় হইলে, যদি সন্দেহ হয় যে রঙ্গ উঠিয়া যাইবে, তাহা হইলে জলের সঙ্গে একটু ফট্‌কিরিচূর্ণ মিশাইয়া দিতে হইবে। এক কলস জলে এক মুষ্টি চূর্ণ দিবে।

পিরাণে ১৩ টুক্‌রা কাপড়ের প্রয়োজন। (১) সাম্‌নের, (২) পিঠের, (৩) গলার, (৪) কাঁধের লম্বাপটী, (৫) হাতা, (৬) কফ্‌, (৭।৮) সাম্‌নের ২ পটী, (৯) পকেট, (১০) ল্যাপ্‌, (১১) কলার পটী, (১২।১৩) হাতার পটী।

কাগজ ৮ ভাগে ভাঁজ কর। একবার লম্বাদিকে এবং একবার চৌড়া দিকে। পরে, খুলিয়া সাম্‌নে রাখিয়া, ডাইন দিকে লম্বালম্বি এক ভাঁজ কর।

পিরান
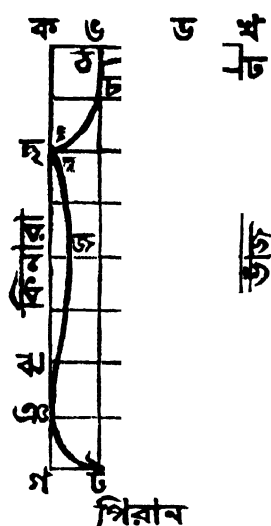
চারি কোণে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দিবে।

ঙ, ক হইতে ১ ভাগ মধ্যে।

চ, ঙ ,, ১ ভাগ নিম্নে।

ছ, ক ২ ভাগ

জ, ক হইতে ৪ ভাগ নিম্নে এবং ১/৪ ভাগ মধ্যে।
ঝ, গ ,, ২ ভাগ উপরে।
ঞ, ,, ,, ১ ভাগ ,, ।
ট, ,, ,, ১ ভাগ মধ্যে।
ঠ, ঙ ,, ১/৪ ভাগ নিম্নে।
ড, খ ,, ১ ৩/৪ ভাগ মধ্যে।
ঢ, ,, ,, ১/২ ভাগ নিম্নে।
ণ, ,, ,, ৪ ভাগ ,, ।
ত, ণ ,, ৩/৪ ,, মধ্যে।

ঙ হইতে চর মধ্য দিয়া ছ পর্য্যন্ত আরম্ হোলের জন্য বক্রাকারে চিহ্ন দাও।

ছ হইতে জর মধ্য দিয়া ঝ পর্য্যন্ত পাশের যোড় জন্য বক্রাকারে চিহ্ন দাও।

ঞ হইতে ট পর্য্যন্ত বক্রাকারে চিহ্ন দাও।

সাম্নের কাঁধের জন্য ঠ হইতে ড পর্য্যন্ত ভাঁজ।

,, গলার জন্য ড হইতে ঢ পর্য্যন্ত বক্রাকারে চিহ্ন দাও।

,, খোলা অংশের জন্য ঢ হইতে ণ পর্য্যন্ত কাগজ কাট।

,, পটীর জন্য ণ হইতে ত পর্য্যন্ত আড়ে কাট।

লম্বাদিকে ২ মাপ কাট, পশ্চাতের লম্বাই, সাম্নে অপেক্ষা ৩ ইঞ্চি বেশী থাকিবে।

কাপড় কাটা ;—কাপড়ের উপর কাগজের নমুনা রাখ। সকল ভাগেই ১/৪ ইঞ্চি বেশী মাপ রাখিবে। প্রথমে সাম্নের

কাপড় কাট। পিঠের উপরে ঢালু করিয়া না কাটিয়া, ঙ হইতে খ পর্য্যন্ত ঠিক সোজাভাবে কাটিবে। সাম্নের মত ঝ পর্য্যন্ত পিঠের কাপড় কাট। নিম্নের দিকে ৩ ইঞ্চি বেশী লম্বা থাকিবে; তবে, আকার সাম্নের মত গোল হইবে। ঝ চিহ্নে কলি বা গসেট বসাও।
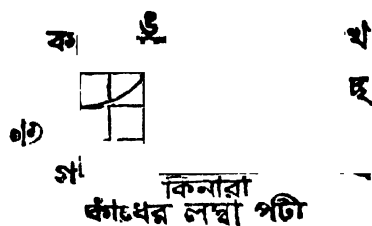
কাঁধের লম্বা পটী

কাঁধের লম্বা পটী;—বহর, কাঁধের এক দিক হইতে আর দিক পর্য্যন্ত ১৬ হইতে ১৮ ইঞ্চি লম্বা মাপ হইবে।

প্রস্থ বা বহর;—বহরের $\frac{1}{8}$ অংশ (গড়ে ৪ হইতে ৫ ইঞ্চি)

কাগজের ভাঁজ। { প্রস্থ—দুই ভাঁজ কর; ৮ ভাঁজ কর।
খাড়াই—চারি ভাগে ভাঁজ কর। }

চারি কোণে ক, খ, গ, ঘ চিহ্ন দাও।

ঙ, ক হইতে ২$\frac{1}{2}$ ভাগ মধ্যে।

চ, ,, ,, ২ ,, নিম্নে।

চ, খ ,, ১$\frac{1}{2}$,, ,, ।

ঙ হইতে চ পর্য্যন্ত গলার জন্য বক্রাকার কর।

ছ কাঁধের জন্য ভাঁজ কর।

হাতা
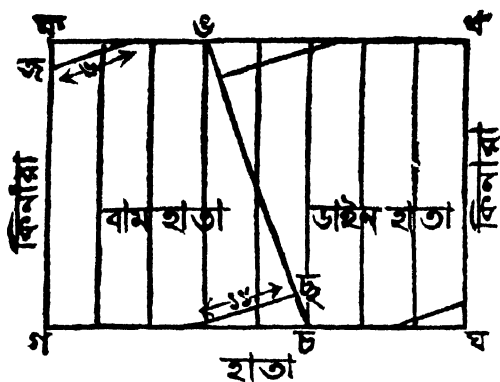
হাতা ;—

দৈর্ঘ্য ;—সোজা করিয়া হাত রাখিয়া, কাঁধ হইতে কব্জি পর্য্যন্ত।

প্রস্থ ;—কাপড়ের বহর যত হইবে, প্রস্থও তত হইবে। কাপড়ের গড়ে প্রায় বহর ৩৪ হইতে ৩৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত।

টীকা। এক বহরে আস্তীন কাটিবে। যদি কাপড় ৩৪ ইঞ্চি হইতে কম বহরের হয়, তবে প্রথমে কাগজে নমুনা আঁকিয়া তদনুসারে কাপড় কাটিয়া যোড় দিবে।

কাগজের ভাঁজ ;—আড়াআড়ি ৮ ভাগে ভাঁজ কর।

চারি কোণে ক, খ, গ, ঘ চিহ্ন দাও।

ঙ ক হইতে ৩ ভাগ মধ্যে।

চ ঘ

ঙ হইতে চ পর্য্যন্ত কোণাকোণি ভাঁজ করিয়া লাইন টান। ক এবং ছ কোণা দুটি ভাঁজ কর; যেন ঙ এবং চর তেরচা

লাইনে সমান পড়িতে পারে ; এবং ঙর ও ছর যে দুই প্রান্ত বাড়িয়া আছে, তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দাও। দ্বিতীয় হাতার জন্য খ ও ঘ চিহ্নে ঐরূপ করিয়া যাও। ঙ এবং চর তেরচা লাইনে সমান পড়িবার জন্য ভাঁজ কর, এবং প্রত্যেক প্রান্তের বেশী অংশ কাটিয়া ফেলিয়া দাও।
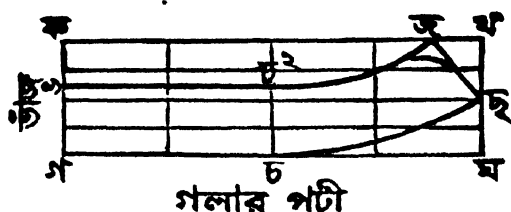
গলার পটী

গলার পটী।

(Collar band.)

দৈর্ঘ্য ;—গলার মাপ অপেক্ষা এক ইঞ্চি বেশী রাখিবে।

খাড়াই ;—২ ইঞ্চি।

কাপড় ভাঁজ। { দৈর্ঘ্য—কাগজ দুইভাঁজ কর,পরে ৪ ভাঁজ কর। খাড়াই—কাগজ ৪ ভাগে ভাঁজ কর।

চারি কোণে ক, খ, গ, ঘ চিহ্ন দাও।

ঙ, গ হইতে ২½ ভাগ উপরে।

চ, ,, ২ ভাগ মধ্যে।

চ২, ঙ ,, ,, ,, ,,।

ছ, ঘ হইতে ২ ভাগ উপরে।

জ, খ ,, ১/২ ,, মধ্যে।

চ[২] মধ্য দিয়া জ হইতে ঙ পর্য্যন্ত বক্রাকারে চিহ্ন দাও।

ছ হইতে গ পর্য্যন্ত উপরের কোণায় পরিষ্কৃতভাবে একটু গোল আকার কাট।

সেলাই করিবার উপদেশ।

যোড় ;—পাশের কাপড় সাদা ও মগ্‌জী সেলাই দ্বারা যোড়া দাও। কাপড় যদি মিহি হয়, তবে সেলাইএর ভাঁজ ১/৮ ইঞ্চি হইবে। যদি ফ্ল্যানেল্ হয়, সমান করিয়া বসাইয়া, বখেয়া দিয়া যুড়িয়া জিঞ্জিরে সেলাই কর। সেলাইএর ভাঁজ ১/৪ ইঞ্চির বেশী হইবে না।

নিম্নের মুড়ি ;—সামনের, পশ্চাতের ও পাশের খোলা দিকে ১/৬ ইঞ্চি পটী ভাঁজিয়া মুড়ি সেলাই কর।

কলি ;—যোড় ছেঁড়া বা খুলিয়া যাওয়া নিবারণ জন্য যোড়ের নিম্নে, ছোট ছোট কলি যুড়িয়া দাও। ২১/২ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত, চৌকোণা টুক্‌রা কোণাকোণি ভাঁজ করিলে, ২টা তিন কোণা গসেট্ বা কলি হইবে। পাশের যোড়ের নীচে কলির উপরের কোণা যোড়; পরে দুই পাশ সাদা মগ্‌জী সেলাই দ্বারা যোড়া দাও। কলির নিম্নে সরু করিয়া মুড়ি সেলাই করিবে।

কাঁধের পটী যোড়া ;—কাঁধের ঢালু কিনারা গলা হইতে

বাহুমূল পর্য্যন্ত যুড়িয়া দাও, যোড়গুলি চোস্ত করিয়া বসাইয়া দাও। সার্টের উল্টাদিকে পরিষ্কৃতভাবে কাঁচা সেলাই দিয়া আট্‌কাও, উল্টা পিঠে মুড়ি সেলাই কর বা সোজা দিকে বখেয়া সেলাই কর।

কাঁধের পটীর নিম্নভাগ ;—পৃষ্ঠদেশের কাপড়ের উপরিভাগ চুনট্ কর। মেরুদণ্ডের দুই পাশে ৬ ইঞ্চি করিয়া চুনটের ভাগ হইবে। পটীর মধ্যস্থলে চুনট্‌গুলি পরিষ্কৃতরূপে বসাও ; এবং সার্টের সাদা অংশের কিনারায় যেখানে চুনট্ হয় নাই, সেলাই করিয়া দাও। যদি ফ্ল্যানেল্ হয়, তবে চুনট্ না করিয়া প্লিট্ বা ভাঁজ করিয়া দিবে। কাঁধের পটীর উপরের ভাঁজে ভিতর দিকে ½ ইঞ্চি চওড়া মুড়ি বসাও।

হাতা ;—হাতার যোড়গুলি মগ্‌জী সেলাই কর। কেবল কব্‌জির নিকটে তিন ইঞ্চি খোলা থাকিবে। ঐ খোলা কিনারায় খুব সরু মুড়ি সেলাই করিবে। পরে হাতার যোড়ের নীচে একটি ক্ষুদ্র গসেট্ বা কলি যুড়িয়া দাও। হাতার শেষভাগে কফ্ যুড়িয়া দাও। (কাঁধের পটী যে প্রণালীতে যোড়া হইয়াছে) কফের খোলা দিকে ২ ইঞ্চি চুনট্ না করিয়া সাদা রাখিবে, বাকী হাতার নীচের কাপড়ে চুনট্ করিয়া কফে যুড়িয়া দিতে হইবে। কফের উপর দিকে ছিদ্র করিয়া বোতামের ঘর সেলাই কর। যদি ষ্টড্ ব্যবহার করা না হয়, তবে কফের বিপরীত দিকে ঝিনুকের বোতাম আঁটিয়া দাও। হাতার কাপড় কাঁধের কাপড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। পাশের

ও হাতার যোড় এক সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। বাহুমূলের নিকটের বেশী কাপড়টুকু চুনট্ করিয়া বাহুর উপরে বসাইয়া দিবে।

সম্মুখের খোলা অংশ;—সাম্‌নের ডাইনদিকে আধ ইঞ্চি চৌড়া পটী প্রস্তুত কর, উহার উপরে চারিটি বোতাম সেলাই কর। বামদিকের পটী ১¼ ইঞ্চি চৌড়া করিয়া বসাইয়া, বোতামের ঘর প্রস্তুত করিয়া দাও। কলারের বা উপরের বোতামের ঘরটি, পাশাপাশি (ডাইন ধারে) লম্বা হইবে; অপর কয়টি ঘর নীচের দিকে সোজা লাইনে লম্বা হইবে। নিম্নে ছবি দেখ।
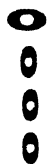
বোতামের পটীর নিম্নভাগ তিনকোণা বা পছন্দ অনুসারে সোজা হইতে পারে। উহা বখেয়া সেলাই দিয়া মজ্‌বুত করিয়া দিবে। বোতামের ঘরের ছিদ্রের দুই বিপরীত দিকে সেলাই করিয়া দিবে।

কলার;—সার্টের উপরিভাগের কিনারার ¼ ইঞ্চি নিম্নে, চারিদিকে কলার যুড়িতে হইবে।

পকেট্;—সার্টের বামদিকের বক্ষের উপর পকেটের কাপড় রাখিয়া, কাঁচা সেলাই দিয়া আট্‌কাও। তিন কিনারা সেলাই কর। মুখের দিকে মুড়ি সেলাই কর; যদি ল্যাপ বা পকেটের

মুখে ঢাকা দিতে ইচ্ছা হয়, তবে ঢাকার চারিদিকে মুড়ি সেলাই করিয়া, পকেটের মুখের কিঞ্চিৎ উপরে বখেয়া সেলাই দিয়া ঘুড়িয়া দিবে। ইহাকে বাঙ্গালায় তাস্ পকেট্ বলে।

সম্মুখ। Front.

পৃষ্ঠ। Back.

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ও বালকদিগের কোট্।

(Men's or boys' coat.)

সার্ট প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে, কাগজ ভাঁজ ও কোটের নক্‌সা তৈয়ার কর। যে ব্যক্তির কোট্ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার মাপ লও এবং তদনুসারে কাট।

ঢিলা কোটের জন্য ছয় খণ্ড কাপড়ের প্রয়োজন।

(১) সম্মুখ, (২) পশ্চাৎ, (৩) গলাপটী, (৪।৫) ২টা আস্তীন বা হাতা, (৬) পকেটের আবরণ বা ল্যাপ্।

কাটিবার উপদেশ ;—গলাপটীর জন্য কাপড়ের পোড়েন বা আড়ের দিকে কাটিবে। সম্মুখ, পশ্চাৎ, হাতা ও পকেট্ ল্যাপের জন্য, লম্বা বা টানার দিকে কাপড় কাটিতে হইবে।

সম্মুখের বামদিকে দুইটা পকেট ও ডাইনদিকে একটা পকেট হইবে।

গঠন-প্রণালী ;—ছবিতে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে সম্মুখদিকের নিম্নভাগে দুটি পকেট প্রস্তুত করিয়া, উহাদের উপর ল্যাপ্ বা আবরণ সংযুক্ত কর। বামদিকে বুকের পকেটের উপর ল্যাপ্ দিতে হয় না; কেবল পকেটের উপর-কিনারায় মুড়ি সেলাই করিয়া দিবে। কোটের পাশের যোড়-গুলি সাদা বা মগ্‌জী সেলাই করিতে হইবে। সম্মুখের যোড়ের মুখ পশ্চাৎদিকে চোস্তভাবে যুড়িবে। কাঁধের যোড়ের সেলাইও পশ্চাৎদিকে মুখ রাখিয়া বন্ধ করিবে।

বাহুমূলের যোড়ের সম্মুখভাগের কিনারা ১/৪ ইঞ্চি ঘাড়ের নিম্নভাগ হইতে চোস্ত করিয়া বিস্তৃত কর; এইরূপ করিলে উত্তম গঠন হইবে। মুড়ির জন্য হাতার নিম্নপ্রান্তের কিনারা ১/৪ ইঞ্চি ভাঁজ। আস্তিন বা হাতা সেলাই করিবার সময় হাতার উপরি অংশের মধ্যস্থল কাঁধের যোড়ের সহিত যোগ কর। গলার পটী ও কোটের সামনের কাপড় দুইপুরু হইবে। সম্মুখদিকের ডাইন কিনারার নিকটে বোতাম সেলাই কর; বোতামের ছিদ্র যেন সমান হয় এবং বামদিকের প্রস্তুত কিনারার ১/২ ইঞ্চি দূরে বোতামের ঘর প্রস্তুত করিবে।
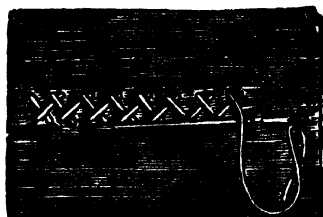
জিঞ্জিরে সেলাই।

(Herring Boning.)

ইউরোপে হেরিং নামে এক প্রকার মাছ আছে। তাহার মেরুদণ্ডের আকার অনুসারে এই সেলাইএর নাম হইয়াছে। সূতার কাপড় অলঙ্কৃত করিবার জন্য, এইরূপ সেলাইএর ব্যবহার হয়। ফ্ল্যানেলের কাপড়েই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। এই কাপড়ের মুড়ি সেলাই করিলে বড় মোটা হয়। জিঞ্জিরে সেলাই করিয়া দিলে ভাল দেখায়। যেখানে যোড় হইবে, সেখানে মগ্‌জী সেলাই না করিয়া জিঞ্জিরে সেলাই করিলেই চলে। ফ্ল্যানেলের তালি অধ্যায়ে ইহা ভাল করিয়া দেখান হইয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে হেরিং বোনিং করিতে হয়। সোজা লাইন ধরিয়া সেলাই চলিবে। বামদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ডাইনদিকে শেষ করিতে হইবে। সেলাই শেষ হইলে দেখা যাইবে, যেন এক লাইন ক্রস্ সাজান হইয়াছে। সুন্দর ও পরিষ্কৃতরূপে এক লাইনে না হইলে, হেরিং বোনিং ভাল দেখায় না।

দুটী লাইন টানিয়া, তাহার মাঝখানে জিঞ্জিরে সেলাইএর ষ্টিচ্ কর। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাই সহজ উপায়। ছবিটি মনোযোগ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে, আর লাইন টানিতে হইবে না।

সূচিতে সূত্র পরাইয়া উপরের লাইনে সূচ গলাও। নীচের লাইনে সোজাভাবে তিন সূতা আন্দাজ কাপড়ে গাঁথিয়া, সূচ টান। সেলাই করিবার সময় সূতা যেন সকল সময় সূচের ছিদ্রের দিকে থাকে। উপরের লাইনেও এইরূপে একটী ষ্টিচ্ তুল। আবার নীচের লাইনে একটী ষ্টিচ্ তুল; এইরূপ একবার নীচে ও একবার উপরে পর পর ষ্টিচ্ তুলিতে থাকিবে। প্রতিবারে সমান সূতা ধরিয়া ষ্টিচ্ তুলিতে হইবে। অর্থাৎ একবার কাপড়ের বেশী সূতা গাঁথিয়া, আর বার কম সূতা গাঁথিয়া ষ্টিচ্ তুলিলে ছোট বড় হইয়া, খারাপ দেখাইবে। ষ্টিচ্-গুলির মধ্যে সমান ফাঁক বা ব্যবধান রাখিতে হইবে।

ষ্টিচ্‌টী সুন্দররূপে উঠিবার জন্য যেরূপ কসিয়া সূতা টানা আবশ্যক, তাহাই করিবে; বেশী জোরে টানিলে কুঁচ্‌কাইয়া যাইবে।
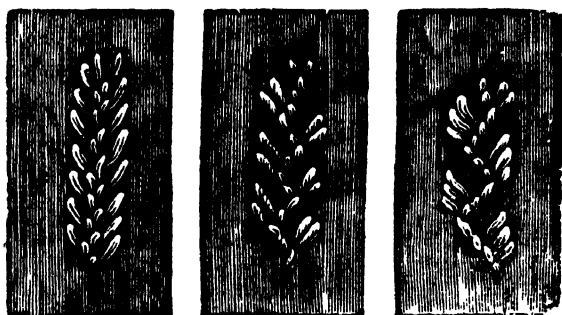
১নং ২নং ৩নং

ফেদার ষ্টিচ্ বা পালক-লাগান সেলাই।

(Feather Stitch.)

পরিধেয় বস্ত্রকে অনেক প্রকারে অলঙ্কৃত করা যায়। আকৃতি অনুসারে সেলাইএর অনেক নাম হইয়াছে। ফেদার্ বা পালক লাগাইয়া দিলে দেখিতে যেরূপ হয়, এই সেলাই সেইরূপ দেখায় বলিয়া, ইহার নাম পালক-লাগান সেলাই।

কুর্ত্তা, ছেলেদের গাউন্, পিনেফোর, জ্যাকেট্ প্রভৃতির আস্তীনে, গলায় ও অপরাপর স্থানে ফেদার ষ্টিচ্ করিলে দেখিতে সুন্দর হয়। অনেক সময় ব্যাক্ ষ্টিচের পরিবর্ত্তে ফেদার্ ষ্টিচ্ ব্যবহৃত হয়।

ফেদার্ ষ্টিচ্ করিবার সময় প্রচলিত সূচির পরিবর্ত্তে, ক্রুয়েল সূচি ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ, ফেদার্ ষ্টিচ্ করিতে অপেক্ষাকৃত মোটা সূত্রের প্রয়োজন। ক্রুয়েল সূচির ছিদ্র

(Eye) অন্য সূচের ছিদ্র অপেক্ষা বড়; সুতরাং ঐ ছিদ্রে অপেক্ষাকৃত মোটা সূতা সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

কাল রঙের কাপড়ে ফেদার ষ্টিচ্ করিতে হইলে, সাদা রঙের সূতার প্রয়োজন। তাহা হইলে কালর উপর সাদা সেলাই ভাল দেখা যাইবে। ষ্ট্রুট্‌স্ (StruttS) নির্ম্মিত এক প্রকার ক্রোসের সূতা আছে; উহাই সকল সময় ব্যবহার করিবে। রঙ্গিন সূতার প্রয়োজন হইলে, এভন্‌সের নির্ম্মিত মল্‌টীস্ (Maltese) সূত্র আনাইবে। ধৌত করিবার পরেও ঐ সূতার রঙ্ চটিয়া যায় না।

গরম (পশ্‌মী) কাপড়ে রেশম দিয়া ফেদার ষ্টিচ্ করা উচিত। ফ্ল্যানেলের উপর ফেদার ষ্টিচ্ করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রকার রেশম আছে।

ফেদার ষ্টিচের ফোঁড়গুলি সুন্দর ও সমভাবে হওয়া উচিত। কোন খানে সরু কোন খানে চোড়া না হয়। প্রথম শিক্ষার সময় ফোঁড় তুলিতে একটু কঠিন বোধ হইবে; কিন্তু একবার অভ্যাস হইয়া গেলে সহজে সেলাই করিতে পারিবে।

উপর দিকে, সেলাই আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে সেলাই (ষ্টিচ্) শেষ করিতে হইবে। পটীর (Band) উপরেই এই ষ্টিচ্ ভাল দেখায়। পটী সরু হইলে, এক লাইন ষ্টিচ্ এবং চোড়া হইলে, দুই কিনারায় দুই লাইন ষ্টিচ্ দিতে হইবে।

উপরে, ফেদার ষ্টিচের তিনটী উদাহরণ দেওয়া হইল।

মাছের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া দেখিলে ফেদার্ ষ্টিচের আকৃতি বুঝিতে পারিবে। মাঝে শিরদাঁড়া, উহার দুই পাশ দিয়া দুই লাইন কাঁটা চলিয়া গিয়াছে। সেইরূপ মাঝে একটী লাইন সেলাই; উহার দুই পাশ দিয়া তেরচাভাবে দুই লাইন ষ্টিচ্ চলিয়া গিয়াছে।

প্রথমে মাঝের লাইনটী শেষ কর। টেবিলের উপর বা সমতল স্থানে কাপড় রাখিয়া, যেখানে ষ্টিচ্ করিবে, সেখানে সোজা লাইনে পেন্সিল দিয়া দাগ দাও।

সূচে সূতা দিয়া, লাইনের উপর কাপড়ের উল্টা দিক্ হইতে প্রথম ফোঁড় তুলিয়া, সূতাটী বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়া চাপিয়া রাখ। যেখানে ফোঁড় উঠিয়াছে, তাহার একটু উপরে, ডাইন দিকে, সূচটা তেরচাভাবে নীচের দিকে চালাইয়া, প্রথম ফোঁড়ের একটু নীচে তুলিতে হইবে। বুড়ো আঙুলে চাপা সূতা খেয়াটী, সূচ তুলিবার সময়, সূচের নীচে থাকিবে। সূচটী টানিলেই ডাইন দিকের একটী ষ্টিচ্ হইল।

আবার বুড়ো আঙুল দিয়া সূত্র চাপিয়া রাখ। সূচটী ডাইন দিক হইতে ফিরাইয়া লইয়া, প্রথম ফোঁড়ের একটু নীচে তেরচাভাবে ফুঁড়িয়া টান। এবার বাঁ দিকের একটী ষ্টিচ্ হইল। পুনর্বার বুড়ো আঙুল দিয়া সূতা চাপিয়া, বাঁ দিক্ হইতে ডাইনে সূচ ফিরাইয়া বাঁ দিকে ষ্টিচ্ তুল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে, একবার ডাইনে ও একবার বাঁ দিকে ষ্টিচ্ তুলিয়া, প্রথম উদাহরণের ষ্টিচ্ শেষ কর।

ষ্টিচ্ তুলিবার সময় সূতা জোরে টানিও না। সাবধান, যেন কুঁচ্কাইয়া না যায়।

ডবল ষ্টিচ্। (২নং ছবি দেখ)।

(Double Stitch).

প্রথমকার ষ্টিচ্গুলি এক একটী (Single) দেওয়া হইয়াছে। এবার, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, একটীর পরিবর্ত্তে দুটী ষ্টিচ্ তুল। দুটী ষ্টিচ্ বলিয়া ডবল্ ষ্টিচ্ বলে।

ট্রেব্ল্ ষ্টিচ্। (৩নং ছবি দেখ)।

(Treble Stitch).

ইহাতে তিনটী ষ্টিচ্ হইবে। তিনটী বলিয়া ট্রেব্ল্ ষ্টিচ্ বলে। দুটী ষ্টিচ্ অপেক্ষা এটী দেখিতে সুন্দর। ইহারও ষ্টিচ্গুলি ডাইনে বাঁয়ে থোকে থোকে তেরচাভাবে চলিয়া গিয়াছে।

এম্‌ব্রয়ডারি বা চিত্রবিচিত্র সেলাই।

(Embroidery).

কাপড়ের উপরে ফুল, পাখী প্রভৃতি চিত্রবিচিত্র কারুকার্য্য করাকে এম্‌ব্রয়ডারি কাজ বলে। এম্‌ব্রয়ডারি কার্য্য, ফ্রান্সে যেরূপ হইয়া থাকে, আর কোথাও সেরূপ হয় না। রুমাল, ধুতি, সাড়ী, জামা প্রভৃতিতে মার্কা সেলাইএর পরিবর্ত্তে, এই প্রণালীতে নাম লিখিলে ও চিহ্ন দিলে, মার্কা সেলাই অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর হয়।

সেলাই (Stitch) অসংখ্য প্রকারের আছে। সাটিন ষ্টিচ্‌ (Satin stitch), ওভার্‌কাষ্ট্‌ (Overcast), ক্রুয়েল্‌ (Crewel), আইলেট্‌ হোল্‌স্‌ (Eyelet holes), কোরেল্‌ (Coral), ব্যাক্‌ ষ্টিচেস্‌ (Back stitches) ক্রস্‌ বা রসিয়ান

ষ্টিচ্ (Cross or Russian stitch), চেন্ ষ্টিচ্ (Chain stitch) ইত্যাদি।

নক্সা অনেক প্রকারের, সূত্রও অনেক প্রকারের। বস্ত্রে নাম প্রভৃতি লিখিবার জন্য ষ্ট্রট্সের (Strutts) নির্ম্মিত সূত্রের ব্যবহার করিবে। আর এক প্রকার সূতা আছে, তাহাকে মোরে-ভিয়ান্ (Moravian) সূতা বলে ; রুমালে চিহ্ন দেওয়া প্রভৃতি মিহি কাজে ব্যবহার হয়। পাকা রঙ্গের রেশমের সূতাও পাওয়া যায় ; ধৌত করিবার পরেও উহার রঙ্ চটিয়া যায় না। রূপার ও সোনার সূতা অর্থাৎ জরিও পাওয়া যায়। পুঁতি, নানাবর্ণের সূত্র, ও কাগজে ছাপা অক্ষর ও ছবি পাওয়া যায়। উহাদের উপর কাপড় চাপিয়া দিলে, উহাদের রং কাপড়ের গায়ে উঠে।

যাঁহারা নিজ হাতে ভাল করিয়া অক্ষর লিখিতে না পারিবেন, তাঁহারা সেই তৈয়ারি করা অক্ষর কিনিয়া, তাহার উপর কাগজ বসাইয়া, ঈষৎ গরম ইস্ত্রী দ্বারা চাপিলে, ঐ অক্ষরের রং কাপড়ে উঠিবে। পরে ঐ কাগজ সরাইয়া দিয়া, উহার উপর সেলাই করিয়া লইতে হইবে। যেখানে উল্ ও রেশম প্রভৃতি কিনিবে, ঐ সকল দোকানে ঐরূপ অক্ষরছাপা কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের ঐরূপ ছাপা কাগজ পাইবার সুবিধা নাই, তাঁহারা আর এক কাজ করিতে পারেন। অক্ষর বা ছবি, গ্লাসের দরজার কাচের উপরে রাখিয়া, তাহার উপর মলমলের মত পাতলা কাপড় চাপিলে, ঐ অক্ষর বা ছবির আকৃতি দেখা

যাইবে.; ঐ আকৃতির উপর পেন্সিলের দাগ দিয়া, পরে সেলাই করিতে হইবে।

এম্ব্রয়ডারি কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, একটী টেবিলের উপর একখানি কম্বল বা অপর কোন কোমল কাপড় বিছাও ; তাহার উপর একখানা ভিজা কাপড় (জল না থাকে অথচ ভিজা হয়) পাত ; পরে এম্ব্রয়ডারির সোজাদিক ঐ কাপড়ের উপর রাখিয়া ইস্ত্রী দ্বারা চাপিলে, ঐ এম্ব্রয়ডারির ফুল বা অক্ষর সকল, কাপড় অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিবে।
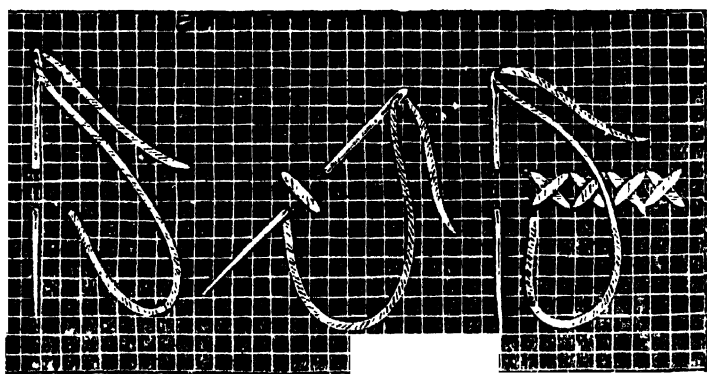
১নং ২নং ৩নং

ক্রস্ ষ্টিচ্ বা মার্কা সেলাই

(Cross stitch or marking.)

এই প্রণালীতে সেলাই করিয়া, নানাবিধ সুন্দর জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে। অল্প মূল্যের উপকরণ দ্বারা, বহু মূল্যের

জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাপড়ের উপরে লাল শালুর সূতা দিয়া ফুল, পাতা, পাখী প্রভৃতি বুনিয়া কাপড়টীকে সুন্দর ও মূল্যবান্ করিয়া তুলিতে পারা যায়। উল্ ও রেশম দিয়া কার্পেট্ কাপড়ে ফুল তুলিয়া, বসিবার আসন, টেবিলের আবরণ, জুতা, থলি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

উল্ দিয়া সেলাই করা কাপড়, মলিন হইলে ধৌত করা চলে না। কিন্তু সূতা বা রেশম দিয়া মার্কা সেলাই করিলে, কাপড় ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত করা চলে।

প্রত্যেক ফোঁড় দুই সূতার সমচতুষ্কোণের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় বলিয়া, এই সেলাইকে মার্কা-সেলাই বলে। রজকেরা অনেক সময় চিনিতে না পারিয়া, কাপড় গোলমাল করিয়া ফেলে ; এজন্য, এবং নিজের কাপড় চিনিবার জন্য নাম লিখিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। সেমিজ ও রাত্রি বাসের বস্ত্রের সম্মুখভাঁজে নাম লিখিতে হইবে, এবং রুমালের বামদিকের উপরের কোণার মুড়ির নীচে লিখিতে হয়।
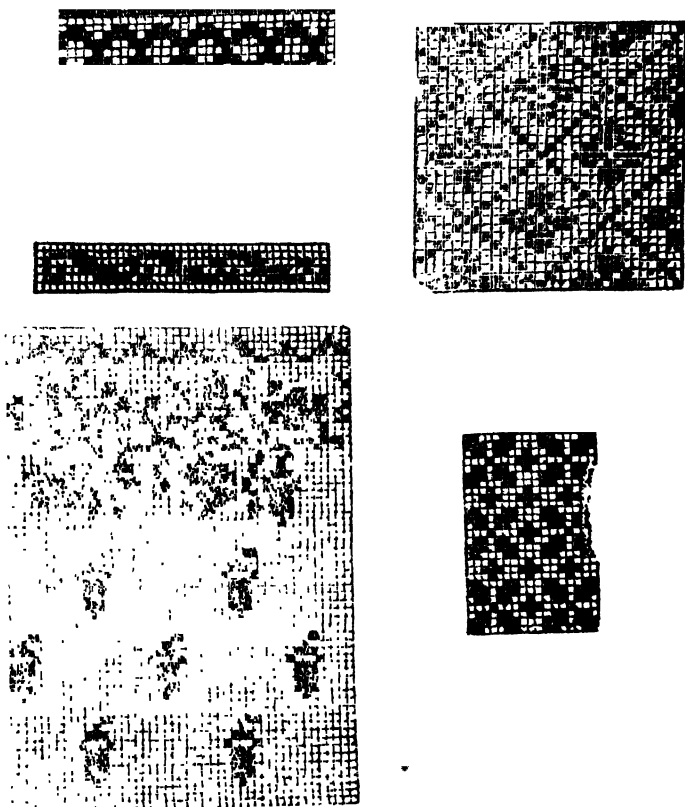
আসনের নমুনা।

যে যে দ্রব্যের আবশ্যক ;—

জাভা কাপড়ের উপর অথবা এক সূতার ক্যান্‌বিসের উপর মার্কা সেলাই শিখিতে হয়। রীতিমত শিক্ষা হইলে, মোটা মার্কিন কাপড় বা স্যাক্‌সনি কাপড় ব্যবহার করা যাইতে পারে। মার্কিং সূতা ফেটী বা রিলে ৪০ নম্বর হইতে ১২০ নম্বর পর্য্যন্ত

কিনিতে পাওয়া যায়। রঙ্গের মধ্যে, সাধারণতঃ টার্কি রেড্ (Turkey red) ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের বালিকা-গণ গ্রামের তাঁতিদের নিকট হইতে ঐ সূতা পাইতে পারে। পুরাতন সাড়ীর পাড় হইতে রঙ্গিন সূতা বাহির করিয়া, ঐ সূতা-তেই সুন্দররূপে কাজ করা যায়।

মার্কা সেলাইএর বিবরণ ;—সাধারণতঃ বামদিক হইতে ডানদিকে এই সেলাইএর ফোঁড় তুলিতে হয়, এবং প্রত্যেক ফোঁড় দুই সূতার সমচতুষ্কোণের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। (মার্কা সেলাইএর প্রথম ছবির ১নং দেখ)।

আরম্ভ ;—নিম্নদিক হইতে সূচ উঠাইয়া এক আঙ্গুল পরিমাণ সূতা নিম্নে রাখিয়া, ডাইন দিকে উঠাইবে, কাজ শেষ হইলে ঐ সূতাটুকু উল্টাদিকে রিপু করিয়া দিবে। কোন মতে গাঁইট দিবে না।

ফোঁড় বা টোপ ;—(১) ডাইনের দিকে দুই সূতা গণিয়া, লম্বাভাবে দুই সূতা উঠাইবে, এবং সূতার লাইনে সোজা, সূচের অগ্রভাগ উঠাইবে। (মার্কা সেলাই ২নং ছবি দেখ)।

(২) যে স্থান হইতে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার দুই সূতা উপরে বামদিকের উপরের কোণে সূচ প্রবিষ্ট কর, এবং যে স্থানে পরের ফোঁড় উঠাইতে হইবে, তাহার বামদিকের কোণায় সূচ উঠাইবে।

এক্ষণে ২নং বা মধ্যের ছবি দেখ। মার্কা সেলাই শেষ হইল। উপরের অংশের সূতা ডানদিক হইতে বামদিকে

তের্‌চাভাবে থাকিবে। প্রত্যেক ফোঁড় পূর্ব্বের মত দিতে হইবে। কাজে অভ্যস্ত হইবার এবং শীঘ্র কাজ করিবার জন্য একবারে অনেকগুলি ফোঁড় তুলিতে শিক্ষা করাই সৎপরামর্শ। এক লাইন ফোঁড়ের উপর দিয়া আর এক লাইন চলিয়া যায় বলিয়া, ইহাকে ক্রস্ ষ্টিচও বলে।

শেষ ;—উল্টাদিকে শেষের কয়েকটী ফোঁড়ের নীচে সূতা আট্‌কাইয়া কাটিয়া দিবে। আরম্ভকালে যে এক অঙ্গুলি সূতা নিম্নে রাখা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সূচে পরাইয়া সেলাই করিয়া দাও। উল্টাদিকের সেলাই পরিষ্কৃতভাবে না করিলে মার্কিং ভাল হয় না।

বর্ণমালা ;—(১) বড় অক্ষর (Capitals)। দুই খেয় সূতা ধরিয়া সাতটি ফোঁড় দিয়া একটি কেপিটেল বা বড় অক্ষর গড়িবে। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে, সাধারণতঃ ৪ কি ৫ খেয় সূতা ফাঁক রাখিয়া অক্ষর তুলিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক অক্ষর পৃথক্ পৃথক্ থাকিবে। সূতার খেয় কোন কারণেই এক অক্ষর হইতে অন্য অক্ষর পর্য্যন্ত টানিবে না। একটি অক্ষর শেষ করিয়া, আর একটি আরম্ভ করিবে।

(৩) প্রত্যেক ফোঁড় সমান দিকে চলিবে।

মার্কা সেলাইএর কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইল। উহাদের মধ্যে বাঙ্গালা ও ইংরেজী অক্ষরের এবং এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্কের ছবিও আছে। তাহা দেখিয়া মার্কা সেলাই করিয়া, ধুতি, সাড়ী, জামা প্রভৃতিতে নিজ নিজ নাম তুলিয়া লইতে পারিবে।

কিনিতে পাওয়া যায়। রঙ্গের মধ্যে, সাধারণতঃ টার্কি রেড্ (Turkey red) ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের বালিকা-গণ গ্রামের তাঁতিদের নিকট হইতে ঐ সূতা পাইতে পারে। পুরাতন সাড়ীর পাড় হইতে রঙ্গিন সূতা বাহির করিয়া, ঐ সূতা-তেই সুন্দররূপে কাজ করা যায়।

মার্কা সেলাইএর বিবরণ ;—সাধারণতঃ বামদিক হইতে ডানদিকে এই সেলাইএর ফোঁড় তুলিতে হয়, এবং প্রত্যেক ফোঁড় দুই সূতার সমচতুষ্কোণের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। (মার্কা সেলাইএর প্রথম ছবির ১নং দেখ)।

আরম্ভ ;—নিম্নদিক হইতে সূচ উঠাইয়া এক আঙুল পরিমাণ সূতা নিম্নে রাখিয়া, ডাইন দিকে উঠাইবে, কাজ শেষ হইলে ঐ সূতাটুকু উল্টাদিকে রিপু করিয়া দিবে। কোন মতে গাঁইট দিবে না।

ফোঁড় বা টোপ ;—(১) ডাইনের দিকে দুই সূতা গণিয়া, লম্বাভাবে দুই সূতা উঠাইবে, এবং সূতার লাইনে সোজা, সূচের অগ্রভাগ উঠাইবে। (মার্কা সেলাই ২নং ছবি দেখ)।

(২) যে স্থান হইতে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার দুই সূতা উপরে বামদিকের উপরের কোণে সূচ প্রবিষ্ট কর, এবং যে স্থানে পরের ফোঁড় উঠাইতে হইবে, তাহার বামদিকের কোণায় সূচ উঠাইবে।

এক্ষণে ২নং বা মধ্যের ছবি দেখ। মার্কা সেলাই শেষ হইল। উপরের অংশের সূতা ডানদিক হইতে বামদিকে

তের্‌চাভাবে থাকিবে। প্রত্যেক ফোঁড় পূর্ব্বের মত দিতে হইবে। কাজে অভ্যস্ত হইবার এবং শীঘ্র কাজ করিবার জন্য একবারে অনেকগুলি ফোঁড় তুলিতে শিক্ষা করাই সৎপরামর্শ। এক লাইন ফোঁড়ের উপর দিয়া আর এক লাইন চলিয়া যায় বলিয়া, ইহাকে ক্রস্ ষ্টিচ‌ও বলে।

শেষ ;—উল্টাদিকে শেষের কয়েকটী ফোঁড়ের নীচে সূতা আট্‌কাইয়া কাটিয়া দিবে। আরম্ভকালে যে এক অঙ্গুলি সূতা নিম্নে রাখা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সূচে পরাইয়া সেলাই করিয়া দাও। উল্টাদিকের সেলাই পরিষ্কৃতভাবে না করিলে মার্কিং ভাল হয় না।

বর্ণমালা ;—(১) বড় অক্ষর (Capitals)। দুই খেয়া সূতা ধরিয়া সাতটি ফোঁড় দিয়া একটি কেপিটেল বা বড় অক্ষর গড়িবে। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে, সাধারণতঃ ৪ কি ৫ খেয়া সূতা ফাঁক রাখিয়া অক্ষর তুলিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক অক্ষর পৃথক্ পৃথক্ থাকিবে। সূতার খেয়া কোন কারণেই এক অক্ষর হইতে অন্য অক্ষর পর্য্যন্ত টানিবে না। একটি অক্ষর শেষ করিয়া, আর একটি আরম্ভ করিবে।

(৩) প্রত্যেক ফোঁড় সমান দিকে চলিবে।

মার্কা সেলাইএর কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইল। উহাদের মধ্যে বাঙ্গালা ও ইংরেজী অক্ষরের এবং এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্কের ছবিও আছে। তাহা দেখিয়া মার্কা সেলাই করিয়া, ধুতি, সাড়ী, জামা প্রভৃতিতে নিজ নিজ নাম তুলিয়া লইতে পারিবে।

কি কি দোষ হইতে পারে :—

(১) ফোঁড় এবং অক্ষরের অশুদ্ধ ও অধিক গঠন।

(২) অপরিষ্কারভাবে আরম্ভ, এবং শেষ।

(৩) কাপড় কুঁচ্‌কাইয়া যাওয়া, ময়লা ও বিশ্রী হওয়া। পুরু কাপড়ে, এবং কাপড়ের সম্মুখ দিকে, মার্ক তৈয়ার না করা হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালা

বাঙ্গালা বর্ণমালা।

বাঙ্গালা বর্ণমালা।

ইংরাজী বর্ণমালা।
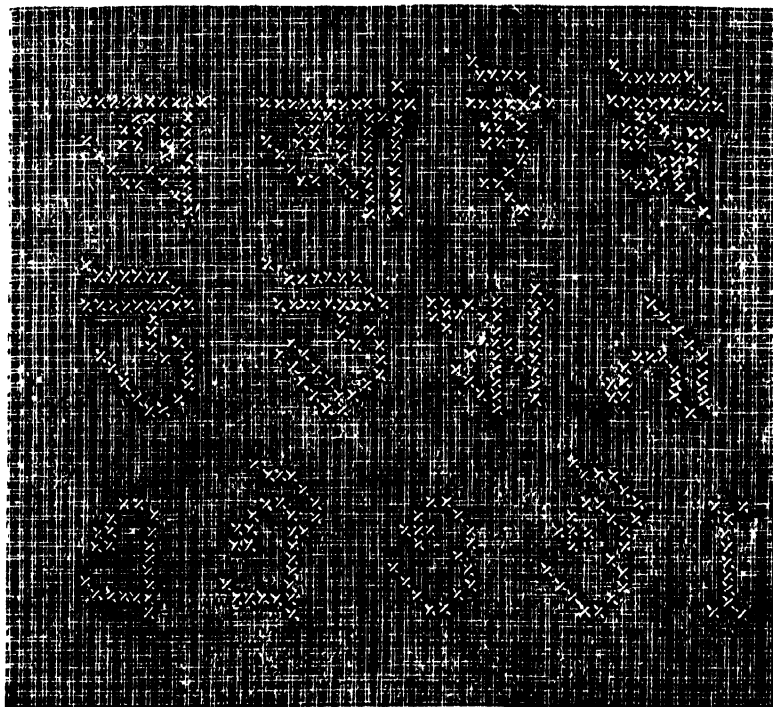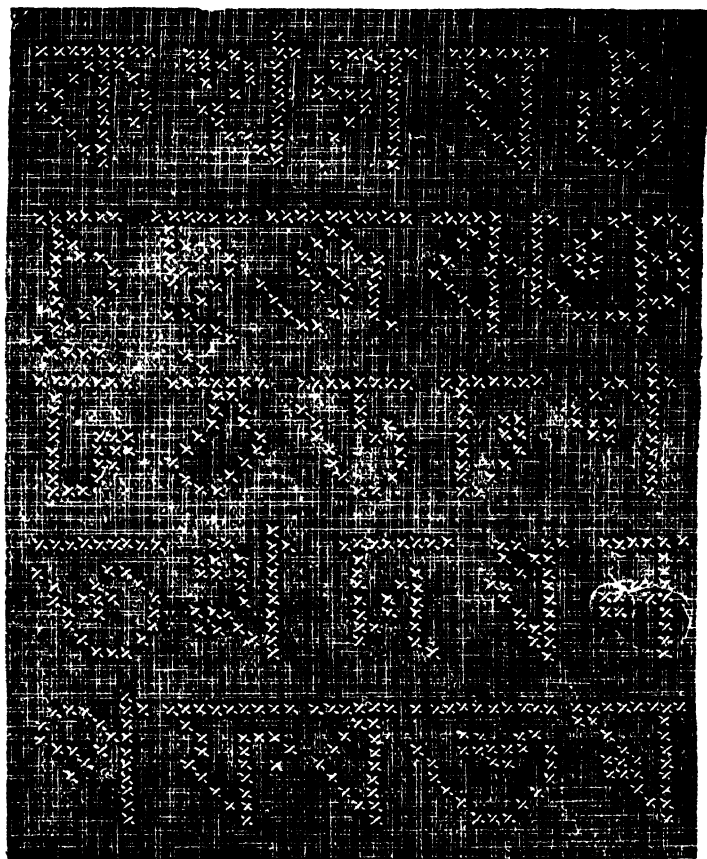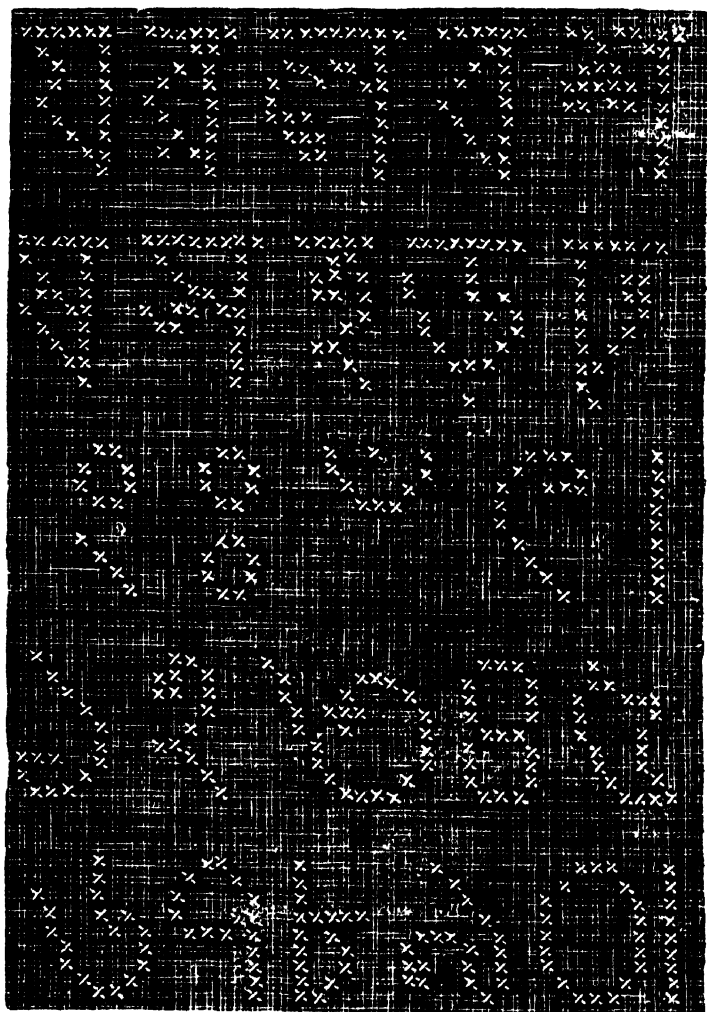
ইংরাজী বর্ণমালা
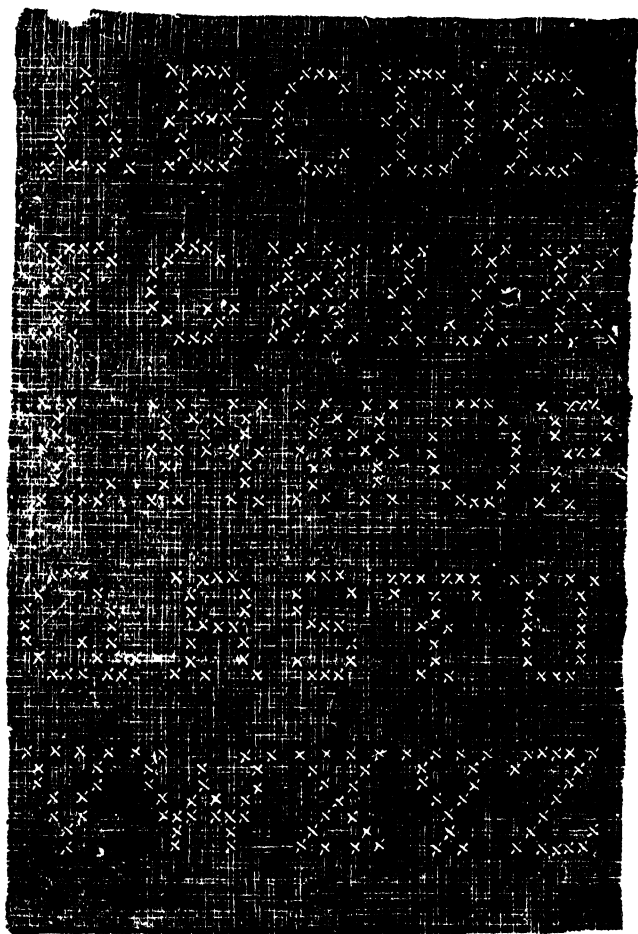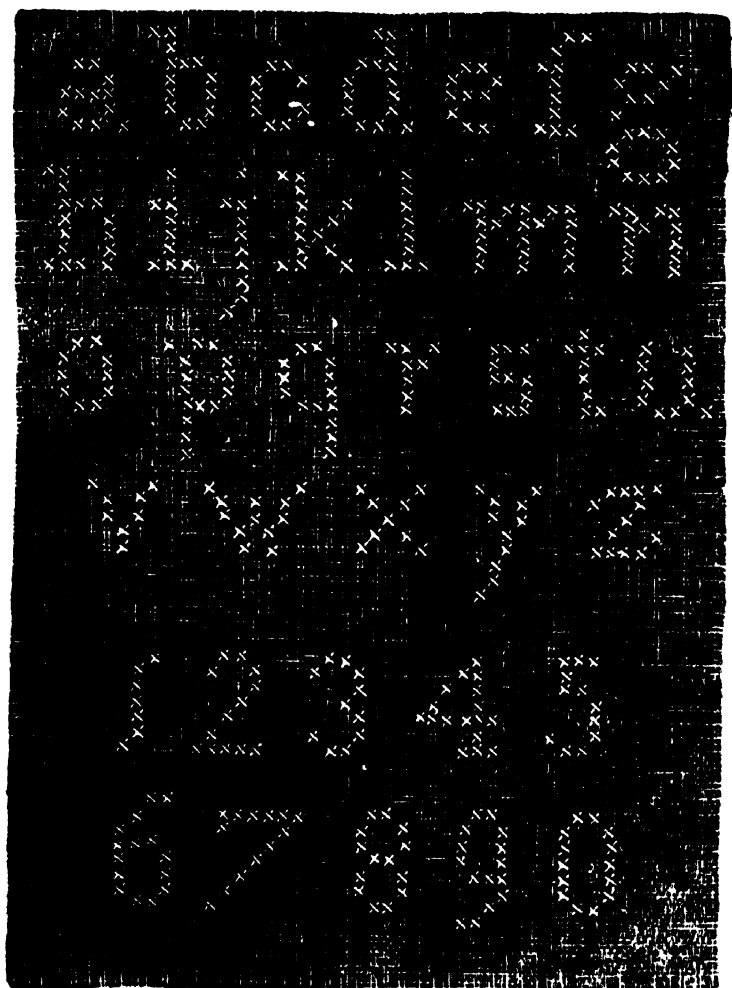
ড্রন্ থ্রেড্ ওয়ার্ক।

(Drawn thread work.)

এই কার্য্যে অল্প ব্যয় হয়; এবং দেখিতেও সুন্দর হয়। যাহারা সূচিকার্য্যে সুশিক্ষিতা, তাহারা লিনেন কাপড়ে কাজ করিতে পারে। শিক্ষানবিশদিগের পক্ষে প্রথম অভ্যাসের জন্য, চলিত মোটা ঝাড়ন, ও একসূতার সরু ক্যান্বিসই ভাল। আর এই কাপড়ে কাজ করিবার জন্য মোটা সূতার প্রয়োজন। কিন্তু লিনেনের উপর কাজ করিতে, মসিনার সূতাই (Flax thread) ব্যবহার করিতে হইবে। তীক্ষ্ণধার কাঁচি ও উত্তম সূচ কতকগুলিরও আবশ্যক। এ কার্য্য সুচারুরূপে করিতে, উত্তম দৃষ্টিশক্তি ও ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক, এবং কাজ পরিপাটীরূপে এবং ঠিক করিয়া করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিলে, কাজও উৎকৃষ্ট ও বহুদিনস্থায়ী হইবে। কাজ করিবার সময়, কাপড়ের কিনারাগুলি মজবুত করিবে এবং সূতার প্রান্তগুলি ভিতরে ঢাকিয়া দিবে। কোণ প্রস্তুত করিতে এবং যে ছিদ্রে কাজ করিতে হইবে, ঐ ছিদ্র বা ফাঁকগুলি প্রস্তুত করিতে, বিশেষ সতর্ক হইবে; যেখানে সূতা বাহির করিতে হইবে, সেখানের কিনারার সূতা টানা হইয়া না যায়, তজ্জন্য একটু কাপড় কাটিয়া দিবে।

যে দিক হইতে সূতা টানিয়া বাহির করিতে হইবে, প্রথমে, তাহার বিপরীত দিকের কিনারায় কাপড়ের বুনট্‌কে কাটিতে হইবে। এমন ভাবে কাটিতে হইবে, যেন কিনারা কম মজবুত

না হয়; অর্থাৎ কিনারার দিকে ২।৪ খেয়া সূতা ছাড়িয়া, তবে কাটিবে।

ঝাড়নের এক দিকের সূতা বাহির করিয়া, নমুনা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতেই শিক্ষানবিশেরা কার্য্য অভ্যাস করিবে। ক্রমে কাজ শিক্ষা হইলে, অপেক্ষাকৃত কঠিন নমুনা দেখিয়া কার্য্য শিখিতে যত্ন করিবে। একটি কার্য্য শেষ হইলে, তাহাকে দুই খানা অল্প ভিজা কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া, অল্প গরম ইস্ত্রি দ্বারা চোস্ত করিয়া দিতে হইবে।
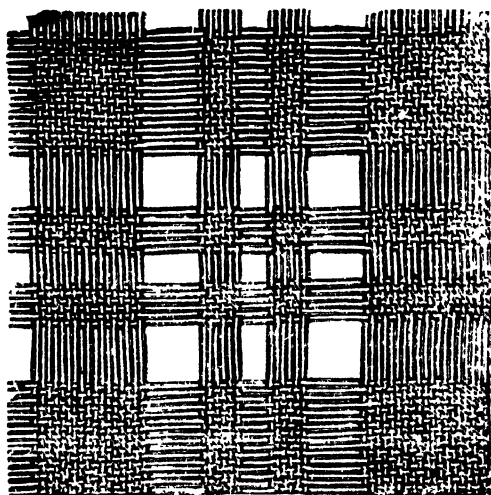
কোণা প্রস্তুত করা।

(To form a Corner.)

যে জিনিস প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহার আকার অনুসারে কাপড় কাটিবে। কতগুলি সূতা টানিতে হইবে, তাহা

নমুনার উপর নির্ভর করে। দেখিতে হইবে যে, প্রত্যেক নমুনার জন্য, প্রত্যেক দিকে, সমান সংখ্যার সূতা টানিতে হইবে। যথা, কাপড়ের কিনারা হইতে ৪০ খেয়া সূতা গণনা কর; কিনারা হইতে একটু দূরে ৪১ নং সূতা খেয়া সূচ দ্বারা তুল, একটু তুলিয়া, ধরিয়া টানিয়া, বাহির কর। এই প্রকারে ৪২নং সূতা খেয়া টান, এবং ঐরূপে পাশে পাশে, আরও ছয় খেয়া সূতা টানিয়া বাহির কর এবং পরের ছয় খেয়া যেমন বুনট্ আছে, তেমনই থাকিতে দাও। পরে ছয় খেয়া সূতা টানিয়া ফেলিয়া দাও। ছয় খেয়া ছাড়, আবার আট খেয়া টান। এই প্রণালীতে কাপড়ের অপর কোণারও সূতা টানিতে হইবে; যদি কাপড়ের ঝালর্ করিতে ইচ্ছা কর, তবে কিনারার দিকে ২৩ খেয়া সূতা বাহির করিয়া দিলেই চলিবে। ছবিতে যেরূপ দেখান হইয়াছে, তদনুসারে চারিটি কোণাই টানা করিতে হইবে; এবং কাপড়ের প্রত্যেক পার্শ্বের মধ্যে, খোলা নমুনার ইন্সারসন্ও থাকিবে। তাহা হইলে, টানা সূতার ফোঁড় দ্বারা যে কোন নক্সাতে এম্ব্রয়ডারি করিবার সুবিধা হইবে।
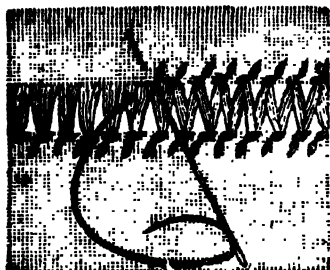
ট্রেলিস্ হেম-ষ্টিচ্ বা সূত্র-নির্ম্মিত জালি মুড়ি ষ্টিচ্।

(Trellis Hem-Stitch.)

প্রথমে ৮ সূতা টানিতে হইবে। তবে প্রস্থের কমবেশী অনুসারে, সূতাও কমবেশী টানিয়া ইন্‌সারসন্ প্রস্তুত করিতে হয়। ছবিতে যেমন দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে ডাইনদিক হইতে বামদিকে কাজ করিয়া যাও। যে সূতা দ্বারা কাজ করিবে, উহার প্রান্ত, কাপড়ের ডাইনদিকে আট্‌কাও। উপরের কিনারার নিকটে, ইন্‌সারসনের জন্য যেখানে সূতা টানিয়াছ, ঐ কিনারার ৩ সূতা উপরে সূচ ও সূতা উঠাইয়া, খোলা সূতার মধ্যে সূচ প্রবিষ্ট কর; এবং ডাইন্ হইতে বামদিকে চালাইয়া, চারি খেয়া খোলা সূতা সূচে লও, মধ্যে সূতা টান, এবং সূচ প্রবিষ্ট কর। কিন্তু অল্প মাত্রায় উপরিদিকে, এবং খোলা ইন্‌সারসনের তিন সূতা উপরে বাহির কর। যেখানে সূতা বাহির করা হইয়াছে, তাহার চারি সূতা বামদিকে এবং যে সূতা দ্বারা ফোঁড় তুলা হইল, তাহার ঠিক সোজা উপরে. সূতা ভিতর দিয়া টান। সকল সময়েই চারি খেয়া সূতা একত্র সোজা রাখিয়া এক পংক্তির শেষ পর্য্যন্ত

এই প্রকারে কাজ করিয়া যাও। ঐ পংক্তির কাজ শেষ হইলে, কাপড় এই ভাবে ঘুরাইবে, যেন ইন্‌সারসন্ কাজ করা কিনারা, তলার দিকে থাকে, এবং যে ধারে কাজ করা হয় নাই, ঐ দিক উপরে পড়ে। এক্ষণে দ্বিতীয় পংক্তিতে হেম্-ষ্টিচ্ কর। সূতার গুচ্ছ বা গোছাকে দুই ভাগে বিভক্ত কর। এক গোছার অর্দ্ধেকগুলি ও অপর গোছার অর্দ্ধেকগুলি একত্রে লও, (ছবিতে কিরূপে সূচ চলিতেছে দেখ) সকল সময়েই চারিসূতা একত্র লইবে, তাহা হইলে সূতাগুলি জালির মত একবার একদিকে তের্‌চা হইবে, আরবার অন্যদিকে তের্‌চা হইবে। যদি এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যায় সূতা টানা হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জালি ইন্‌সার্‌সন করা যাইতে পারে। ছয় অথবা আট এইরূপ সমান সংখ্যার সূতার এক এক গুচ্ছ করা হইয়া থাকে।

ইন্‌সারসন্ অব্ হেম-ষ্টিচ্ এণ্ড ক্রস্-ষ্টিচ্।

(Insertion of Hem-stitch & Cross-stitch.)

ইন্‌সারসন্ কত খানি চৌড়া হইবে, কাজ আরম্ভের পূর্ব্বে তাহা স্থির করিবে। ছয় সূতা টান, তিন সূতা ছাড়, আবার ছয় সূতা টান। ইন্‌সারসনের উপরি কিনারায় ও নিম্ন কিনারায় বরাবর হেম-ষ্টিচ্ কাজ কর। চারি সূতা একত্র করিয়া গুচ্ছ কর, এবং কাপড়ের কিনারায় দুই সূতা গভীরে ফোঁড় দাও। হেম-ষ্টিচের প্রথম পংক্তিতে যেরূপ চারি সূতা একত্র গুচ্ছ করা হইয়াছে, সেইরূপ দ্বিতীয় পংক্তিতেও করিতে হইবে।

সাবধান হইয়া গণনা করিবে, যেন ভুল না হয়, নচেৎ নক্সা ঠিকমত প্রস্তুত হইবে না। ইন্‌সারসনের মধ্যস্থলের ছাড়া তিন সূতার উপরে, ক্রস্ ষ্টিচ্ বা মার্কা সেলাই কর। প্রথমে বাম হইতে ডাইনে সোজা কাজ করিয়া যাও; পরে আবার ডাইন হইতে বামদিকে ফিরিয়া যাও। এইরূপে কাজ করিয়া গেলে, গুচ্ছগুলি বিভক্ত হইয়া জালি নমুনা প্রস্তুত হইবে। কাপড়ের যেখানে কাজ হইতেছে, তাহার বামদিকে উল্টা পিঠে সূতা আট্‌কাইয়া দাও, এবং প্রথম গুচ্ছের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূতার মধ্যে তিন খেয়া সূতার বারের নীচে সূচ ও সূতা উঠাও, ঐ তিন খেয়ার উপরে দ্বিতীয় গুচ্ছের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূতার মধ্যে, ঐ তিন খেয়া সূতার নীচে সূচ প্রবিষ্ট কর। দ্বিতীয় গুচ্ছের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূতার মধ্য দিয়া সূচ উঠাও। সূতা ভিতর দিয়া টান, এবং তিন খেয়া সূতার উপরে তৃতীয় গুচ্ছের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূতার মধ্য দিয়া সূচ প্রবিষ্ট কর, ঐ তিন খেয়া সূতার নীচে এবং তৃতীয় গুচ্ছের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূতার মধ্য দিয়া উঠাও, বরাবর সূতা টান, এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক গুচ্ছকে বিভক্ত করিয়া যাইতে হইবে। পরে ফিরিয়া কাজ কর, দেখিবে, কাপড়ের সোজা দিকে এক পংক্তি ক্রস্ ষ্টিচ্ হইয়াছে।
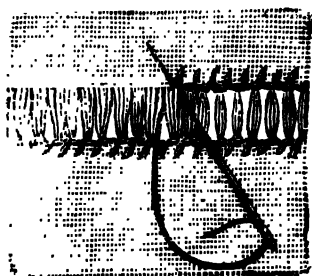
খোলা হেম-ষ্টিচ্ ইন্সারসন্।

(Open Hem-Stitch Insertion.)

টানা-সূতার ইন্সারসনের উপর ও নীচের কিনারায় হেম-ষ্টিচ্ করিতে হয়। এই প্রণালীর হেম-ষ্টিচ্ দ্বারা নানা প্রকার নক্সা প্রস্তুত এবং কাপড়ের কিনারা মজবুত করিতে পারা যায়।

প্রথমে ৮ সূতা টানিয়া কাজ আরম্ভ কর। ডাইনদিক হইতে বামদিকে কাজ করিয়া যাও। যে সূতার দ্বারা কাজ করিতেছ, উহার প্রান্ত, কাপড়ের ডাইনদিকে আট্কাও। ইন্সারসনের জন্য যেখানে সূতা টানিয়াছ, ঐ কিনারার ৩ সূতা উপরে সূচ ও সূতা উঠাইয়া, খোলা সূতার মধ্যে সূচ প্রবিস্ট কর; এবং ডাইন দিক হইতে বামদিকে চালাইয়া, চারিখেয়া খোলা সূতা সূচে লও, মধ্যে সূতা টান, এবং ঐখানে সূচ প্রবিষ্ট কর। কিন্তু অল্প মাত্রায় উপর দিকে, এবং খোলা ইন্সারসনের তিন সূতা উপরে বাহির কর। যেখানে সূতা বাহির করা হইয়াছে, তাহার তিন সূতা বামদিকে এবং যে সূতা দ্বারা ফোঁড় তুলা হইল, তাহার

ঠিক সোজা উপরে সূতা ভিতর দিয়া টান। সূচ কি ভাবে আছে তাহা ছবিতে দেখ। এক পংক্তির শেষ পর্য্যন্ত, এই প্রকারে কাজ করিয়া যাও। সকল সময়েই সূতা কষিয়া যাইবে, কিন্তু এমন জোরে কষিবে না, যেন সেলাই কুঁচ্‌কাইয়া যায়। প্রত্যেক গুচ্ছেই যেন সমান সংখ্যার সূতা থাকে, ইহা দেখিবে। সমান না হইলে পংক্তি বা স্তম্ভগুলি বাঁকা চোরা হইবার সম্ভাবনা। পংক্তির শেষ হইলে, সূতার প্রান্ত, কাজের উল্টাদিকে পরিষ্কৃত-রূপে ঢাকিয়া দিবে ; এবং কাপড় এই ভাবে ঘুরাইয়া লও, যেন কাজ করা দিকটা নীচে আসে, ও যে কিনারায় কাজ হয় নাই, সেই দিক উপর দিকে আসে। প্রথম পংক্তিতে যেরূপ গুচ্ছ লওয়া হইয়াছিল, সেইরূপে গুচ্ছ তৈয়ার কর। এক্ষণে, পংক্তির সূতা গণনা করিবার অসুবিধা হইবে না ; কারণ, উহা আপনা হইতেই ফাঁক হইয়া গিয়াছে।

টানা সূতার কার্য্যে, গুচ্ছ প্রস্তুত করিবার নৈপুণ্য বা কারি-করি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রথম পংক্তির কার্য্য বিশেষ মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করা আবশ্যক। কারণ, এই প্রথম পংক্তির উপরেই সমস্ত কার্য্যের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। ইহাতে একটু ভুল হইলে সমস্ত নমুনাই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।
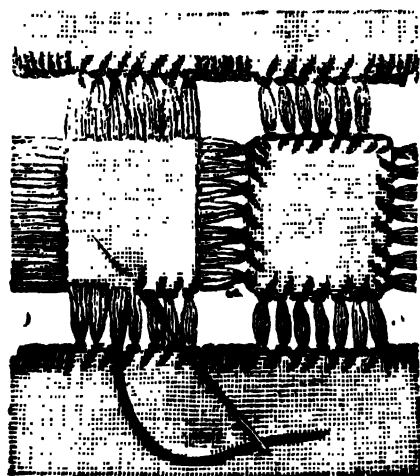
চৌকোণা ইন্‌সারসন্।

(Chequered Insertion.)

উপরিলিখিত ছবিতে সুন্দর চৌকোণা নমুনা দেখিতেছ। খোলা সূতার উপরিভাগের ফাঁক প্রস্তুত করিবার জন্য আট সূতা টান। চেকের জন্য একুশ সূতা ছাড়, খোলা সূতার নিম্ন ফাঁকের জন্য আট সূতা টান, পরে কাপড়ের চৌকোণা বা চেক প্রস্তুত করিবার জন্য, ইন্‌সারসন্‌কে আরও বিভাগ করিয়া যাও। খোলা ও টানা সূতার লাইন করিবার জন্য, এবং প্রত্যেক চৌকোণা ইন্‌সারসনের উপর দিয়া সোজাভাবে কয়েকটি সূতা কাটিয়া ও টানিয়া উহা করা যায়। যথা ;—উপর ও নিম্ন কিনারার বরাবর আট সূতা কাট, উহাদিগকে টান, * চৌকোণার জন্য ২১ সূতা ছাড়,

উপর ও নিম্ন কিনারায় আট সূতা কাট ও টান, * চিহ্ন হইতে আবার কাজ করিয়া যাও। ইন্সারসনের কিনারায় যেমন আট সূতা কাটিয়াছ, সেইরূপ ঠিক আট খেয়া নিম্ন কিনারায় কাটিতে হইবে, কমও নহে বেশীও নহে, কমবেশী হইলে নক্সা নষ্ট হইয়া যাইবে। সূতা ঠিক টানিয়া এবং সূচে সূতা পরাইয়া, ডাইন দিকের উপরিভাগের কোণায় কাজ আরম্ভ কর। উপরের খোলা কিনারা মজবুত করিবার জন্য, কাপড়ে আটটি বোতামের ঘর সেলাই কর। সাতটি হেম-ষ্টিচ্ দাও। ২১টি খোলা সূতাকে তিন খেয়া সূতার ৭টী গুচ্ছে বিভক্ত কর, এবং পংক্তির শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়া যাও। পরে, উপর দিক নীচের দিকে ঘুরাও ; এবং বিপরীত কিনারায় ঐরূপে কাজ করিয়া যাও। অতঃপর, প্রত্যেক চৌকোণার চতুর্দ্দিকে হেম-ষ্টিচ্ কর, টানা সূতা গুলিকে ৩ সূতার ভাগ করিয়া ৭টী করিবে। তাহা হইলে, চৌকোণার প্রত্যেক দিকে ৭টী গুচ্ছ পড়িবে। যেমন ছবিতে পরিষ্কাররূপে দেখান হইয়াছে।
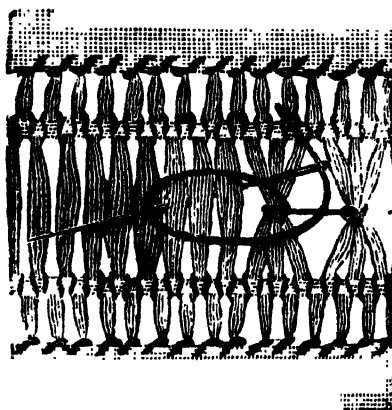
গুচ্ছগুলি একত্র বাঁধিয়া আটি করা।

(Insertion of Drawn Threads, the clusters confined & tied in knots.)

ড্রন্ থ্রেড্ কার্য্যে, এই ইন্‌সারসনের বাঁধন বা গাঁইট গুলির, গুচ্ছের অথবা সূত্রগুলির একত্র শক্ত করিয়া বাঁধনের কিছু বিশেষত্ব আছে। তাহা ছবিতে দর্শিত হইয়াছে। এই বাঁধনকে আটি বলে। আট সূতা টানিয়া আরম্ভ কর, তিনটি ছাড়, কুড়িটি টান, তিনটি ছাড়, আটটি টান। ইন্‌সারসনের উপর ও নিম্নকার কিনারার দিকে, এক পংক্তি সাদা হেম-ষ্টিচ্ কর ; এক এক গুচ্ছে চারিটি সূতা একত্র করিয়া, কাপড়ের কিনারায় দুই সূতা গভীর ফোঁড় তুল। পরে, ছবিতে যেমন আছে, সেই মতে তিন সূতার সরু লাইন করিয়া কাজ কর ; ছবিতে দেখিতে পাইবে, হেম-ষ্টিচ্ দ্বারা যে চারি খেয়া সূতা একত্র করিয়াছিলে, সূচের উপর

চারি ফোঁড় তুলিলে, তাহারা পুনরায় একত্র হইল, তিন সূতায় সেই লাইনের উপর দিয়া সূতা লইয়া গিয়া, এবং লাইনের তলদেশ হইতে চারিসূতা সূচে উঠাইবে, তাহা হইলে সরু ইন্‌সারসনের গুচ্ছগুলি সোজা ও রীতিমত দাঁড়াইবে; চৌড়া ইন্‌সারসনের খোলা সূত্রগুলি আবার চারি সূতার গুচ্ছে একত্রিত করিতে হইবে। কিন্তু, ইহারা সরু ইন্‌সারসনের সহিত সোজা খাড়া হয় না। বরং সূত্র পুনরায় বিভক্ত করিলে, তাহাদের মধ্যবর্ত্তীভাবে থাকিয়া যায়।

এক্ষণে গাঁইটের (knots) বিষয়;—একবার সূতা পরাইলে, কাজের একধার হইতে অপরধার পর্য্যন্ত কুলাইতে পারে, এতখানি সূতা সূচে পরাও। কাপড়ের ডাইন পার্শ্বে কিনারায়, একটি অতি ক্ষুদ্র ফোঁড় দিয়া, সূতার প্রান্তভাগ আট্‌কাইয়া দাও; আর যদি কাপড়ের কিনারা না থাকে, তবে তিন সূতার প্রথম গুচ্ছের মাঝখানে, যেখানে প্রথম আটি প্রস্তুত হইবে, সূতার প্রান্তটি সেইখানে বাঁধিয়া দিবে। পরবর্ত্তী তিনটি গুচ্ছের সম্মুখে বাঁ-দিকে সূতা ফিরাও, বাঁ-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সূতা যথাস্থানে ধরিয়া রাখিয়া, এবং যে সূতা নীচে ঝুলিতেছে, ঐ সূতা দিয়া তোমার সূচের অগ্রভাগ বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া ধরা সূতার উপরে আন, যে আটি বাঁধিয়াছ, তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থানের উপর অংশে, নীচমুখ করিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দাও; এবং যে তিন গুচ্ছ দ্বারা আটি প্রস্তুত হইতেছে, ঐ তিন গুচ্ছের পশ্চাৎভাগে উহা চালাইয়া দাও, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ধৃত সূতার উপর দিয়া সূচের মুখ লইয়া আইস।

তাহা হইলে দেখিবে, একটি গোলাকার লুপ্ বা ফাঁস দেখা যাইতেছে ; (ছবি দেখ)। সূচ এবং সূতা বরাবর টান, এবং আটির আকারে তিনটি গুচ্ছকে প্রয়োজনমত কষিয়া বাঁধিয়া, ফাঁস-গুলিকে টান। দুই আটির মাঝখানে উপরভাগে উপযুক্ত সূতা থাকিবে। উপরি উক্ত প্রকারে, প্রত্যেক গাঁইট বা গ্রন্থি প্রস্তুত করিতে হইবে। বেশী কষিয়া না যায়, এবং সূতা ঠিক সোজা সমান লাইনে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার আবশ্যক।
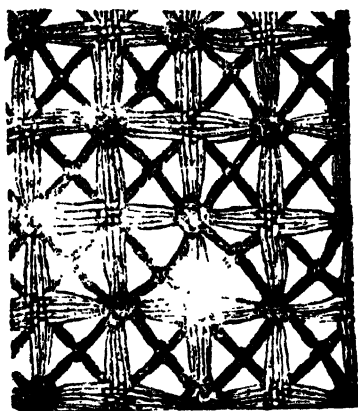
পয়েণ্ট্ টায়ার।

(**Point Tire**).

এই সেলাই একটি সুন্দর কার্য্য, এবং লেসের মত দেখা যায়। ছবি দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। এই কার্য্যে কাপড় হইতে, অধিক অংশ সূতা বাহির করিতে হয়, তাহাতে

অপেক্ষাকৃত বড় বড় চৌকোণা পাওয়া যায়; এবং টানা ও পোড়েনের বুনটের মধ্যস্থলে, ছোট ছোট চৌকোণা বাহির হয়। ঐ খোলা চৌকোণা গুলিতে সেলাইএর সূতা কোণাকোণিভাবে বসাইবে; এবং সূতাকে যথাস্থানে রাখিবার জন্য, প্রত্যেক চৌকোণার মধ্যস্থলে, একটি ছোট গাঁইট দিবে। সূতার প্রথম কোণাকোণি লাইনে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র চৌকোণাতে, ছোট ছোট চাকা বা মাকড়সা প্রস্তুত কর: পরবর্ত্তী চৌকোণাতে একাজ হইতে পারে না। কিন্তু, প্রত্যেক একের পর এক লাইনে চাকা বা মাকড়সা প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

কাজ করিবার প্রণালী;—দশ খেয়া সূতা টানিয়া কাপড় প্রস্তুত কর; এবং দুই দিকেই ক্রমান্বয়ে,পর পর চারি খেয়া করিয়া সূতা ছাড়। নমুনার বাহিরে চারিদিকে কিঞ্চিৎ কিনারা রাখিয়া মজবুত করিবে। পরে একটা কোণে আরম্ভ করিয়া, খোলা ফাঁকের উপরি দিয়া আড়াআড়িভাবে, এক ছোট চৌকোণা পর্য্যন্ত সূতা লইয়া যাও। ঐ খানে ছোট ছোট চাকা বা মাকড়সা প্রস্তুত কর। পরের ছোট চৌকোণাতে গিয়া, ঐ ভাবে কাজ করিয়া, পর পর এক পংক্তি কাজ করিয়া যাইবে। এখান হইতে কেবল প্রত্যেক পর পর ছোট চৌকোণাতে মাকড়সা করিয়া যাইবে। যখন এক পংক্তির কাজ হইয়া যাইবে, তখন উহার বিপরীত দিকে কাজ চলিবে; এবং যেখানেই কাজ হইয়া যাইবে, সেই খানেই সেলাইএর সূতা খোলা চৌকোণার ঠিক মধ্যস্থলে একটি গাঁইট দিবে। এই গাঁইটকে 'পণ্টো

টিরেটো' বলে। সাবধান হইয়া বড় চৌকোণার মধ্যে গাঁইট বাঁধিবে, এ পাশে ও পাশে গাঁইট সরিয়া গেলে, নমুনা বাঁকা হইয়া বিশ্রী দেখাইবে। সূতা ফুরাইয়া গেলে, যদি তুমি সূতায় যোড় দিতে চাও, তাহা হইলে একটা ছোট চৌকোণার পশ্চাৎ দিকে দিবে, এবং সূতার প্রান্তভাগ পরিষ্কৃতরূপে ঢাকিয়া দিবে।
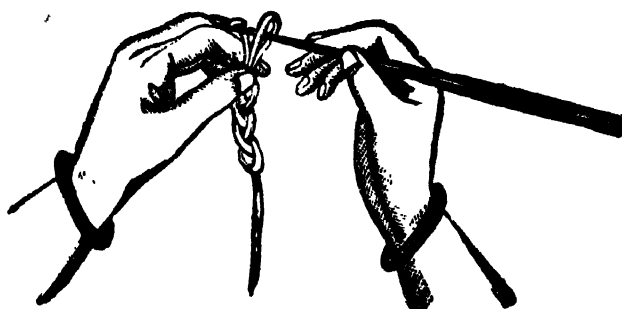
ক্রোসে। ১

চেন বা শিকল ষ্টিচ্।

(Crochet, Chain Stitch.)

শিকল ষ্টিচ্, সকল প্রকার ক্রোসে কার্য্যের ভিত্তি বা মূল। প্রথমে, একটি লুপ্ বা ফাঁস কর, এবং হুকের দ্বারা সূতা উহার ভিতর টান; এইরূপে বুনিয়া যাইতে হইবে। ইহাকেই চেন ষ্টিচ্ বলা হয়। (উপরের ছবি দেখ)।

সিঙ্গল্ ক্রোসে ষ্টিচ্। ২

(Single Crochet Stitch.)

২নং ছবিতে এই কার্য্য করিবার প্রণালী বুঝাইয়া দিতেছে। চেন-ষ্টিচের ভিতর দিয়া ক্রোসে হুক্ গলাইয়া দাও, অথবা কাজ করিতে করিতে, পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টিচের ভিতরে ক্রোসে হুকের উপরে সূতা ফেলিয়া দাও, এবং হুকের উপর যে ফাঁস ও ষ্টিচ্ আছে, তাহাদের ভিতর দিয়া টানিয়া দাও।
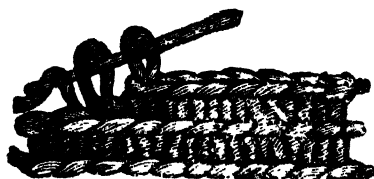
ক্ষুদ্র বা ডবল ক্রোসে ষ্টিচ্। ৩

(Short Double Crochet.)

৩নং ছবিতে স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। একটি ষ্টিচের ভিতর হুক্ দিয়া সূতা টানিয়া লও। এইরূপে হুকের উপর দুইটি ফাঁস হইবে, হুকের উপর সূতা ফেলিতে হইবে, এবং দুইটি লুপের ভিতর দিয়া টানিতে হইবে, এবং যতক্ষণ ঐ লাইন শেষ না হয়, ঐরূপে বুনিয়া যাইতে হইবে।
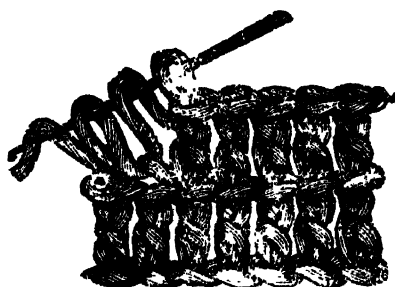
লম্বা ডবল্ ক্রোসে।

(Long Double Crochet.)

ক্রোসে হুকের উপর দিয়া সূতা চলিয়া যাইবে, পরে একটি ষ্টিচের ভিতর দিয়া হুক্ লইয়া যাইবে। সূতা টান, ইহাতে হুকের উপর তিনটি ষ্টিচ্ আসিবে। এক্ষণে, হুকের উপর আবার সূতা আন, ঐ তিনটা লুপের ভিতর দিয়া টান, এবং লাইনের শেষ পর্য্যন্ত ঐরূপ করিয়া যাও। ৫নং ছবিতে যেরূপ স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে, তাহাতে উহার নকল করিয়া লইলেই হইল।

একটি ষ্টিচ্ প্রস্তুত করা।

(To make a Stitch.)

এক পংক্তির আরম্ভে ও শেষে, প্রথম ষ্টিচের পূর্ব্বে এবং শেষ ষ্টিচের পরে, চেন ষ্টিচ্ কর; যাহা পরবর্ত্তী পংক্তিতে ক্রোসে করিতে হইবে।

ষ্টিচ্ বা ঘর বাড়ান।

(To increase a Stitch.)

এই কার্য্য করিতে এক লুপে দুটি ষ্টিচ্ বা ঘর কর।

কমান।

(To Decrease.)

ইহা করিতে, তুমি এক সঙ্গে দুইটি ষ্টিচ্ ক্রোসে করিতে পার, অথবা একটা ষ্টিচ্ ছাড়িতেও পার, তবে যে হারে বা পরিমাণে বাড়াইতে হইবে, সেই হারে কমাইতেও হইবে।

শেষ করা।

(To Fasten off.)

শেষ ষ্টিচ্ বা ঘরের ভিতর সূতা বা উল্‌কে টানিয়া দাও।

ত্রিগুণ ক্রোসে।

(Treble Crochet.)

দ্বিগুণ বা ডবল্ ক্রোসে যেরূপে করিতে হয়, এই ত্রিগুণ বা ট্রেবল্ ক্রোসে বা ষ্টিচ্ ঐ প্রণালীতে করিতে হয়। বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, মূল ষ্টিচ্ করিবার পূর্ব্বে, সূতাকে হুকের চারি-দিকে দুইবার ফেলিতে হয়, এবং হুকের উপর তিনবার সূতা ফেলিয়া, পূর্ব্বের মত প্রত্যেক বার, দুই লুপের মধ্য দিয়া টানিয়া ক্রোসে করিবে। উত্তমরূপ শিক্ষা হইলে, যেরূপ ইচ্ছা লম্বা নক্সা প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে।

সরু কিনারা।

(Narrow Edging.)

নয় ষ্টিচের একটি চেন প্রস্তুত কর।

প্রথম পংক্তি ; মূলের বা আরম্ভের পঞ্চম ষ্টিচে একটি ডবল ক্রোসে ; পাঁচটি চেন, মূলের প্রথম ষ্টিচে একটি ক্রোসে।

দ্বিতীয় পংক্তি ; কাজটি ঘুরাইয়া লও, শেষ পংক্তির পাঁচটি চেনের চারিদিকে, এগারটি সিঙ্গল ক্রোসে ; দুটি চেন, শেষ ডবল্ ক্রোসের পরে যে চেন আসিতেছে, তাহার চারিদিকে একটি ডবল ক্রোসে।

তৃতীয় পংক্তি ; কাজ ঘুরাও ; চারিটি চেন, শেষ পংক্তির শেষ ডবল্ ক্রোসের পরে যে চেন আসিতেছে, তাহার চারিদিকে একটি ডবল্ ক্রোসে ; পাঁচটি চেন, চতুর্থ সিঙ্গল ক্রোসের মধ্যে, একটি সিঙ্গল ক্রোসে এবং একের পর আর একটী করিয়া, বার বার এই ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির কাজ করিয়া যাও।

ভারত ঝালর্।

(Indian Edging.)

ভিত্তি নির্ম্মাণ।

প্রথম পংক্তি ;—দশটির চেন কর, ঘুড়িয়া একটি গোল বা (Circle) কর। গোলের চারিদিকে ১০টি ডবল্ ক্রোসে কর। * ১৪টি চেন কর, গোল হইতে পঞ্চম ঘরে, একটি সিঙ্গল্ ক্রোসের দ্বারা আট্‌কাইয়া দাও; পূর্ব্বের মত গোলের চারিদিকে, দশটি ডবল্ ক্রোসে কর; এবং * এই চিহ্ন হইতে পুনরায় আবশ্যকমত লম্বা করিয়া যাও।

দ্বিতীয় পংক্তি ;—কাজ ঘুরাইয়া লও। * ছয়টি চেন বুন। শেষ পংক্তির ২য় ও ৩য় ডবল্ ক্রোসের মধ্যে, একটি সিঙ্গল ক্রোসে দ্বারা আট্‌কাও; ছয়টি চেন বুন, এবং শেষটি ব্যতীত প্রত্যেক ফাঁকের ভিতর আট্‌কাও; যেখানে প্রথমের ন্যায়, দুটি ডবল্ ক্রোসে ছাড়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী চাকার প্রথম ডবল্ ক্রোসেতে, তিনটি চেন বুনিয়া আটক কর, এবং * এই চিহ্ন হইতে আবার কাজ করিয়া যাও।

তৃতীয় পংক্তি ;—কাজ ঘুরাও। * ছয়টি চেন বুন, এবং অগ্রবর্ত্তী পংক্তির প্রত্যেক চেনে সিঙ্গল্ ক্রোসে দ্বারা আটক কর; অগ্রবর্ত্তী পংক্তির তিন ঘরের চেনের উপর, ৩টা সিঙ্গল্

ক্রোসে বুন; তিনটি চেন, শেষ চাকার প্রথম চেনের চারি-দিকে, একটি সিঙ্গল ক্রোসে দ্বারা আটক কর। * চিহ্ন হইতে আবার চারিদিকে নমুনা বুনিতে থাক।

চতুর্থ পংক্তি ;—কাজের উপরিভাগ। কাজ ঘুরাও ; * দুটি চেন বুন, অগ্রবর্ত্তী পংক্তির তৃতীয় চেনের ঘরে একটি ডবল্ ক্রোসে। * এই খান হইতে নমুনার কাজ করিয়া যাও।
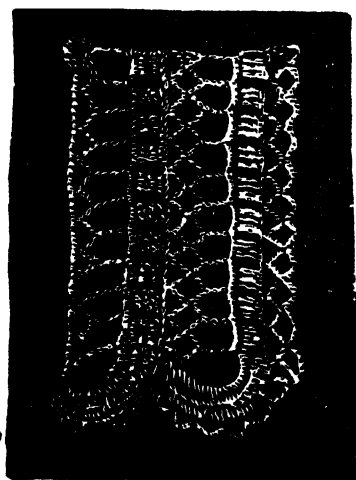
ঢাকাই ঝালর্।
(Dacca Edging.)

৫০টি ঘর বুন ; ঘুরাও, এবং হুক হইতে নবম ঘরের মধ্যে, একটি সিঙ্গল্ ক্রোসে বুন ; ৫টি চেন বা ঘর বুন, ৩ ঘর ছাড়, এবং ৪র্থ ঘরে একটি সিঙ্গল্ ক্রোসে বুন ; এবং মূল চেনের শেষ পর্য্যন্ত ঐরূপ করিয়া বুনিয়া যাও। সর্ব্বসমেত এগারটি ফাঁক

প্রস্তুত করিতে হইবে; ফিরাইয়া ধর, দশটি চেন কর, হুকের উপরে ৩ বার সূতা ফেল, প্রথম ফাঁকের ভিতর একটি লুপ তুল, হুকের উপরকার সূতা দুই দুইটা একসঙ্গে যোড়া যোড়া করিয়া বুন; ৩টি চেন বুন; সূতা হুকের উপর ৩ বার দাও, পরের ফাঁকে একটি লুপ তুল, এবং পংক্তির শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ বুন; ফিরাও, চারিটি চেন কর; * প্রথম ফাঁকে তিনটা ত্রিগুণ (treble) ক্রোসে বুন; একটি চেন্ বুন, শেষ ফাঁকে তিনটা ত্রিগুণ ক্রোসে, এবং আর আটটা ফাঁকের ভিতর ঐরূপ তিনটা ত্রিগুণ ক্রোসে কর। একটা চেন বুন, এবং বড় ফাঁকে ২০টা ত্রিগুণ ক্রোসে বুন; ফিরাও, অষ্টাদশ ত্রিগুণের উপরিভাগে, পাঁচটা চেন করিয়া আট্‌কাইয়া দাও। প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ ঘরের আর ছয়টি চেন কর, এবং স্কলপের † প্রত্যেক তৃতীয় ত্রিগুণের উপরিভাগে, ক্রোসে করিয়া যুড়িয়া দাও। পাঁচ পাঁচ ঘরের চেন কর, এবং ত্রিগুণের গুচ্ছের মধ্যে সিঙ্গল্ ক্রোসে দ্বারা যুড়িয়া দাও। ফিরাও, ছয়টি চেন বুন, এবং প্রথম ফাঁকে একটি সিঙ্গল্ ক্রোসে দ্বারা যুড়িয়া দাও। পাঁচটি চেন বুন; পরের ফাঁকে যুড়িয়া দাও, এবং শেষ চেন নয় বার বেশী বুন; ফিরাও, দশটি চেন বুন, প্রথম ফাঁকে একটি ত্রিগুণ ক্রোসে; চারিটি চেন বুন, এবং পংক্তির শেষ পর্য্যন্ত, ত্রিগুণ ক্রোসে এবং চেন বুনিয়া দাও; ফিরাও, ৪ চেন বুন, এবং * চিহ্ন হইতে বুনিয়া যাও।

---

† স্কলপ্, শামুকবিশেষ। লেসের প্রান্তভাগ কাটিয়া ক্ষুদ্র শামুকের মত গোল আকার করা। ছবির ঝালরের নিম্নভাগে যেমন গোল গোল আছে।
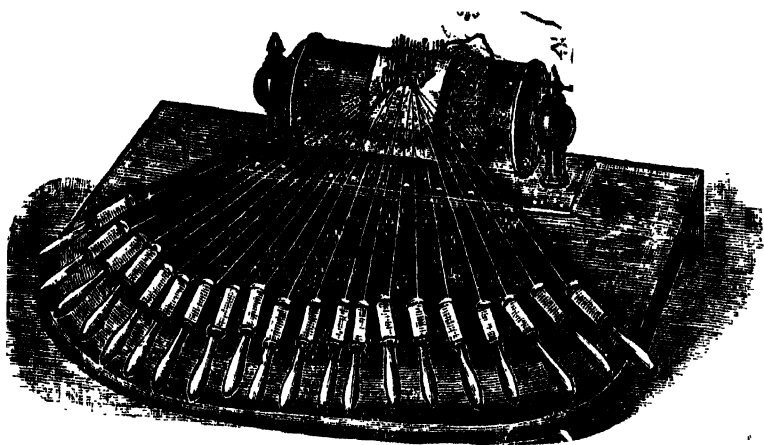
টর্সন্ লেস।

(Torchon Lace.)

ক্রোসে ও অন্যান্য লেস যে যে কাজে লাগে, এই লেসও সেই সমস্ত কাজে লাগিয়া থাকে। ইহা বুনিয়া প্রস্তুত হয় বলিয়া, পরস্পর জড়াইয়া যায় না ; এবং শক্ত, স্থায়ী ও দেখিতে সুন্দর বলিয়া সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।
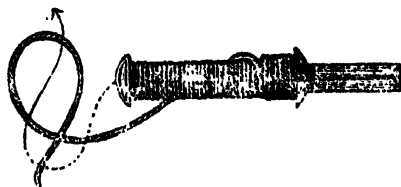
ববিন্। (Bobbin.)

সাজসরঞ্জাম ;—টর্সন্ লেস প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটি সাজ বা দ্রব্যের আবশ্যক।

ববিন্ (Bobbin) লেস ডেস্ক্ বা বালিশ; নমুনা বা আদর্শ, এবং কতকগুলি পিন্। এই লেস প্রস্তুত করিতে, লিনেন বা মসিনার আঁশনির্ম্মিত সূতা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। উত্তম জিনিস প্রস্তুত করিতে হইলে, ঐ সূতা মসৃণ, উজ্জ্বল, দৃঢ় ও নমনশীল হওয়া আবশ্যক। বার্বার্ নির্ম্মিত আইরিস মসিনার সূত্রই শ্রেষ্ঠ। যে যে নম্বরের সূত্র ব্যবহৃত হইবে, তদনুসারে পিন্ ও নমুনার আকারের ইতরবিশেষ হইতে পারে। ২৫০, ২-কর্ড বার্বারের লেস্ সূত্র, (Barbour's lace Thread) মস্‌লিনের জ্যাকেট প্রভৃতির সৌখীন কিনারা প্রস্তুত করিবার উপযোগী। সেমিজ্ প্রভৃতি সুসজ্জিত করিবার জন্য অতি প্রয়োজনীয় লেস ৫০ নম্বরে একই প্রকার নক্‌সা, সেই গড়ন, মিলমত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আদর্শের আবশ্যক। প্রচলিত টর্সন্ লেস করিবার জন্য, ব্যবহৃত বৃহদাকার,তীক্ষ্ণধার ও গোলমাথা পিন সকল, নম্বর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্যে, প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। যদি, অন্যরূপ করিতে বলা না হয়, তবে পিন্ সকল, শেষে ব্যবহৃত ২ জোড়া ববিনের মধ্যে সচরাচর রাখিয়া দিতে হয়, এবং সূত্রগুলি উহাদের চারিদিকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

আরম্ভ ;—বাঁ হাতে হাতল ধরিয়া, ডাইন হাতে ববিন লইয়া, তোমার সাম্‌নের বিপরীত দিকে ঘুরাও ; এবং প্রত্যেক ববিনের প্রান্তে, এক একটী লুপ কর ; তাহা হইলে, শীঘ্র শীঘ্র সূত্র সরিয়া যাইতে পারিবে না। ১নং ছবি দেখ। ডেস্ক্ বা বালিসের উপর যখন রাখিয়া দেওয়া হয়, তখন সাবধানে ববিন্‌কে

ঘুরাইয়া আবশ্যকমত সূত্র খুলিয়া লওয়া এবং উহা টানিয়া আনা ও সোজা করা যাইতে পারে; এবং ঐ প্রকার কর্ম্ম অভ্যাস হইয়া গেলে, কর্ম্মীর পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ যোড় দিতে না হয়, এজন্য প্রত্যেক ববিনে সম্ভবমত পূর্ণমাত্রায় সূতা লইতে পারিলে ভাল হয়। যখন নূতন ববিন্ বা নলি সংযোগ করিতে হইবে, দুই তিন ইঞ্চ সূতার প্রান্তভাগ চাপা দিবে, চলিত প্রণালীমতে বাঁ-হাতের তর্জ্জনী অঙ্গুলি বেড়িয়া একটি লুপ্ করিবে, পরে সূতার উপর দিয়া দুই প্রান্তভাগ একত্র করিয়া কষিয়া, গাঁইট দিয়া প্রান্ত কাটিয়া দিবে। এই প্রণালী অতি সহজ ও নির্ব্বিঘ্ন। অল্প অভ্যাস হইলেই, উত্তমরূপে বাঁধিতে সমর্থ হইতে পারা যায়। সিলিণ্ডার বা চুঙ্গীর চারিদিকে নমুনাকে পিন দিয়া সমানভাবে আঁটিয়া দাও। দেখিতে হইবে, যেন উহা ক্রমান্বয়ে চলিবার পক্ষে সমতুল্য হয়।

যদি অতি বড় হয়, কিন্তু প্রায় তাহা হয় না, তবে নমুনাকে পিন্ দিয়া আঁটিবার পূর্ব্বে, চুঙ্গীর চারিদিকে এক খণ্ড নরম কাপড় জড়াইয়া দিবে। প্রত্যেক নলির সূতার মুখ যোড়া যোড়া করিয়া বাঁধিয়া দাও। পরে যেখানে ছিদ্রে পিন্ দিতে বলা হইয়াছে, সেই সেই খানে পিন দিয়া আট্‌কাইয়া দাও। বাঁদিক হইতে গণিতে আরম্ভ করিয়া, যে যে স্থানে ব্যবহৃত হয়, সেই অনুসারে প্রত্যেক নলি যোড়া যোড়া করিয়া নম্বর দেওয়া থাকে। ২ যোড়া ডাইন ও বাম, এক সময়ে ব্যবহৃত হয় এবং নলির সূতার পাক ও ক্রসের দ্বারা ফোঁড় প্রস্তুত হয়।

নলির বাম যোড়ার ডাইনটা, ডাইন যোড়ার বাম ববিন্‌টার উপর দিয়া চলিয়া গেলে ক্রস্ প্রস্তুত হয় ; অথবা চারিটা ববিনের দ্বিতীয়টা তৃতীয় ববিনের উপর দিয়া চলিয়া যাইলেও ক্রস্ হয়।

পাক বা মোচড় (Twist) ;—প্রত্যেক যোড়ার ডাইন দিকে,সেই যোড়ারই বাম নলির উপর দিয়া লইয়া গেলেই টুইষ্ট্ বা পাক হইয়া যায়। অথবা, দ্বিতীয় ও চতুর্থকে প্রথম ও তৃতীয়ের উপর দিয়া চালাইয়া দিলেও হইতে পারে। টর্সন লেস করিতে, এই প্রণালীরই প্রয়োজন হয়। একত্র হইলে, উহাকে হাফ্ থ্রো সংক্ষেপে, ht বা অর্দ্ধক্ষেপ বলে। ঐ হাফ্‌থ্রো দুইবার হইলেই হোল্ থ্রো বা সংক্ষেপে wt, বা পূর্ণক্ষেপ বলা যায়। মাকড়সা প্রভৃতি নমুনাতে, যেমন ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ লিনেনের জমিতে আমরা অর্দ্ধক্ষেপ এবং ক্রস্ অথবা, ক্রস, টুইষ্ট, ক্রস, সংক্ষেপে, etc বুনিতে হয়। নানাজাতীয় মিশ্রণ ও বুনটের দ্বারা টর্সন লেস প্রস্তুত হয় ; এবং উহা বুনিবার জন্য বিস্তর সময় ক্ষেপণও করিতে হয়।

জালি নমুনা।

(Net Ground Pattern.)
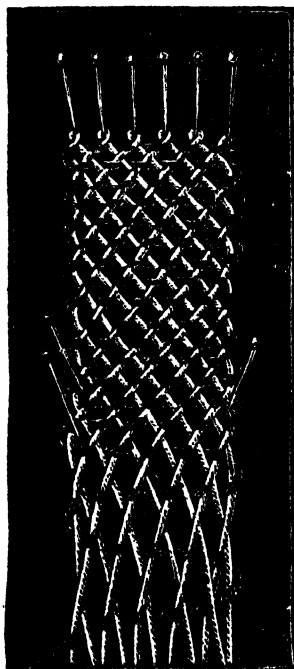
জালি নমুনা কেবল হাফ্‌থ্রো দ্বারা প্রস্তুত হয়। চুঙ্গীর চারিদিকে নমুনা পিন্‌ দিয়া আঁট ; এবং নমুনার উপরের ৬টি ছিদ্রের প্রত্যেকে এক যোড়া ববিন্‌ আঁট। ডাইন দিকে আরম্ভ করিয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ যোড়ার সহিত ht ; ঐরূপ ৪র্থ ও ৫মে, ৩য় ও ৪র্থে, ২য় ও ৩য়ে, ১ম ও ২য়ে, এ পিন্‌ দিয়া আট্‌কাও। হাফ্‌ থ্রো দ্বারা বন্ধ কর, যদি অন্য প্রকারে করিতে বলা না হয়। (শেষ বা বন্ধ করা, সকল সময়েই হাফ্‌ থ্রোর দ্বারা হইবে) যেখানে 'ht' দেখিবে, বুঝিবে উহা হাফ্‌ থ্রোর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক্ষণে, ডাইন দিকে কাজ করিয়া ht, ২য় ও ৩য়ের সহিত, ৩য় ও ৪র্থের, ৪র্থ ও ৫মএ, ৫ম ও ৬ষ্ঠএ দুইএ পিন্‌ দাও, শেষ কর।

বাঁদিকে কাজ কর, আবার ১ম ও ২য় যোড়াতে ৩এ পিন্‌ রাখিয়া এবং এইরূপে যত দূর লম্বা করিতে ইচ্ছা হয় করিয়া যাও।

এই জালি, সুন্দর ইন্‌সারসন্ হয়, এবং অনেক প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ষষ্ঠ পিনে এক যোড়া অতিরিক্ত ববিন্ ঝুলাইয়া, লিনেন্ গ্রাউণ্ড্ বা জমির জন্য এই নমুনা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাদা ছিদ্রবিশিষ্ট জমির নমুনা।

(Plain whole Ground Pattern)
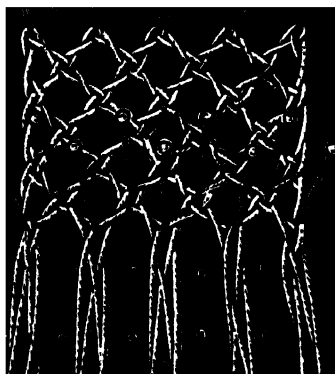
ইহাও হাফ্ থ্রো দ্বারা করা হয়। চুঙ্গীর চারিদিকে নমুনাকে পিন্ দিয়া আট্‌কাও, ৫টি ছিদ্রের প্রত্যেকের উপর ২ যোড়া ববিন্ পিন্ কর। কাজ উত্তমরূপে করিতে, সমান দৈর্ঘ্যের যত খানি লম্বার প্রয়োজন, সেইরূপ সূতা যেন লওয়া হয়। ht, ২য় ও ৩য় যোড়ায়, ১এ পিন্ কর, শেষ কর। ht ১ম ২য়এ, ২এ পিন্ কর, শেষ কর। ৪র্থ ও ৫মএ ht, ৩এ পিন্ কর, শেষ কর। ৩য় ও ৪র্থ এর সহিত ht, ৪এ পিন্ কর, শেষ কর। ২য় ও ৩য়ে ht, ৫এ পিন্ কর, শেষ কর। ১ম ও ২য়ে ht, ৬এ

পিন্ কর, শেষ কর। এইরূপে কাজ করিয়া যাও। এই জমি, টুইষ্টেড্ হোল জমির সহিত, যাহা একই নমুনাতে প্রস্তুত হইয়াছে, এবং যাহাতে এই মাত্র বিভিন্নতা, পিন্‌কে ভিতরে রাখিয়া ht করিবার পরে, একটা অতিরিক্ত টুইষ্ট করিতে হয়। এবং এই প্রণালী অন্য লেস অপেক্ষা টর্সন্ লেস করিতেই অধিক ব্যবহৃত হয়।

পাক দেওয়া ছিদ্রবিশিষ্ট জমি ও মাকড়সা।

(Twisted Hole Ground, with 'Spider'.)
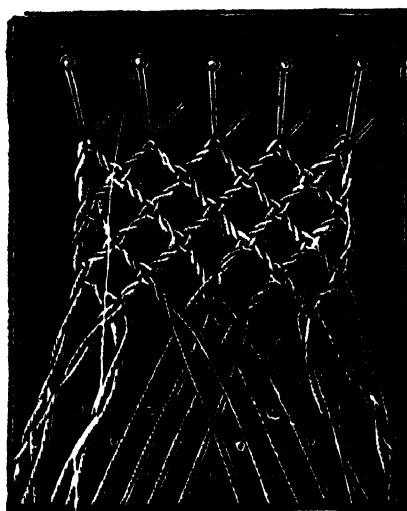
একটি অতিরিক্ত টুইষ্ট্ প্রস্তুত করিয়া সাদা ছিদ্র জমিতে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে কাজ করিয়া যাও। কেবল হুইল বা চক্র বা মাকড়সা প্রস্তুত করিতে, মাঝখানের ৪টী যোড়া ব্যবহার কর, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম। ৫ম, ৬ষ্ঠ টুইষ্ট্ কর, ctc, (cross twist cross) টুইষ্ট্ ৪র্থ, ctc ৪র্থ ও ৫ম সহিত, ৭মকে টুইষ্ট্ কর, ctc ৬ষ্ঠ ও সপ্তমের সহিত, ctc ৫ম ও ৬ষ্ঠের সহিত, ২ যোড়ার মধ্যস্থিত ছিদ্রে পিন্

দাও, মাকড়সার মধ্যস্থলে ctc সহিত শেষ কর; ctc ৪র্থ ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম; ৫ম এবং ৬ষ্ঠএ একবার প্রত্যেক যোড়া টুইষ্ট্ বা পাক দাও; এবং এইভাবে অগ্রসর হও। দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মাকড়সাতে পায়ের প্রত্যেক যোড়ার জন্য, এক যোড়া ববিন্ ব্যবহার হইয়াছে। মাকড়সা জালি অভ্যাস করিবার এই নমুনা প্রস্তুত হইয়াছে, এজন্য মাকড়সা নক্‌সা দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, মধ্যস্থলের পিন্ ২৫ ও ৩৪ ছিদ্রের মাঝপথে পড়িতেছে, এবং সেইজন্য, এই ছিদ্রগুলি ২৬ ও ৩৬ ছিদ্রের সহিত পিন্ করা হয় নাই; ইহা কর্ম্মী সহজে বুঝিতে পারিবে। পিনের পূর্ব্বে ও পরে প্রত্যেক কিনারায় wt করাই সুপরামর্শ; কারণ, তদ্দারা কিনারা অধিক মজবুত হয়। দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নমুনার ছিদ্র সকলে বামদিক হইতে ডাইন দিকে কোণাকোণি নম্বর দেওয়া হইয়াছে।
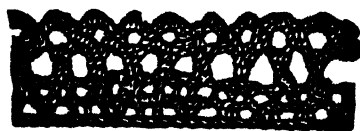
(Loop Point Edging.)

দ্রব্যসমূহ;—১০০ নম্বরের বার্বারের আইরিস্ মসিনার সূতা, (Barbour's Irish flax-thread) ৮ যোড়া ববিন্। ক ও খ তে ৩ যোড়া পিন্ কর, দুই যোড়া গ তে। wt ২য় ও ৩য়ে, একে পিন্ কর; ১ম ও ২য়, ২য় ও ৩য়, এবং ৭ম যোড়া wt.

পর্য্যন্ত। ৭মের উপর দিয়া ৬ষ্ঠ যোড়া চালাও, ৭মের উপর ৮ম, ৫মের উপর ৬ষ্ঠ, ২এ পিন্ কর ; ৭মের উপর ৬ষ্ঠ, ৪টি ht করিয়া ৭ম ও ৮মকে প্লেট্ (Plait, বিনোন্) কর, ৩এ পিন্ কর ; ৭ম ও ৮মকে প্লেট্ কর, ৩য় ও ৪র্থ wt ; এইরূপ বারংবার করিয়া যাও।

হীরা লেস।

(Diamond Point Edging.)

দ্রব্যসমূহ ;—৫০ নম্বরের বার্বারের আইরিস মসিনার সূতা, ১০ যোড়া ববিন্, নমুনা ও লেস ডেস্ক্, এবং কতকগুলি বড় আকারের পিন্। দুই যোড়া ববিন্ ১১তে পিন্ কর, ২, ১২তে, ১০, ১৮, ১৯ এবং ২০র প্রত্যেক ১ যোড়া, এবং ২১এ ২ যোড়া। সাদা ছিদ্র ও জালিবিশিষ্ট জমি এই বুনট্ কাজ করিবার পক্ষে উপযোগী। প্রথমে (Point) অগ্রভাগ প্রস্তুত করিতে হইবে। ৯ম ও ১০ যোড়ায় ht আরম্ভ করিয়া ১এ পিন্ কর, শেষ কর। বামে ht জালি জমিতে যেমন উপদেশ আছে। ৬ষ্ঠ যোড়া ব্যবহার করিয়া ২এ পিন্ কর, শেষ কর। ডাইনে ৩এ পিন্ কর,

শেষ কর। (আমার পরামর্শে, ৯ম ও ১০মে wt করিয়া কিনারা কর) বামে ht, ৫ম যোড়া লইয়া, ৪এ পিন্ কর, শেষ কর। ডাইনদিকে ৫এ পিন্ কর, শেষ কর। বামে ৪র্থ যোড়া লইয়া ৬এ পিন্ কর, শেষ কর। ডাইনে ৭এ পিন্ কর, শেষ কর। বামে ঐ প্রণালীতে ৫ম যোড়া লইয়া এবং ৮এ পিন্ রাখিয়া, ডাইনে ৯এ পিন্ কর, বামে ৬ষ্ঠ যোড়া লইয়া ১০এ পিন্ কর; ডাইনে, ১১তে পিন্ কর; বামে ৭ম যোড়া লইয়া, ১২তে পিন্ কর, পরে শেষ করিয়া ৮ম ও ৯মএ ht, এবং পরের (Point) অগ্রভাগের জন্য ৪ যোড়া সরাইয়া রাখ; প্রস্তুত ছিদ্র জমির ৩য় ৪র্থ যোড়াতে ht, ১৩তে পিন্ কর, শেষ কর। ২য় ও ৩য়ে ht, ১ম যোড়া wt (টুইষ্ট) কর, ১ম ও ২য় wt, সূতা উপরে টান; ১৪তে পিন্ কর, এবং wt দিয়া শেষ কর। ৪র্থ ও ৫মে wt, ১৫তে পিন্ কর, শেষ কর। ৩য় ও ৪র্থ ht, ১৬তে পিন্ কর, শেষ কর। ২য় ৩য় wt ১ম টুইষ্ট, ১ম ও ২য়ে wt, ১৭তে পিন্ কর। wt ৫ম ও ৬ষ্ঠ ১৮তে পিন্ কর, শেষ কর। wt ৪র্থ ও ৫ম, ১৯এ পিন্ কর, শেষ কর। ht ৩য় ৪র্থ, ২০তে পিন্ কর, .শেষ কর। wt ২য় ও ৩য়ে, wt ১মএ, wt ১ম ও ২য়ে, ২১এ পিন্ কর, wt। আরম্ভ হইতে পুনরায় কাজ কর। এই নমুনাকে ভিন্ন ভিন্ন আকারের করা যায়। জমির উপরের অর্দ্ধাংশ লিনেনের, এবং নিম্নের অর্দ্ধাংশ পাক দেওয়া (Twisted) বার বা বন্ধ।

বুনট্ সেলাই

(Knitting.)

সেলাই শিক্ষা যেরূপ প্রয়োজনীয়, বুনিয়া মোজা, গলাবন্ধ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখাও সেইরূপ আদরের জিনিস। বুনট্ শিখিতে হইলে অগ্রে পরিভাষা (Definition) শিক্ষা করা উচিত। বুনটু-কার্য্য-সম্বন্ধের শব্দগুলির অর্থ না শিখিলে, বুনট্-কার্য্য শিক্ষা সহজ হইবে না। আমোদের জন্য অনেকে এ কাজ করেন; কিন্তু ইহা দ্বারা, জীবিকানির্ব্বাহেরও উপায় হইতে পারে।

সূচিকর্ম্ম একস্থানে বসিয়া করিতে হয়। কিন্তু বুনট্-কর্ম্মে, একস্থানে বসিয়া থাকিবার আবশ্যক হয় না। দুইটা কাঠী* দ্বারা বুনিতে বুনিতে চলা যায়, কথোপকথনও চলে। কাপড় সেলাই করিতে, একদৃষ্টে চাহিয়া ও একস্থানে বসিয়া থাকিতে হয়; কিন্তু বুনট্কর্ম্মের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় না।

জনশ্রুতি এই যে, স্কট্লণ্ড্ ও স্পেন দেশীয় লোকেরা প্রথমে ইংলণ্ডে এই শিল্পকর্ম্মের সূত্রপাত করেন; উপরি-লিখিত দুই জাতীয়েরাও আরবদেশীয় লোকের নিকট শিক্ষা করেন। অনেকে বলেন, বুনট্-কার্য্যে জর্ম্মনেরা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। তাহারা নানাবিধ পরিচ্ছদ নিজহস্তে বুনিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারের স্ত্রীলোকেরা, নিজ হস্তে নানাবিধ

* বুনট্ সূচিকে এদেশে কাঠীই বলিয়া থাকে।

জিনিষ প্রস্তুত ও বিক্রয় পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহের সাহায্য করে। এদেশীয় মহিলারাও ঐ উত্তম দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন।

কাঠী দ্বারা বুনটের প্রণালী দুই প্রকার। ইংরেজী ধরণ ও জর্ম্মনির ধরণ। জর্ম্মনেরা ডানিহস্তে উল্ ধরে, ইংরেজেরা বাম হস্তে উহা ধরিয়া থাকে। জর্ম্মন্ প্রণালীতে শীঘ্র বুনা যায়। এই পুস্তকে জর্ম্মন্ প্রণালী দর্শিত হইল। দুইটী কাঠী লইয়া বুনিবার একটী ছবি দেওয়া হইল।
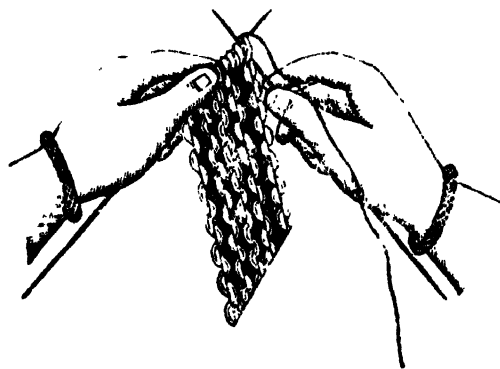
ডাইন হস্তের কাঠীর আগা, বাঁ-হাতের কাঠীর ঘরের ভিতর দাও, পরে বাঁ-হাতের আঙ্গুলের পশম, ঐ কাঠীর আগায় এক ফের দিয়া, পশমটী টানিয়া লইয়া, ঐ ঘরটী কাঠী হইতে বাহির করিয়া দাও। এইরূপ পর পর সকল ঘরগুলি বুনা হইলে, বাঁ-হাতের কাঠীটী খালি হইয়া, ঘরগুলি ডাইন-হাতের কাঠীতে

গেল। পরে ঐ ডাইন-হাতের কাঠী, আবার বাঁ-হাতে রাখিয়া, পূর্ব্ব-কথিতরূপে বুনিতে থাক। এইরূপে এক লাইন বুনট্ বা বুনা হইবে।

একটি নমুনার কথা বলিলে বুঝিতে হইবে, কয়টী লাইনের আবশ্যক আছে।

সময়ে সময়ে, কতকগুলি ঘর কাঠী হইতে খুলিয়া রাখা আবশ্যক হয়। এজন্য, একটী কার্পেট্ বুনিবার সূচে রেশম বা সূতা পরাইয়া, ঐ সূচের মুখ দিয়া এক একটী করিয়া ঘর লইয়া সূতাটী সকল ঘরের ভিতর দিয়া, দুই ধার বাঁধিয়া রাখিতে হয়। পরে ঐ ঘরগুলি আবশ্যকমত খুলিয়া লইলেই চলিবে।

বুনিতে বুনিতে, যদি দৈবাৎ একটী বা দুইটা ঘর কাঠী হইতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ঘর পুনরায় তুলিয়া দিতে হইবে। আর ভুলক্রমে, যদি ঐ পড়া ঘরের উপরই দুই চারিটা ঘর বুনা হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বুনা ঘরগুলি খুলিয়া ফেলিয়া, ঐ পড়া ঘরটী কাঠীর ভিতর লইতে হইবে। তুলিয়া না লইলে, ঐ ঘরটা ছাড়া থাকিয়া খারাপ দেখাইবে।

বুনিতে বুনিতে, যদি কোন কারণে বুনা বন্ধ করিতে হয়, তবে যতটুকু বুনিয়াছ, তাহা সমান সমান ভাঁজ করিবার জন্য, তাড়াতাড়ি আর ততটুকু বুনিয়া, মাঝে ভাঁজ করিয়া রাখিবে।

প্রথম শিখিবার সময়, মোটা সূতা বা উলে ও মোটা কাঠীতে বুনা অভ্যাস করা উচিত। তাহা হইলে ঘরগুলি স্পষ্ট দেখা যাইবে।

পরিভাষা।

বুনট্ কার্য্যে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যা।

(Definition.)

পরিভাষা না শিখিয়া, বুনট্ সেলাই করিতে গেলে, বড় অসুবিধা হয়, এজন্য অগ্রে উহা শিখা উচিত।

১। কাষ্ট্ অন্—দুইটী ষ্টিচ্ বা ঘর বুনিয়া, প্রথমটী দ্বিতীয়টীর (Cast on.) উপরে তুলিয়া দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া।

২। কাষ্ট্ অফ্—দুইটী ষ্টিচ্ বুনিতে হইবে। বাঁ-হাতের কাঠা (Cast off.) প্রথম বুনা ষ্টিচে দিয়া, দ্বিতীয় বা ব্যাক্ ষ্টিচ্টী প্রথম ষ্টিচের উপর তুলিয়া দিতে হইবে, এবং বাঁ-হাতের কাঠী হইতে ফেলিয়া দিতে হইবে। কাষ্ট্ অফ্ করিবার জন্য শেষের লাইনকে আল্গা করিয়া বুনিতে হইবে। কষিয়া (Tight) বুনিলে ঘর, তুলিবার সুবিধা হয় না।

৩। টু পরল্—সচরাচর বুনিবার সময় উল্ বা সূতাকে (To purl.) কাঠীর নীচে বা পশ্চাতে রাখিয়া বুনিতে হয়। পরল্ করিবার সময় ঐ সূতা বা উল্কে কাঠীর সাম্নে রাখিয়া বুনাকে পরল্ করা কহে।

৪। টু নেরো— এক সঙ্গে দুইটী ষ্টিচ্কে কাঠী দিয়া তুলিয়া

(To Narrow.) বুননকে নেরো করা বলে। এক একটী ষ্টিচ্ আলাদা বুনিলে অনেক হয়; দুটী ষ্টিচ্ একসঙ্গে বুনিলে কমিয়া গেল।

৫। টু ওআইড্ন্—একটী ষ্টিচের পর, আর একটী নূতন (To Widen.) ষ্টিচ্ বুনিয়া বাড়াইয়া যাওয়া। ডাইন হাতের কাঠীর উপর সূতা এক ফের দিয়া বুনিলেই আর এক ষ্টিচ্ বাড়িয়া গেল।

৬। টু ডিক্রীস্—এক সঙ্গে দুটি ষ্টিচ্ বুনাকে ডিক্রীস্ করা (To Decrease.) বলে।

৭। টু ইন্‌ক্রীস্—বুনিতে বুনিতে একটী নূতন ষ্টিচ্ বুনিলে (To Increase.) ইন্‌ক্রীস্ করা হয়।

৮। টু মেক এ ষ্টিচ্—দুই একটী পরল্ ষ্টিচের মধ্যে, একটী (To make a Stitch) নূতন ষ্টিচ্ করিতে হইলে, সূতা ডাইনের কাঠীতে ঘুরাইয়া আবার সাম্‌নে আনা।

৯। এ রো— (A Row) এক লাইন বুনট্‌কে রো বলে।

১০। টু ইন্‌ক্রীস্ হোয়েন্ পর্লিং— (To Increase when purling.) পরল্ করিবার সময়, একটী নূতন ষ্টিচ্ করা আবশ্যক হয়। এজন্য, সূতাকে কাঠীর সাম্‌নে হইতে আনিয়া, ডাইন হাতের কাঠীর উপরে ফিরাইয়া দিয়া, আবার সাম্‌নে আনা। পরে পরল্ করিতে যাওয়া।

১১। এ টর্‌ন্—বাঁ-হাতের কাঠীর ষ্টিচ্‌গুলি ডাইন হাতের
(A Turn) কাঠীতে বুনিয়া, তুলিয়া লইয়া, আবার ঐ কাঠী বাঁ-হাতে লইয়া, ডাইন হাতের কাঠী দিয়া পূর্ব্বের মত বুনিয়া ষ্টিচ্‌গুলি ঐ কাঠীতে লওয়া। এইরূপ করাকে এক টর‌ন্ কহে।

১২। এ রাউণ্ড—তিন চারিটী কাঠী দিয়া মোজা বুনা প্রভৃতির
(A Round) মত, এক ফের গোলাকার বুননকে রাউণ্ড কহে।

১৩। এ প্লেন্ রো—এক লাইন সাদা বুননকে প্লেন রো কহে।
(A Plain Row.)

১৪। টু পরল্—সকল সময়ে সূতা সাম্‌নে রাখিয়া এক লাইন
এ রো— বুননকে টু পরল্ এ রো কহে।
(To purl a Row.)

১৫। টু রিব্—দুটী ষ্টিচ্ সাদা বুনা (Plain) ও দুটী ষ্টিচ্
(To Rib.) পরল্ করাকে রিব্ করা বলে।

১৬। টু নিট্ টূ একবারে দুটি ষ্টিচ্‌কে একসঙ্গে বুনাকে
টুগেদার— নিট্ টূ টুগেদার বলে।
(To Knit two together.)

১৭। টু নিট্ থ্রী টুগেদার—
(To Knit three together.)
একসঙ্গে একবারে তিনটী ষ্টিচ্ বুনন্‌কে নিট্ থ্রী টুগেদার কহে।

১৮। টু পর্‌ল্ টূ ষ্টিচেস্ টুগেদার অর ডিক্রীস্ পর্‌লিং—
(To purl two stitches together or decrease purling.)
দুটী ষ্টিচ্‌কে একসঙ্গে পর্‌ল্ করাকে টু পর্‌ল্ টূ ষ্টিচেস্ টুগেদার কহে।

১৯। টু পর্‌ল্ থ্রী ষ্টিচেস্ টুগেদার—
(To purl three stitches together.)
বাঁ-হাতের প্রথম ষ্টিচ্‌কে পর্‌ল্ করিতে হইবে। দেখা যাইবে, ঐ ষ্টিচ্ ডাইন হাতের কাঠীতে আসিয়াছে। উহাকে পুনরায় বাঁ-হাতের কাঠীতে তুলিয়া দিতে হইবে। পরে কাঠীর দ্বিতীয় ষ্টিচ্‌কে প্রথম ষ্টিচের উপরে আনিয়া, কাঠী হইতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। (Drop Stitch) তাহার পরস্থিত ষ্টিচ্-কেও ঐরূপে ছাড়িতে হইবে। যে প্রথমটী কাঠীর উপরে আছে, উহাকে আবার পর্‌ল্

করিতে হইবে, এইরূপে তিনটী ষ্টিচ্ এক ষ্টিচ্ হইয়া গেল।

২০। নিটিং এণ্ড পর্লিং ইন্ দি সেম্ রো— (Knitting and purling in the Same Row.) একটী ষ্টিচ্‌কে বুনিয়া তাহার পরের ষ্টিচ্‌কে পরল্ করিতে হইলে, সূতাকে (Yarn) কাঠীর সাম্‌নে আনিয়া পরল্ করিতে হইবে। এইরূপে পর্লের পরে, এক ষ্টিচ্ বুনিবার সময় সূতা কাঠীর পশ্চাতে রাখিয়া বুনিতে হইবে।

২১। টূ স্লিপ্ অর্ পাস্ এ ষ্টিচ্— (To slip or pass a stitch.) এক কাঠী হইতে অন্য কাঠীতে ষ্টিচ্‌টী সরাইয়া দেওয়া।

২২। টু ড্রপ্ এ ষ্টিচ্— (To Drop a stitch.) বুনিবার সময়, সময়ে সময়ে ফুল করিবার জন্য বা কমাইবার জন্য একটী ষ্টিচ্ ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু, এমন ভাবে ছাড়িতে হইবে, যেন একবারে সমস্ত বুনন্ খুলিয়া না যায়। বামহস্তের কাঠী হইতে ডাইন হস্তের

কাঠীতে,ঘর বা ষ্টিচ্ না বুনিয়া তুলিয়া দাও। দ্বিতীয় ষ্টিচ্ বুন বা পরল্ কর। প্রথমকার তোলা ঘরটি এই বুনা ষ্টিচের উপর তুলিয়া দিয়া, এবং বোনা ঘরগুলির সঙ্গে মিশাইয়া দাও। তাহা হইলে ছাড়া ঘরটি (Dropped stitch) খুলিয়া যাইতে পারিবে না।

২৩। এ লুপ্ ষ্টিচ্, থ্রেড্ ফরওয়ার্ড—(A loop stitch, thread forward.) সূতাকে (Yarn) কাঠীর পশ্চাৎভাগ হইতে সামনে আনিয়া কাঠীর উপরে তুলিয়া দিয়া, পরবর্ত্তী ষ্টিচ্‌কে বুনিয়া দিতে হয়।

২৪। টু পিক্ অপ্ এ ষ্টিচ্—(To pick up a stitch.) দুইটী ষ্টিচের মধ্যে যে সূতা বুনটের নীচে দেখা যায়, ঐ সূতাকে ডাইনের কাঠী দিয়া তুলিয়া, বাম হস্তের কাঠীতে রাখিয়া বুনা।

২৫। টুইষ্ট্ ষ্টিচ্—(Twist stitch.) সাদা বুননের যেমন সাম্‌নের দিকে বুনিয়া ষ্টিচ্ তুলা হয়, তাহা না হইয়া পশ্চাৎদিকে ষ্টিচ্ তুলিয়া বুনাকে টুইষ্ট্ ষ্টিচ্ কহে।

২৬। রাউণ্ড নিটিং— (Round Knitting.) মোজা বা থলি প্রস্তুত করিতে যেমন গোল-ভাবে বুনিতে হয়। যে জিনিস প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার আকার যেমন হইবে, ততগুলি ষ্টিচ্ বা ঘর বুনিয়া সমান ভাগ করিয়া চারিটী কাঠীতে গোল করিয়া রাখিয়া, আর একটী কাঠী দিয়া বুনিতে হইবে।

মোজার বুনটে দুই প্রকার ষ্টিচ্ আছে। এক প্রকার—সম্মুখদিকের (Right Side) বা সোজা ষ্টিচ্। দ্বিতীয় প্রকার—উল্টা বা ভিতর দিকের (Wrong Side) ষ্টিচ্।

বুনিবার প্রণালী বুঝাইবার জন্য সম্মুখভাগ বা সাম্‌নে, এবং পশ্চাদ্ভাগ বা পিছনে, এই দুইটী শব্দের ব্যবহার করিতে হইবে। বাঁ-হাতের প্রথম (তর্জ্জনী) অঙ্গুলির সম্মুখ সাম্‌নে ও উহার পশ্চাৎদিক পিছন।
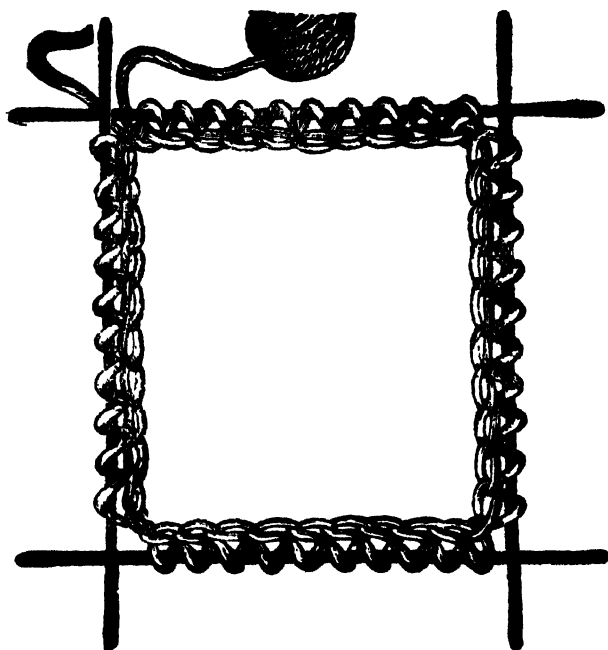
চারি কাঠীর বুনন।

(**Knitting with four needles.**)

চারিটী মাঝারি আকারের বুনটের সূচ বা কাঠী, এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উলের দুইটী বল (ball) আবশ্যক। তিনটী সূচে লুপ বা ফাঁসগুলি উঠাইতে হইবে (cast on) এবং ৪র্থ সূচটী বুননের জন্য আলাদা রাখিবে।

১০টী লুপ উঠাইবে, একাদশ লুপের নিকট আসিলে, উহাকে ডাইন হাতের কাঠীর উপর তুলিয়া রাখিবে। প্রথম কাঠীটি

ছাড়িয়া দিবে। তাহার পর তৃতীয় কাঠী লইয়া, ঐ কাঠীতে পুনর্ব্বার ১০টী ঘর তুল। পরে একবিংশতি লুপের নিকট, ৪র্থ কাঠী লইয়া আর ১০টী ঘর উঠাইবে। প্রথম কাঠী দুটী ছাড়িয়া দিবে, এবং বাম হাতে তৃতীয় কাঠীটী ধরিয়া রাখিবে। কাঠীর উপর ৩০টী ঘর আসিলে, ৪র্থ কাঠী লইয়া, বুনা প্রথম ঘরের মধ্যে রাখিবে। ইহাতে একটী গোলক (circle) হইবে; কাঠীর উপরের শেষ ঘরটি এবং প্রথমের বুনা ঘরটি, শক্ত করিয়া একসঙ্গে বুনিবে; যেন ঘর আল্‌গা হইতে না পারে। বুনন আরম্ভ করিবার সময় যে সূতা বা উল্ খেয়া ঝুলিতেছিল, তাহা এখানে বুনটের সঙ্গে ধরিয়া লইবে।

গাঁইট্ দিয়া উল্ যোড়া দিলে খারাপ দেখায়, এবং তাহাতে পায়ে আঘাত লাগিতে ও বুনট্ খুলিতে পারে। কখনও গাঁইট দিবে না।

কতকগুলি ফেরতা (round) বুনা হইলে, সূতা যোড়া দিতে অভ্যাস করা উচিত। যোড়া ঠিক হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য, বিভিন্ন রংএর উল্ দিয়া যোড়া দিলে যোড়া ভাল হইল বা মন্দ হইল,তাহা দেখা যায়। গোলকে ৬ কি ৮ ইঞ্চ উল্ ঝুলাইয়া রাখিয়া, সূতা কাটিয়া ফেলিবে। দ্বিতীয় গোলকের সূতা-খেয়া বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে দুই তিন পাক দিয়া এবং প্রথম গোলকের ঝুলা সূতাটী ধরিয়া, উভয় খেয়াকে পাকাইয়া, এক করিবে; এবং ঐ দুই সূতা বা ডবল উল্ দিয়া, প্রথম গোলক প্রস্তুতের সময়ের মত চারিটি কি পাঁচটী লুপ বুনিবে। কাজ

সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত ও সুন্দর করিতে হইলে, উলের যে প্রান্তভাগ গুলি ঝুলিবে, সেগুলি বুনিয়া দিবে, ঝুলিতে দিবে না। একবার যোড়ের পর, পরের পংক্তি আরম্ভ করিবার সময়, প্রত্যেক ডবল লুপ বা ঘরকে একটি সিঙ্গল লুপের মত বুনিবে। কেহ কেহ উলের প্রান্তভাগ দিয়া উল্টাদিকে একটু রিপু করিয়া কাটিয়া দেয়।

শিশুদিগের মোজা।

(Baby sock.)

প্রথমে দুটী কাঠী লইয়া কুড়িটী ষ্টিচ্ বা ঘর তুলিয়া এক লাইন বুন। বাঁ-হাতের কাঠীর ঘরগুলি ডান-হাতের কাঠীতে তুলিয়া দাও। আবার ডান-হাতের ঘরগুলি বাঁ-হাতের কাঠীতে তুলিয়া দাও। এইরূপ করাকে এক লাইন বুনা বলে।

প্রতি লাইনের সাম্‌নে সূতা রাখিয়া দুই লাইন বুন। আবার সূতা সাম্‌নে আনিয়া আর এক লাইন বা তৃতীয় লাইন বুন। দেখা যাইবে, ক্রমে বুনট্ একটু তেরচা হইতেছে।

যতক্ষণ না কাঠীতে ত্রিশ ঘর বুনা হয়, ততক্ষণ এইরূপে একদিকে বাড়াইয়া যাও। পরে আর একটী বা তৃতীয় কাঠী

লইয়া তের্‌চার দিকে একবার আগাইয়া ও একবার পিছাইয়া বুনিয়া ১৪টী ঘর তুলিয়া বার লাইন ইন্‌ষ্টেপ্‌ বা চেটোপার জন্য বুনিতে হইবে।

এখন বাঁ-হাতে ১৪টী ঘর আছে। ডান-হাতের কাঠীতে ১৬টী ঘর আছে। বাঁ-হাতের ঘরগুলি ঐ ১৬টী ঘরের সমান করিবার জন্য আর ১৬টী নূতন ঘর তুলিতে হইবে। ঐ ১৬টী ঘর বুনিলে, মোজার অপরার্দ্ধ বুনিবার ঘর তুলা হইল। সর্ব্বশুদ্ধ কাঠীতে ৩০টী ঘর হইল। এখন ঐ ৩০টী ঘরকে বুনিতে আরম্ভ কর। ২৭এর ঘর পর্য্যন্ত বুনিয়া, পরে ২৮ ও ২৯ এই দুই ঘর এক সঙ্গে বুনিয়া (Knit two together) ত্রিশের ঘরটি আলাদা বুনিতে হইবে।

যতক্ষণ না কাঠীতে ২৩টী ঘর বাকী থাকে, ততক্ষণ এইরূপে বুনিয়া যাও। এখন দেখিতে পাওয়া যাইবে, আঙুলের দিকে দুই পাশে সমান ঢালু হইয়াছে।

পরে কাঠী উল্টাইয়া সোজা বুনিয়া যাও, যতক্ষণ না গোড়ালির দিকে ৩টী ঘর বাকী থাকে। উহাদের প্রথম ২টী একসঙ্গে বুন, বাকী ঘরটী আলাদা বুন।

আবার কাঠী উল্টাইয়া বুনিয়া যাও। কেবল আঙুলের দিকের কাঠীতে ৩টী ঘর বুনিতে বাকী থাকিবে। উহাদের প্রথম ২টী ঘর একসঙ্গে বুন ও বাকীটী আলাদা বুন।

পুনরায় কাঠী উল্টাইয়া বুনিয়া যাও। কেবল গোড়ালির দিকে কাঠীতে ৩টী ঘর বুনিতে বাকী থাকিবে। উহাদের প্রথম

২টী ঘর একসঙ্গে বুন, বাকীটী আলাদা বুন। অতঃপর দুই লাইন সাদা (Plain) বুনিয়া কাষ্ট্‌ অফ্‌ কর।

মোজার মাঝখানে ১২ টী ঘর তুল। একদিকে ১৬টী ঘর আছে; ঐ ১৬টীর সমান আর ১৬টী ষ্টিচ্‌ তুল। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৪টী ঘর কাঠীতে রহিল।

এখন দুই লাইন সাদা বুনিয়া যাও। পরে শিশুদের মোজা বাঁধিবার জন্য যে সূতা (String) থাকে, তাহা পরাইবার ঘর তৈয়ার কর। উহা এই প্রকারে করিতে হয়;—প্রথম ২টী ঘর একসঙ্গে বুন; পরে পশমটী কাঠীর উপর সাম্‌নে রাখিয়া (Thread forward) আবার দুই ঘর একসঙ্গে বুন। দেখিয়া যাইবে, যেন ৪৪টী ঘরই বজায় থাকে। পরে দুই লাইন সাদা বুনিয়া যাও। এ পর্য্যন্ত চেটো ও গোড়ালি পর্য্যন্ত বুনা হইল। অতঃপর মোজার জন্য বুনিতে হইবে। তোমার ইচ্ছামত চিত্র-বিচিত্র করিয়া বুন। মোজা বুনট্‌ শেষ হইলে, চেটোপায়ের দুই পাশে ১২টী করিয়া ঘর তুল। পরে আঙ্গুলের দিকে ১২টী ঘর এবং বাকী প্রত্যেক পাশে ২২টী করিয়া ঘর তুল। পরে এক লাইন সাদা বুন। গোড়ালির ডানদিকে বুনিতে আরম্ভ কর। প্রথম ঘরটি আলাদা বুন, ২য় ও ৩য় ঘরকে একসঙ্গে বুন। এইরূপে বুনিয়া আসিয়া স্লোপের শেষ ষ্টিচ্‌ ও আঙুলের প্রথম, এই দুটী একসঙ্গে বুন, পরে একটি করিয়া বাকী ষ্টিচ্‌গুলি বুন। আবার বাঁ-দিকের আঙুলের শেষের ষ্টিচ্‌ ও স্লোপের প্রথম ষ্টিচ্‌কে একসঙ্গে বুন। দেখিবে, গোড়ালির কাছে কাঠীতে ৩টী ষ্টিচ্‌

আছে। উহাদের ১ম দুটী একসঙ্গে বুন, শেষেরটি আলাদা বুন। আবার ফিরিয়া গোড়ালির নিকট একটি ঘর বুন। দুটী একসঙ্গে বুন। আবার ফিরিয়া এক লাইন প্লেন বুনিয়া যাও, যতক্ষণ না আঙুলের নিকটে এস। এখানে ২টা একসঙ্গে করিয়া দুইবার বুন। বাকী ষ্টিচ্গুলি সাদা বুন, যতক্ষণ না আঙুলের অন্য পাশে এস। এখানে ২টা একসঙ্গে করিয়া দুই বার বুন। লাইনের বাকী ষ্টিচ্গুলি সাদা বুনিয়া যাও, যতক্ষণ না কাঠীর শেষের ষ্টিচের নিকটে এস। পরে দুটী এক সঙ্গে বুন, এবং শেষেরটি আলাদা বুন। ফিরিয়া এক লাইন সাদা বুন ; আবার ফিরিয়া আঙুলের নিকট পর্য্যন্ত আধ লাইন সাদা বুন। দুই কাঠীতে সমান সমান ষ্টিচ্ দেখিলে, দুই পাশের কাঠী মুখে মুখে রাখিয়া কাষ্ট্ অফ্ কর।

পুরুষদিগের মোজা।

(**Gentleman's Sock.**)

প্রয়োজনীয় দ্রব্য। সাড়ে চারি আউন্স লাল (Ruby) রঙ্গের বা অন্য বর্ণের মেরিণো উল্ বা জর্ম্মণ ফিঙ্গারিং, ১৫ নম্বরের চারিটী নিটিং বা মোজা বুনিবার লোহার কাঠীর প্রয়োজন।

প্রথম কাঠীতে ৩৬টি ঘর তুল; এবং অপর দুইটি কাঠীর প্রত্যেকে ২৮টি করিয়া ঘর তুল। সর্ব্বসমেত গোলাকারে ৯২টি ঘর উঠিবে। ৪৬ ঘরকে রিবিং বুনট্ কর, অর্থাৎ দুই ঘর সাদা ও দুই ঘর পরল্। মোজার বাকী অংশ সাদা নিটিং করিয়া শেষ করিতে হইবে। প্রথম কাঠীর মধ্যস্থলের দুইটি পরল্ করা ঘরে রঙ্গীন সূত্রদ্বারা চিহ্ন দাও; এবং প্রথম ফেরতায় ঐ পরল্ করা দুই ঘরকে পুনরায় পরল্ কর, তাহার পর, ঐ স্থানে একটা ছাড়া একটা (Alternate) ফেরতায় পরল্ কর, যতক্ষণ না ৩০ ফেরতা বুনা হয়। এইরূপ করিলে যোড় সেলাই মত দেখাইবে।

একত্রিশ ফেরতা; দুটি পরল্ ঘরের পূর্ব্বে ৩ ঘর যখন থাকিবে, তখন পায়ের জন্য কমাইতে আরম্ভ কর; দুটি এক সঙ্গে বুন, একটি বুন, ২টি যোড় স্থানে পরল্ কর, একটি বুন, একটি ছাড়, একটি বুন, ছাড়া ঘরকে অন্য বুনট্ ঘরের উপরে তুলিয়া দাও।

নয় ফেরতা বুন।

ঐরূপে, ৪১, ৫১, ৬১ ও ৭১ ফেরতায় কমাইয়া যাও, যতক্ষণ না ফেরতায় ৮২ ঘর কমে। গোড়ালির জন্য ৩০ ফেরতা বুন।

গোড়ালির নিম্নভাগ (Heel);—যোড় স্থান পর্য্যন্ত বুন, উহাদিগকে পরল্ কর, ২০টি বুন, কাজ ঘুরাও, প্রথম ঘর ছাড়, ৪১ কে পরল্ কর। অন্য ৪০টি ঘর যেমন আছে তেমনই

ছাড়িয়া দাও। যতক্ষণ না গোড়ালি শেষ হয়, ততক্ষণ ঘর-গুলিকে দুটি কাঠীর উপর ভাগ করিয়া লও।

গোড়ালির তৃতীয় পংক্তি ;—প্রথম ঘর ছাড়, ১৯টি বুন্, দুটি যোড় ঘর পর্‌ল্ কর। কুড়িটি বুন।

চতুর্থ পংক্তি ;—প্রথম ঘর ছাড়, ৪১ পর্‌ল্ কর। যতক্ষণ না ৩৪ পংক্তি বুনা হয়, ততক্ষণ এই দুই পংক্তি বুনিয়া যাও।

গোড়ালির আকার নির্ম্মাণ ;—প্রথম ঘর ছাড়, যোড় স্থানে ৩টি ফোঁড়কে দুইবার বুন, একটি ছাড়, একটি বুন, ছাড়া ঘরকে বোনা ঘরের উপরে তুল, একটি বুন, যোড় স্থানে দুটি ঘর পর্‌ল্ কর, একটি বুন্, দুটি একত্রে বুন, শেষ পর্য্যন্ত বুনিয়া যাও। এক পংক্তি পর্‌ল্ কর। এই দুই পংক্তি ৪ বার বুন। পরে কাজ শেষ কর। ঐ শেষ ঘরগুলি একত্রে ভাঁজ কর এবং টপ্‌সোইং করিয়া দাও।

গসেটের জন্য ;—গোড়ালির সোজাদিক তোমার দিকে ধর, এবং এক কাঠীতে চেটোপার উপরিভাগের (Instep) কাঠীর ডাইন হাতি কোণ হইতে গোড়ালির তলার যোড় পর্য্যন্ত লুপ্‌গুলি তুল। যেমন তুলিবে, তেমনই প্রত্যেকটি বুনিয়া যাইবে। ২৮টি ঘর বুনিবে ; দ্বিতীয় কাঠীতে চেটোপার কাঠীর বামদিকের কোণ পর্য্যন্ত সেইখান হইতে লুপ তুল, আবার ২৮ ঘর বুন ; তৃতীয় কাঠীতে ৪০টি (Instep) চেটোর উপরিভাগের ঘর বুন। এক ফেরতা সাদা বুনিয়া যাও। পরে * প্রথম পদতল-কাঠীতে পদতল একটি বুন, একটি ছাড়,

একটি বুন, ছাড়া ঘর বুনট্ ঘরের উপরে তুলিয়া দাও, দ্বিতীয় পদতল কাঠীর শেষ ৩ ঘর ছাড়িয়া সাদা বা প্লেন বুন, দুটি একত্রে বুন, একটি বুন, চেটোর উপরের কাঠীতে সাদা বুন, এক ফেরতা সাদা বুন, * নক্ষত্রচিহ্নিত স্থান হইতে পুনরায় বুনিয়া যাও, যতক্ষণ ফেরতায় ৮০টি ঘর না হয়। ফেরতা ফেরতা সোজা বুনিয়া যাও, যতক্ষণ না তোলা ঘর হইতে, পদতলের পূরা মাপ ৬ ইঞ্চি বা ৬½ ইঞ্চি বুনা হয়।

আঙ্গুলের জন্য ;—১ম পদতল-কাঠীতে একটি বুন, একটি ছাড়, একটি বুন, ছাড়া ঘর বুনট্ ঘরের উপরে তুলিয়া দাও, ২য় পদতল-কাঠীতে শেষে ৪ ঘর ছাড়িয়া সাদা বুনিয়া যাও, দুটি একত্রে বুন, চেটোর উপরের কাঠীতে, দুটি বুন, একটি ছাড়, একটি বুন, ছাড়া ঘর বুনট্ ঘরের উপরে তুলিয়া দাও, শেষের ৪ ঘর ছাড়িয়া সাদা বুন, দুটি একত্রে বুন, দুটি বুন, এক ফেরতা একটি বুন। * নক্ষত্র চিহ্ন হইতে আবার বুনিয়া যাও, যতক্ষণ না ২৪ ঘরে পরিণত হয়। এক কাঠীতে গোড়ালির ১২ ঘর তুলিয়া রাখ ; মোজা উল্টাইয়া ভিতর দিক উপরে রাখ, কাঠী পরস্পর সমানভাবে ধর, এবং প্রত্যেক কাঠী হইতে এক ঘর একত্রে বুনিয়া মোজা বন্ধ কর।

সেলাই কল।

(The Sewing machine.)

প্রত্যেক গৃহস্থেরই, বিশেষতঃ সঙ্গতিপন্ন প্রত্যেক পরিবারেরই এক একটি সেলাই কল রাখা উচিত। হাতের কাজ অপেক্ষা কলের কাজ ভাল বলিয়া যে সেলাই কল রাখা উচিত তাহা নয়, কিন্তু কলে তাড়াতাড়ি অনেক কাজ হয় বলিয়া রাখা উচিত। সেলাই নিজের বাড়ীতে করিলে, অনেক সময় এবং অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। যে কল সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কাজ ভাল হয়। কল ব্যবহারকালে, তৈলাক্ত থাকায়, উহা শুষ্ক হয় না, এবং মরিচা ধরে না। যদি কল পরিষ্কার করিবার কেরোসিন তৈল না পাওয়া যায়, তবে পরিষ্কৃত নারিকেল তৈল দিয়া ঢিলা করিয়া লইবে। খারাপ তৈল ব্যবহার করিবে না; কারণ, তাহাতে কল অপরিষ্কৃত হইয়া বিগড়াইয়া যায়। সেলাই আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, অতিরিক্ত তৈল মুছিয়া ফেলিবে, তাহা না করিলে, সেলাই করিবার সময়, কাপড়ে দাগ লাগিবে এবং বিশ্রী দেখাইবে। যে সকল কাপড় ধোয়া যায় না, তাহা সেলাই করিতে বিশেষ সাবধান হইবে।

পরিষ্কার করা ;—বেল্‌ট্ (Belt) সরাইয়া লইবে এবং বাহু (Arm) উঠাইয়া, তৈল দিয়া কল পরিষ্কার করিবে। নীচের সমস্ত অংশ পরিষ্কার করিয়া, বেল্‌ট্ ও আরম্ আবার যথাস্থানে বসাইবে। যে সকল ছিদ্র দেখা যাইবে, তাহাতে

কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিবে। সূচ, মাকু (Shuttle)

ফুট প্লেটে (Foot plate) ময়লা থাকিলে তাহা বাহির করিয়া ফেলিবে। কল হইতে তৈল সম্পূর্ণরূপে বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত হাতল (Handle) ঘুরাইবে। পুরাতন নরম কাপড়ের এক টুক্‌রা লইয়া ময়লা মুছিয়া দিবে। তাহার পর ভাল স্পারম্ (Sperm) তৈল বা পরিষ্কৃত নারিকেল তৈল দিয়া পুনরায় সূচের স্থান পিচ্ছিল করিয়া দিবে। সহজে কাজ হয়, এবং সূচ ভাঙ্গিয়া না যায়, তজ্জন্য এই প্রণালী আবশ্যক হয়।

কলের মধ্যে কেরোসিন তৈল কখনও রাখিবে না। কারণ, উহা উষ্ণ-গুণ হওয়াতে কাপড় নষ্ট ও কল নষ্ট হইতে পারে।

কল ব্যবহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে হইবে।

(১) পাতলা কাপড়ে ফোঁড় দিবার সময় টেন্‌সনকে একটু কষিবে। ফোঁড়গুলি একটু ছোট করিবে। মিহি সূতা এবং সূচ ব্যবহার করিবে। কলের অংশবিশেষকে টেন্‌সন বলে। উহা কষিয়া সেলাই করিলে ফোঁড় ছোট ছোট হয় ; আর ঢিলা করিলে ফোঁড় বড় হয়।

(২) মোটা কাপড়ে বড় ফোঁড়, শক্ত সূতা ও সূচ আবশ্যক।

(৩) মিহি কাপড়ে ফোঁড় দিবার সময় একখান পাতলা কাগজ নীচে রাখিলে কাপড় কুঁচ্‌কাইয়া যাইবে না।

(৪) মোটা কাপড় সেলাই করিবার [illegible] ফোঁড় দিবার পূর্ব্বে, যোড়ের মধ্যে শুষ্ক সাবান বা চরবির বাতী ঘষিয়া দিবে; তাহাতে কাপড়ের মধ্যে সূচ অনায়াসে চলিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

(৫) রেসম দিয়া সেলাই করিবার সময় ব্যয়সংক্ষেপের জন্য, ববিনে (Bobbin) সূতা রাখিবে এবং উপরে রেসম রাখিয়া এবং সম্মুখ দিক দিয়া সেলাই করিবে। ববিনের ছবি দেখ।
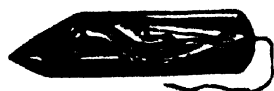
(৬) সম্ভব হইলে ববিনে সূতা রাখিবে। ববিনের সূতা এবং রিলের সূতা এক নম্বরের হইবে।

(৭) সেলাই জন্য সিঙ্গারের কলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সম্পূর্ণ